লাল অক্ষরে ছাপা আসল সর্দার মন্ত্র।

গুপ্ত মন্ত্র।

বহুবিধ দুষ্প্রাপ্য মন্ত্র সমূহ সংগ্রহ করিয়া

প্রকাশিত হইল।

(সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)

কলিকাতা, ২৫।২ নং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীঅতুল চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

কলিকাতা;

১১ নং কুমারটুলী ষ্ট্রীট "ভারত-প্রভা প্রেসে"

শ্রীকুমার চন্দ্র বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১২ সাল।

মূল্য ২॥০ দুই টাকা আট আনা মাত্র।

NOT TO BE LENT OUT

সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যিনি আমার বিন
অনুমতিতে এই গ্রন্থের নাম প্রকাশ অথবা কাপির অনুকর
করিবেন, তাঁহাকে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবেক

এই গুপ্ত মন্ত্র নামক পুস্তক সন ১৩১৪ সাল ইং ১৯০
সালের এপ্রেল মাসে রেজেষ্টারি করা হইল।

স্বত্বাধিকারী,
শ্রীতাতুল চন্দ্র দত্ত।

বিজ্ঞাপন।

নানাদেশীয় সর্প চিকিৎসকগণের নিকট হইতে এই সমস্ত মন্ত্র সংগৃহিত হইয়াছে। এই পুস্তকে লিখিত বিষয় সমূহ আলোচনা এবং তাহাই যাহাদিগের ব্যবসায়, তাহাদিগের নিকটেই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংগ্রহ করিলে অনেক মন্ত্র সংগ্রহ করিতে পারা যাইত, কিন্তু আমরা সে ভাবে মন্ত্র সংগ্রহ করি নাই। যে সমস্ত মন্ত্রের অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই সকল মন্ত্র গুপ্তমন্ত্রে স্থান পাইয়াছে। আশা করি ইহার বিষয় গুলি পরীক্ষা করিয়া পাঠকগণ আশাতীত ফললাভে সমর্থ হইবেন। চারিদিকে কতকগুলি প্রবঞ্চক তন্ত্র ইন্দ্রজালাদি প্রকাশ করিয়া সাধারণের মনে মন্ত্রের প্রতি যেরূপ অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিয়াছে, তাহাতে আমরা একবারও মনে করি নাই যে, এই অমূল্য মন্ত্র, সাধারণের এতদূর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

এস্থলে আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ নিবেদন যে, পাঠকগণ ইহার কোন অংশ পরীক্ষাকালে ভ্রম ক্রমে কোন প্রকরণ বিস্মৃত হইয়া আমাদের পুস্তকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেন। আমরা বারম্বার বলিতেছি যে, যথাযোগ্য সাধনা ব্যতীত কোন বিষয়েই সিদ্ধি লাভ করা যায় না।

২৫।২ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রকাশকস্য।

নিয়মাবলী।

গুপ্ত মন্ত্র প্রকাশিত করিতে সংকল্প করিয়া আমরা বিপাকে পতিত হইয়াছি। মন্ত্রাদি সাধন করিবার জন্য যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার বিধি আছে, তাহা সম্যক প্রকারে অনুষ্ঠিত না হইলে কোন ফলই লাভ করা যায় না। মন্ত্রাদি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা ন্যায় অনুগত নহে এবং নিয়মানুসারে হস্ত লিখিত পুথির আকারে মন্ত্রাদি লিখিয়া গ্রাহক গণের নিকট প্রেরণ করাও সহজ ব্যাপার নহে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী নিয়ম লিখিত হইল। পাঠকগণ মন্ত্রাদি শিক্ষা করিবার সময় এই নিয়মাবলীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

গুপ্তমন্ত্র পুস্তকের যে কোন বিষয় শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে স্নান ও পবিত্রবস্ত্র পরিধান করত আলতা দিয়া পৃথক কাগজে সেই বিষয়টী লিখিবেন এবং যথা বিধি শিক্ষা করিবেন। মন্ত্র উত্তমরূপ অভ্যস্থ হইলে পরীক্ষা করিবেন। বহুকাল মন্ত্রের চালনা না থাকিলে তাহা ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, এজন্য অনাবশ্যক হইলেও মধ্যে মধ্যে মন্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য। মধ্যে মধ্যে মন্ত্র পাঠ না করিয়া সজীব রাখিবে, এইরূপ স্থলে চলিত কথায় ইহাকে "মন্ত্র জাগান" বলে। বোধ হয় অনেকেই ইহা জ্ঞাত আছেন। মন্ত্রাদির ভাষা ও তাহার প্রক্রিয়ার প্রতি কেহ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিবেন না। এখনকার নব্যসম্প্রদায়গণ বিশ্বাস করেন না, মন্ত্রের নাম শুনিলে হাসিয়াই উড়াইয়া দেন, তাঁহাদিগের নিকট আমাদিগের সানুনয়ে নিবেদন যে, এই পুস্তকস্থিত কোন একটী বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন। মন্ত্র সুর করিয়া পাঠ করিতে হয়। সুর মন্ত্রের জীবন স্বরূপ, অতএব সুর করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে কেহ বিস্মৃত হইবেন না।

প্রকাশক।

BENGAL LIBRARY
14 MAY 1907
WRITERS' BUI…

গুপ্ত মন্ত্র

আত্মরক্ষা বা আপনসার।

মন্ত্রাদি পরীক্ষা এবং তাহা উপযুক্ত কার্য্যে প্রযুক্ত করিবার পরে অর্থাৎ বিষচিকিৎসা, ভূত ঝাড়ান বা তথাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত হইবার অগ্রে স্বয়ং বিশেষ প্রকারে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। অনেক ওঝাকে এই আত্মসাবধানে বিস্মৃত হইয়া, বিষম বিপন্ন এবং সময়ে সময়ে মৃত্যু মুখে নিপতিত হইতেও দেখা গিয়া থাকে। এজন্য আত্মরক্ষার আবশ্যকতা সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য। যে সমস্ত মন্ত্র ও দ্রব্য দ্বারা এই আত্মরক্ষায় সমর্থ হওয়া যায়, তাহা ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে। চিকিৎসক সর্পদংশনের বা ভৌতিক দৃষ্টির সংবাদ পাইবামাত্র, নিম্ন লিখিত মন্ত্র মনে মনে পাঠ করিবেন।

আস্তলবেং কোরাণ বারিফট কে হেবা সদ্নাল।
ঘণ্টে যাওগে ঘণ্টে আওগে,
লোহাকা স্তম্ভেকা খুঁটী
স্বর্ণকা তীর বন্দ খোদা সেলাম পেকেম্বর
লা ইলাহি ইল্লেলল।
মহম্মদে রসুল এল্লা॥

এইমন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইবেন। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলে, প্রতিবাদির সকল মন্ত্র নিষ্ফল হইবে। কোন ওঝাকে সফলকাম হইতে দেখিলে অর্থাৎ মন্ত্র প্রভাবে রোগীকে রোগমুক্ত করিতে দেখিলে, প্রতিবাদী ওঝাগণ ঈর্ষাবশতঃ নানাবিধ প্রতিকূলতাচরণ করে। সেই জন্য এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গৃহ হইতে চিকিৎসার্থ বহির্গত হওয়া ওঝার নিতান্ত কর্ত্তব্য।

অনেক প্রতিবাদী ওঝা মন্ত্র বলে ওঝার গৃহে সর্প বা ভূত পাঠা

করাইয়া তাহার অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। ইহা নিবারণের জন্য নিম্ন লিখিত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক গৃহের চারিকোনের চারিমুষ্টি মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া সদর দরজায় নিক্ষেপ করিলে, প্রতিবাদীগণের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়া যায়। এমন কি, তাহার গৃহে সর্পাদি কখনই প্রবিষ্ট হইয়া অনিষ্টসাধন করিতে পারে না।

ঘরবন্দ দুয়ার বন্দ পিঁড়ার পাট।
উনকোটী ডাকিনী বন্দ দিয়ে লোহার সাট॥
ভূত প্রেত দৈত্য দানব সাপ বিছা ব্যাং।
মনসা বাসুকী বন্দ বন্দ বাঘের ঠ্যাং॥
চারপেয়ে তেপেয়ে বন্দ বন্দ বুকে হাঁটা।
বন্দ বন্দ মহাবন্দ শিরে শিবের জটা॥
যদিবন্দ টুটে বন্দ শিবের কিরে লাগে।
আমার ধুলায় তেত্রিশ কোটী দেবতারা ভাগে॥
তেত্রিশ কোটী দেবতা ছয়কোটী দানা।
বন্দন টুটিলে পরে লাগিবেরে হানা।
কার আজ্ঞা পুয়ার আজ্ঞা॥”

কোন অজ্ঞাত পথে গমনাগমন করিতে হইলে আত্মসাবধান হইয়া যাইতে হয়। কেন না সেই পথের সর্ব্বত্র অজ্ঞাত থাকায়, কোথায় বিপদের সম্ভাবনা এবং কোথায়ই বা নিরাপদ, স্থির করিতে পারা যায় না। এমত স্থলে নিম্ন লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার বক্ষে ফুৎকার দিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারা যায়। এইমন্ত্রের এমনই আশ্চর্য্য শক্তি যে, ইহা উল্লিখিত প্রকার উচ্চারণ করিয়া গমন করিলে পথিমধ্যে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, কুম্ভীর, ক্ষিপ্ত শৃগালও সর্পপ্রভৃতির সম্মুখে পতিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদিগের গাত্রে আঘাত করিলেও কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। ইহা বিশেষ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে।

ইন্দুর বিন্দুর পথে সাপ।
পানির কুমীর বনের বাগ॥
পথ ছেড়ে দে পথের ভাই।
ডাইনে আছিস্ ডাইনে যা॥
বাঁয়ে আছিস্ বাঁয়ে যা।
আমি যাই অন্তে ধর্ম্মের আজ্ঞে দূরে যা॥

অনেক স্থানে ওঝায় ওঝায় বিবাদ হইয়া থাকে এবং পরস্পরকে পরাস্ত করিবার জন্য নানাবিধ বাণ প্রয়োগ করে। এই বাণের এতাদৃশ শক্তি যে, ইহাতে রক্তবমন, অচৈতন্য, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। এক্ষণে প্রতিবাদীর এই ভীষণ মন্ত্রবাণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য নিম্নলিখিত মন্ত্রটী লিখিত হইতেছে। ইহা তিনবার মাত্র পাঠ করিয়া তিনবার আপন বক্ষে ফুৎকার প্রদান করিলে, সহস্রবাণেও তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবেনা।

কোথায় চলিয়ে যাই করিয়ে পয়ান।
আপনি সারিয়ে যাই হইয়ে সাবধান॥
পিট্ পিট্ পদ সারি আর সারিমুখ।
নাক কাণ চোক সারি, আর সারি বুক॥
সর্ব্বাঙ্গ সারিয়ে যাই মা মনসার বরে।
লক্ষ লক্ষ বাণে আমার কি করিতে পারে।

আকোড় দুষ্টে নিষ্ঠের বা তব স্মরণে ঘা নেই কোটে অমুকের * গায়, যাজা আমি হাজার পির প্যাকম্বর জুলে

* এইরূপ চিহ্নিত স্থানে অমুক না বলিয়া নাম করিতে হইবে। এই আত্ম- সারে আপনি সাবধান হওয়া যায় ও অন্যকে সাবধান করা যায়। আপনার

দিবু অমুকের গায়, অমুকের রক্ষে, কর্বে কামরূপের কামীক্ষে হাড়ির ঝি চণ্ডি কালিকা মা।

কোন স্থানে পঁচটী ওঝা বসিয়া ঝাড়িতেছে, সেখানে উপস্থিত হইলে এই মন্ত্রটীর দ্বারা আত্ম রক্ষা করিতে হয়। ওঝা দেখিলে ওঝাগণের হিংসা হয় সুতরাং পরস্পর পরস্পরের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে, সুতরাং পূর্ব্বে এই মন্ত্রটীর দ্বারা সাবধান হওয়া আবশ্যক।

প্রথমে মন্ত্রটী পড়িয়া আপনার বক্ষে একবার ফু দিবেন, আবার পড়িবেন আর একবার ফু দিবেন, আবার পড়িবেন তিনবার ফু দিবেন। মোট তিনবার পড়িবেন, ৫ ফু দিবেন। এই আপনসারের দ্বারা মহাশক্ত হইলে ও কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

সময়ক্রমে যদি কখন ব্যাঘ্রের সম্মুখে পতিত হওয়া যায় এবং সে আক্রমণ করিতে আইসে, তাহা হইলে ভীত বা বিচলিত না হইয়া বাম হস্তে বাম অণ্ডকোষ ধারণ করিয়া একপদে দণ্ডায়মান হইয়া দক্ষিণ হস্তে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিয়া ব্যাঘ্রের দিকে ঐ ধুলিমুষ্টি ফুৎকার দ্বারা, নিক্ষেপ করিলে, ব্যাঘ্র তাহাকে আক্রমণ না করিয়া ভীত চিত্তে পলায়ন করে।

"বাঘের পিটে সোয়ার হয়ে মা যাচ্ছেন চলে।
সন্তান মুক্ত হইস ভাই মা ছেড়ে চলে॥
মায়ের বেটা" মোরা তোরা মায়ের বেটা বটে।
মায়ের কিরে হ্রীং ক্লং যারে বাঘা জটে॥
জটার কিরে জোটের শিরে বিরাজ করে জটা।
ফিরে যারে আপন ঘরে বাঘরে বাঘা বটা॥

সাবধান কালীন আপনার নাম ধরিতে হইবে এবং অস্ত্রের মধ্যে শত্রুর নাম ধরিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

দ্রব্য গুণ।

আর সাবধানী সম্বন্ধে মন্ত্রাদির উল্লেখ করিলাম, এক্ষণে দ্রব্যগুণের বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

সাতটী কচি কুলের পাতা, যাহা পোকায় কাটে নাই, বা কোনরূপে ছিন্ন বা চিহ্নিত নহে, এইরূপ পাতা সাতটী লইয়া, একটী নাভিতে এবং অপর ছয়টী কোমরের চতুর্দ্দিকে স্থাপন করিয়া তাহার উপরে কাপড় পরিতে হইবে। এমন ভাবে কাপড় পরিতে হইবে যে, যেন কোনরূপে পাতাগুলি খসিয়া না পড়ে। এইরূপ পাতা দিয়া কাপড় পরিলে সহস্রবাণেও তাহার কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না। যতগুলি বাণ তাহার দিকে নিক্ষিপ্ত হইবে, ঐ পাতায় ততগুলি ছিদ্র হইয়া যাইবে। উক্ত পাতা গাছ হইতে তুলিবার সময় নিম্ন লিখিত মন্ত্র একবার উচ্চারণ করিয়া এক একটী পাতা ছিন্ন করিতে হইবে। যথা-

কুলের পাতা কুলের নাকাল।
[illegible] ॥
যে তোমারে মারে।
[illegible] ফুলের বাণ ॥
[illegible] শ্যামা।
[illegible] শ্যামা ॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কাগজ ছিন্ন করিয়া তাহা পবিত্র গঙ্গাজলে ধৌত করিতে হইবে, ধৌতকালে নিম্ন লিখিত মন্ত্র তিনবার মনে পাঠ করিতে হইবে।

"হরির চরণ হ'তে উঠিলা আপনি।
ত্রৈলোক্যে উদ্ধার তুমি কর মা জননী ॥
বিপদে রাখ মা কুল কুল পাতা দিয়ে
[illegible] মা গো [illegible] ॥

তোমাজলে করি স্নান ফুল পাতা হয়।
সাপ খেয়ে যায় পাতা মা তোমারি দয়া॥"

ইশুমূল নামক বৃক্ষের মূল কটিদেশে তাম মাদুলীতে ধারণ করিয়া রাখিলে, বাণ ও সর্পাদির বিষ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা পাওয়া যায়। এই মাদুলী অশুচি অবস্থায় ধারণ অথবা ধারণ করিয়া কোন প্রকার বিপরীত আচরণ করিলে ঐ মাদুলি আপনা হইতে পড়িয়া যায়। এজন্য মল মূত্র পরিত্যাগ কালে, আহার মৈথুন এবং শয়নকালীন উক্ত মাদুলী কটিদেশ হইতে উন্মোচন করিয়া কোন পবিত্র স্থানে রাখিয়া দিতে হয়। পরদিন প্রাতে স্নান করিয়া পুনরায় মাদুলী ধারণ করিতে হয়।

শ্বেত করবীর শিকড় অষ্টধাতু নির্ম্মিত মাদুলী মধ্যে পূর্ণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিলে, তাহার কেবল সর্পভয় বিনষ্ট হয়। মালবৈদ্যগণ অর্থাৎ সর্পচিকিৎসকগণ শ্বেত করবীর ছড়ি ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার গন্ধ যত দূর গমন করে, ততদূর সর্প থাকিতে পারে না এবং গমন কালীন সর্প সম্মুখে পতিত হইলেও সত্বর ভীত হইয়া পলায়ন করে।

"ধুল ধুল মহাধুল ধুল মেরা কায।
এই ধুল ডলে দিলাম অমুকের গায॥
ধুলায় পশিল আমি বীর বৃকোদর।
গদার শরীর মোর গদার কলিজা॥
বুকাবীরের নামে আসে লোহার খণ্ড গা।
ধুল ধুল যাহা ধুল দিলা মোর গায়॥"

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কিয়ৎপরিমাণে ধুলি গ্রহণ করিয়া, উভয় বাহুর পেশীতে [যেথানে লোকে তাগা প্রভৃতি ধারণ করে] উত্তমরূপ মর্দ্দন করিলে তাহার শরীর সকল শক্তি হইতে অক্ষয় রহিবে। বলে কেহ তাহাকে পরাস্ত করিতে পারিবে না। যাঁহারা সর্ব্বদা কুস্তি করেন এবং যাঁহারা পালোয়ান এবং কুস্তি ব্যবসায়ী, তাঁহাদিগের পক্ষে এ প্রক্রিয়াটী নিতান্ত আবশ্যক ও

ফলপ্রদ। যাঁহারা উল্লিখিত কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহারা একবার ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ইহাই একমাত্র অনুরোধ।

বিষ ঝাড়া।

আত্মসাবধান হইয়া বিষ চিকিৎসায় নিযুক্ত হইতে হয়, পূর্ব্ব পাঠে আত্মসাবধান প্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে ঝাড়ন প্রণালী এবং মন্ত্রাদি লিখিত হইতেছে।

ওঝা আত্মসাবধান হইয়া রোগীর নিকট গমন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, দংশন স্থানের অবস্থা কি প্রকার এবং সর্প কি ভাবেই বা দংশন করিয়াছে। সর্প দংশন তিন প্রকার। চলিত কথায় ঐ তিন প্রকার দংশন যথাক্রমে উবো, কানী এবং সাট, এই তিন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সর্প যদি মুখ সরল করিয়া দংশন করিয়া থাকে, তবে তাহা উবো, যদি দক্ষিণ পার্শ্বে একটু বক্র হইয়া দংশন করিয়া থাকে, তাহা হইলে কানী এবং যদি দংশন করিয়া পরে এক পার্শ্বে বক্র হইয়া মুখ টানিয়া লয়, তবে তাহাকে সাট বলা যায়। উবো এবং কানী, এই উভয় প্রকারে দংশিত হইলে, রোগীর শরীর অতি সত্বরই নির্ব্বিষ হয়। আর সাট ভাবে দংশিত হইলে, বিষমুক্ত হইতে অত্যন্ত অধিক সময় লাগে এবং রোগী অতি সত্বরই অচৈতন্য হয়, প্রলাপ উচ্চারণ করে, মুখ হইতে গাঁজলা পড়ে এবং মৃত্যুর অনেক লক্ষণ সূচিত হয়। এমত স্থলে রোগীর ঝাড়ান ইত্যাদি যেমন প্রয়োজন, সেই সঙ্গে ঔষধ সেবন ও জলসার করাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বলা বাহুল্য যে, এমত স্থলে ওঝার বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন এবং সত্বর কার্য্য নির্ব্বাহ করার প্রয়োজন, নতুবা অল্প মাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলে, রোগীর মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা, অতএব এ প্রকার রোগীর চিকিৎসায় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

"বিচ্‌মোল্লা রহমনে রহিমান রহিম।
আলেকম্‌ আলেকম্‌ মহম্মদা হাকিম॥
ইল্লাল ইলাহি আসমোল্লাম ইয়াকুবর।
চলিয়ে চালান হক পীর পয়গম্বর॥
মহম্মদ জেন্দা চোটা তুরন্ত কাটিয়ে।
বিষ্‌ বলিস্‌ আপসে টুঠে লাটিয়ে॥
জাহন্নাম ওজাখং দুনিয়া মে তোর।
দেল মৈ আব্বাস সে টুয়ট বিষ্‌কা ঘোর॥
নাহিমক্কা মদিনা মরিসা মরিসান্‌।
দোঁহাই তেরা পুলাগে তু কোরান্‌।
কেঁচুয়া কেটুয়া দোরা ছুরি।
কুচ্‌কা নামে সে নাহি মু ভরি॥
ইকাসান্দুল কা ইব্রাম ডুরি।
চৌটা কা বিষান লাগেন তুড়ি।
ইলাহি কাদিজা রাণ্ডি ফতিমা কা হুকুম।
টুট মা বিষ্‌ এহি মজুম॥
যা ফতিমা কা আব্বাস।
যা বিষ্‌ ঘর যা॥"

এই মন্ত্র এক একবার সুর করিয়া পাঠ করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে কটিদেশ হইতে পদ পর্য্যন্ত উষ্ণজল অল্পে অল্পে ধারা দিতে হইবে ও বাম হস্তের তালুদ্বারা ক্ষত স্থানের উপর হইতে দলিয়া ক্ষতস্থান পর্য্যন্ত আনিতে হইবে। বারম্বার এইরূপ করিয়া বিষ্‌ নষ্ট হইলে, রোগীকে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া একটী মরিচ [লঙ্কা] খাইতে দিবে।

নূতন হাঁড়ি কিনিয়া আনিতে হইবে। ক্ষুর খানির ন্যায় উহাও সেই পবিত্র স্থানে রাখিয়া দিবে। পরদিন পূর্ব্বোক্তরূপে দক্ষিণ হস্তে ক্ষুর গ্রহণ করিয়া বাম হস্তে সেই হাঁড়িটী ধরিবে এবং এই মন্ত্র এক একবার পাঠ করিবে, আর সেই হাঁড়ির তলদেশে এক একটী পোঁচ দিবে। এইরূপ সাতবার পড়িবে ও সাতটী পোঁচ দিবে। এইরূপ করিলে যে চুরি করিয়াছে, তাহার মাথা মুড়া হইয়া যাইবে, অথবা মন্ত্রগুণে ঐ সাত পোঁচ তাহার মাথায় পড়িবে এবং সাত পেঁচে চুল কামান হইয়া যাইবে এবং মধ্যে মধ্যে মস্তকে একটু একটু চুল থাকাতে অদ্ভুত দেখাইবে, লোকে দেখিলেই তাহাকে অনায়াসে চোর বলিয়া জানিতে পারিবে। সে পুনরায় ভালরূপে মস্তক মুণ্ডন না করিয়া জন সমাজে বাহির হইতে পারিবে না। আশ্চর্য্য ব্যাপার।

বাটিচালান।

চল চণ্ডী জিনিয়া কর বাটির উপর ভর। যার নামে পড়ে বাটি কামড়াইয়া ধর। অমুকের নষ্ট চিত্ত লইয়াছে যেবা। গোক্ষনাথের বরে তার নাম ধর বাপা, ওঁ রক্ষ রক্ষ গোক্ষনাথের দোহাই।

এই প্রক্রিয়া দ্বারা অতি সহজে যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছে তাহাকে জানিতে পারা যায়। প্রথমতঃ একটী কাদার বাটিতে কিঞ্চিৎ আতপ তণ্ডুল দিয়া শুদ্ধাচারে শুদ্ধ স্থানে রাখিয়া দিবে। ইহাকেই বাটিচালান কহে। সেই দিন এইরূপে রাত্রি অতিবাহিত হইবে, পর দিন শুনিল স্নানান্তে বিশুদ্ধ হইয়া কতকগুলি কাগজের টুকরা প্রস্তুত করিবে। যাহার জিনিষ চুরি গিয়াছে, তাহার বাটীতে যতগুলি লোক আছে এক এক টুকরা কাগজে

দাঁড়াইবে। এই স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, গুণিন ইচ্ছা করিলে আপনার হস্তও চালাইতে পারেন।

ভার কাটা।

হ্রীং সৌ সঃ অমুকার হাতের ভার নাশয় নাশয় ফট্ স্বাহা।

উল্লিখিত মন্ত্রে যাহার হাত চালান হইয়াছে, তাহার হাতের ভার কাটাইবার নিমিত্ত এই মন্ত্র সপ্তবিংশতিবার তাহার হস্তের উপর জপ করিবে, এইরূপ করিলেই তাহার হাতের ভার দূরীভূত হইয়া যায়।

ক্ষুরচালান।

আরে ক্ষুর কুঞ্জর বাণ। কুঞ্জর বাণের লোহা ভাঙ্গিয়া আনি, কামারে গড়াইল ক্ষুর দিয়া লোহার পাত। চোরের মাথা মুড়াইয়া আন ছাড়িয়া সাধ। অমুকার অমুক বস্তু যে করিয়াছে চুরি। ধর্ম্মের আজ্ঞায় তার মাথা মুড়াইয়া আন শীঘ্র করি।

চোর ধরিবার এই প্রক্রিয়া অতীব বিস্ময়কর। এক নয়ে একখানি ক্ষুর কিনিয়া আনিয়া অতি পবিত্রভাবে পবিত্র স্থানে রাখিয়া দিবে। পরদিন শুচ্যাচারে স্নান করিয়া বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ক্ষুরখানি দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিবে। পূর্ব্ব দিবস যখন ক্ষুর কিনিয়া আনিবে, তখন এক দমে একটী

মরিচ পড়া।

"মরিচা মরিচা বিবা মরিচা,
টুট্‌কা ঘাও কা বিষ।
টুট্‌কা ঘাও ভু বিষকা ভাত্তিজা,
নাহিলাগে মেরা রিশ॥
মা ফতিমা কো আজ্ঞা॥
খা ডাল মরিচা তোয়॥"

মন্ত্র পাঠান্তর মরিচটী খাইতে দিবে। ইহা একটী বিশেষ পরীক্ষা। রোগীর শরীর হইতে যদি বিষ্ নষ্ট হইয়া গিয়া না থাকে, তাহা হইলে মরিচ ঝাল লাগিবে না, আর বিষ নষ্ট হইয়া গেলে মরিচের যতাদৃশ যে স্বাদ, তাহাই বিবেচনা হইবে। এইরূপ করিলে যদি বিবেচনা হয় যে, বিষ এখন পর্য্যন্ত নষ্ট হয় নাই, তাহা হইলে পুনর্ব্বার উক্তরূপ মন্ত্র পাঠ ও জলসার করিতে হইবে। এইরূপে যখন বুঝিবে যে, রোগীর শরীরে বিষ্ নাই, তখন ওঝা উভয়পদ যুক্ত করিয়া অর্থাৎ দুই পদ একত্রিত করিয়া তন্মধ্যে থুথু নিক্ষেপ করিবেন এবং নিম্ন লিখিত মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে বাম হস্তের অঙ্গুলী দ্বারা সেই থুৎকারের সহিত মৃত্তিকা লইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিবেন।

"থুথু দিয়ে মারলাম ঘা।
মা মনসার লাগায় গা॥
যা বিষ্ নেই বিষ্।
মা মনসার ধর্ম্ম দিস্॥"

সর্প দংশন কঠিন বিবেচনা করিলে, অগ্রে তাহা বন্ধন করিতে হয়। ক্ষত স্থানের উপরে তাগা বন্ধন করিবার নিয়ম এবং দংশনের সময় বিবেচনা

কারণ তাগা বন্ধনের দূরত্বের তারতম্য করিতে হয়। দংশন সময় অধিক হইলে, তাগা সেই বিবেচনায় দূরে বন্ধন করিতে হইবে। একখানি শক্ত কাপড় উত্তমরূপে পাক দিয়া এমন ভাবে বন্ধন করিতে হইবে যে, রক্ত সেই স্থানের উপরে উঠিতে না পারে। রক্তের গতি বন্ধ করিতে না পারিলে তাগা বন্ধন বিফল হইয়া যায়, অতএব অতি সাবধানে এই সকল বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া, অতি কঠিনভাবে তাগা বন্ধন করিতে হইবে। তাগা বন্ধনকালে, নিম্নলিখিত মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতে হইবে।

"তাগা তাগা ঈশ্বর মহাদেবের নাগা।
তাগা বেঁধে গেলাম চলে সাত সমুদ্রের পার ॥
সাত সমুদ্রের পানি শুকায়।
তবু না অঙ্গের তাগা লুকায় ॥
অঙ্গের তাগা শিরের শির্ ॥
হেট মস্তকে বাঁধলাম কালকূট সাপের বিষ্ ॥"

তাগা বন্ধন শেষ হইলে পরে, রোগীকে উপবেশন করাইয়া ঝাড়িতে হইবে। রোগী যদি বিষের বেগে স্বয়ং উপবেশন করিতে না পারে, তাহা হইলে একজন তাহাকে ধরিয়া বসিয়া থাকিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ ঊর্দ্ধদিক হইতে নিম্নদিকে অর্থাৎ যে স্থানে দংশন, তাহার উপরিভাগ হইতে বাম হস্তের তালু দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া দংশস্থান দলিয়া আনিতে হইবে।

"গঙ্গা বলে দুর্গা তুমি বড় লোভু।
বিষ্ খাইয়া মরেছেন ঘরের প্রভু ॥
কাঁদেন গঙ্গা কাঁদেন দুর্গা কাঁদেন বিষহরি রায় ॥
সাপের বিষ্ কি ঝাড়েন,
[সমুককার] গঙ্গের অষ্টাঙ্গের বিষ শুদিলে নাই ॥

নাই বিষ্ [অমুকের] গায়।
ক্ষার আছে দেবি মনসার পায়ে ॥"

প্রকারান্তর।

"কেথায় কাটা শিয়ো ঝাড়ে।
ঝাড় সাপ বিষে লাগিলাম পাক ॥
যাহা বিষ্ উঠা না ॥
দুর্গা বলে এই বিষ্ গোয় ॥
হাড়ের হয়েছিল কাঁচা।
কাটো তোর পাঁচি ॥
বাঁহাত গলিল বিষ্ হাতে করি তোলে।
বলেন ও মা, মনসা হাতে ধরে ঝাঁটা ॥
(অমুকের) অঙ্গের বিষ্ পৌঁচালেই যাবি ॥
নেই বিষ্ (অমুকের) গায়।
দোব মনসার আজ্ঞে ॥"

এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঝাড়িবে, নিশ্চয়ই বিষ আপনা হইতে নামিয়া আসিবে। ঝাড়নখানি বাম হস্তে লইয়া দংশন স্থানের উপর হইতে নামিয়া শেষ স্থান পর্য্যন্ত বারম্বার আনিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে রোগীকে বলিতে হইবে "নাই" এবং রোগী মধ্যে বিষ্ শরীরে আছে কি না পরখাযী তাহা দেখিবে।

"শ্বেত সিমূলের গাছটী আগা তার বঙ্ক।
তাহাতে বসিয়া আছেন ধুক্কুড়িয়া কান্ত॥
ধুক্কুড়িয়া কান্ত চায় ত্রিলোচনে।
(অমুকের) অঙ্গের বিষ্ মারগ পোঁচনে॥
ধিনি যা ধিনি যা এবল ঝাড়ি।
কোথাগেলে পাই মা চণ্ডির ভাঁড়ারী॥
চণ্ডীর ভাঁড়ারী তোকে বলি মা।
(অমুকের) অঙ্গের কালকুটী বিষ্ কোড়ে নিয়ে খা।
আগু যায় গুরুজন পেছু যায় শিব।
নেই বিষ্ (অমুকের) গায়।
দেবি মনসার আজ্ঞা॥"

এই মন্ত্র কেবল মাত্র তিনবার পাঠ করিয়া সর্পদংশিত ব্যক্তির গায়ে হাত বুলাইলে নিশ্চয়ই বিষ্ নষ্ট হয়। যে রোগী একেবারে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে, এই মন্ত্র বলে তাহাকেও চৈতন্য লাভ করিতে দেখা গিয়াছে।

অন্য প্রকার বিষ ঝাড়া।

সর্প দংশন সংবাদ পাইবা মাত্র, নিজে মন্ত্রবলে সাবধান হইয়া রোগীর নিকট উপস্থিত হইবে, এবং সর্ব্বাগ্রে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম করিবে। এই মন্ত্র পাঠ করিলে দেব, দেবী ও গুরুর কৃপা এবং ওঝার প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকর্শিত হয়। এমৎ স্থলে সর্ব্বাগ্রে উক্তমন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম করিলে, ওঝার আর কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না।

"আইলেন স্বরসতী, নির্ম্মল বরণে।
রক্তে দেবীস্থতাকুণ্ডল করণে॥
ধরণে মুক্তা গজমতী হার।
দাও মা বিদ্যা ভার সেওয়ার॥
এস মা সরস্বতী জিহ্বার আগে।
পারসন্ বিদ্যা স্মরণ কর॥
গুরুর চরণে কোটী কোটী দণ্ডবৎ॥"

প্রণাম করিয়া পরে রোগীর ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, তাহা, সাংঘাতিক কি না। যদি তাদৃশ সাংঘাতিক বলিয়া বিবেচনা না হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্ববৎ ঝাড়িতে হইবে।

এলে থেটে কেউটে।
আর বিষ্ নেউটে॥
তুই খেলি ঘা মুই পুচ্ছু তা।
তোয় জাড়ে বিষ্ নাই মোর নাথির ঘা॥
নেই বিষ্ (অমুকের) পায়।
কার আজ্ঞা দেবী মনসার আজ্ঞে॥

আর যদি দংশন সাংঘাতিক বলিয়া অনুভব হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত মন্ত্র সপ্তবার পাঠ করিয়া ঝাড়িতে হইবে।

"কি কর কি কর দুর্গা হেমন্তরি ঝি।
সাজি করে আনিলাম নিম্ বিষ্ কল্লো কি॥
কি বল কি বল জটীয়া ডাগর মাগর উন্মত্ত পাগল।
হংস বাহনে বিষ্ খেয়ে গেল সকল॥

এহি মেরা বাৎ সমুদ্দাকে চলা যাও।
ছোটকা জলদি ফতেমা মারিকা কও॥
টুট যা বিষ্ গির যা বিষ্ উড় যা বিষ্ তুই।
কিরা লাগে ফতেমা কা এহি জমান সোই॥

অন্য প্রকার।

নিম্নলিখিত মন্ত্র সাতবার পাঠ করিয়া ঝাড়িতে হয়। সুরে জগত বশীভূত হইয়া থাকে, এজন্য মন্ত্র গুলি সুর করিয়া এমন ভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে যে, রোগী স্বীয় আসন্ন বিপদের বিষয় বিস্মৃত হইয়া ওঝার মন্ত্রের প্রতিই চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। এ মন্ত্রের ঝাড়ন প্রণালী সাধারণরূপ। ক্ষত স্থানের উপরিভাগ হইতে হস্ততল দ্বারা ডলিয়া আসিতে হয়। বিষ্-ঝাড়নের ইহাই সাধারণ নিয়ম। যে স্থানে আমরা সাধারণ নিয়ম বলিয়া উল্লেখ করিব, সে স্থানে বুঝিতে হইবে যে, মন্ত্র উচ্চারণের সহিত এক এক বার ক্ষত স্থানের উপর হইতে হস্ততল দ্বারা ডলিয়া ক্ষতস্থানের নীচে আনিতে হইবে এবং প্রত্যেক মন্ত্রপাঠ শেষ হইলে ক্ষত স্থানে একটী ফুৎকার প্রদান করিতে হইবে। আমরা সাধারণ নিয়ম বলিলেই পাঠকগণ ইহাই বুঝিবেন সতুবা প্রত্যেক মন্ত্রের একরূপ প্রক্রিয়া লিখিতে গেলে, অনর্থক পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি এবং এক কথা বারম্বার উল্লেখ করিয়া কেবল পাঠকগণকে বিরক্ত করা হয়।

মথন মথন বিষ্ সাত সমুদ্রের জলে।
তোর তেজে নীলকণ্ঠ পড়ে ছিল ঢোলে॥
পাতাল ফুঁড়ে সেধিঁয়ে পড়ে রক্ত করে জল।
ভঙ্গাড়ার কাছে যতেক বিষ্ হয় হীন বল॥
যে তোরে গড়িল বিষ্ তার মুখে যা।

একথা শুনিয়া হাসে জয়দেব মুনি।
হাস্তে হাস্তে (অমুকের) অঙ্গের বিষ্ হলো পানি॥
নেই বিষ্ (অমুকের) গায়।
কার আজ্ঞে দেবী মনসার আজ্ঞে॥

প্রকারান্তর।

এই মন্ত্র তিনবার মাত্র পাঠ করিয়া ঝাড়িতে হয়। যদি ইহাতে সম্যক বিষ্ বিনষ্ট না হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিতে হইবে।

পুবে রজনী পশ্চিমে রাত।
বিষ্ খেয়ে চলেছেন শঙ্কর নাথ॥
বিষ্ খেয়ে চলেছে ঈশ্বর গোঁসাই।
দুর্গা চাউত্তি (অমুকের) অঙ্গের বিষ্ ঘা মুখে নাই।
নেই বিষ্ (অমুকের) গায়।
কার আজ্ঞে দেবী মনসার আজ্ঞে॥

গেঁটে বিষ্ ঝাড়া।

অনেক স্থানে প্রতিবাদী ওঝাগণ, একজন ওঝাকে অপদস্থ করিবার জন্য বিষ্ বন্ধ করে অর্থাৎ মন্ত্রবলে বিষ্ একস্থানে রাখিয়া দেয়। নানাবিধ মন্ত্র প্রয়োগেও বিষ্ তথা হইতে অপসারিত হয় না। ওঝাগণ এইরূপ বিষস্তম্ভনকে চলিত কথায় "গেঁটিলী" করা বলে। ওঝা যদি বিবেচনা করেন যে, বিষ্ গেঁটিলী করা হইয়াছে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া ঝাড়িলে নিশ্চয়ই তথা হইতে অপসারিত এবং সত্বর নষ্ট হইয়া যাবে।

"পর্ব্বত এলে ধোপা বুড়ীর কুড়ে।
কি বিষ রেখেছ আঁচলের মূলে॥
সাতশো রোগীর গাঁট গেঁটেলি ভেঙ্গে।
অরে বিষ্ তুই যেখানে খেলি সেই খানে মিলে॥
নেই বিষ্ (অমুকের) গায়।
কার আজ্ঞে দেবী মনসার আজ্ঞে॥"

গেঁটিলী বা বিষস্তম্ভন এবং বাণবন্ধন অর্থাৎ বাণ মারিলে, তাহার যন্ত্রণা যদি কোন প্রকারে নিবারিত না হয়, তাহা হইলে এই মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা সেই সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করা যাইতে পারে। যাঁহারা সর্ব্বদা বিষচিকিৎসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই মন্ত্রটী বিশেষ প্রকারে মনে রাখিবেন, তাহা হইলে শত্রুপক্ষের কোন চেষ্টাই কার্য্যকারী হইবে না।

"পবনের পুত্র বীর হনুমান।
করাৎ ধরিয়ে দাও টান॥
(অমুকের) অঙ্গের ভার বাণ কেটে।
চালান গাঁট হরি কেটে করমু খান খান॥
কার আজ্ঞে সিদ্ধি গুড়ি শ্রীরামের আজ্ঞে॥

প্রকারান্তরে।

এই মন্ত্র শ্রীহট্টজেলার বিষচিকিৎসকগণের নিকট হইতে সংগৃহিত হইয়াছে, ইহার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা দর্শনে বিমোহিত হইয়া বহু আয়াসে এই মন্ত্র সংগ্রহ করা গিয়াছে। পাঠকগণ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই আশাতীত ফললাভে সমর্থ হইবেন।

রোগীর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহার পৃষ্ঠে বামহস্ত স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্তে ক্ষতস্থান গোলমোহিনী পত্র দ্বারা আবৃত করতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। বিষ্ ক্ষত স্থানে আসিয়া উক্ত পত্রটী তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণবর্ণ করিয়া ফেলিবে। এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ হইলে সেই পত্রটী দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় নূতন পত্র দ্বারা ক্ষত স্থান আবৃত করিতে হইবে। এইরূপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত পত্র নষ্ট হইবে ততক্ষণ উক্তরূপ প্রক্রিয়া ও মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। যখন দেখিবে, পত্রটী নষ্ট হইল না, তখন বুঝিতে হইবে, রোগীর শরীরে আর বিষ্ নাই। যদি দর্শকগণ বিষদর্শন করিতে বাসনা করেন তাহা হইলে একটী নূতন কাঁচা মৃৎপাত্র শর্ষপ তৈল দ্বারা পূর্ণ করতঃ তন্মধ্যে ঐ পত্রগুলি নিক্ষেপ করিয়া একটী কঞ্চি দ্বারা বারম্বার আলোড়ন করিয়া পরিশেষে ঐ তৈল হইতে পাতাগুলি অতি সতর্কতার সহিত এমন ভাবে তুলিয়া লইতে হইবে যে, তাহাতে তৈলের অংশ না থাকে। এইরূপ করিয়া পাতা গুলি তুলিয়া ফেলিয়া দিলে, তৈলের উপরিভাগে বিষ্ প্রত্যক্ষে দেখা যাইবে।

"সয়তান টুট্‌কে গিরিয়া না ডরি।
তেরি ইজ্জত বল্লাক জাহান্নমকে উতরি॥
(অমুক) কা দেল দরিয়া কো বিষ্।
ফতেমা হুকুম সে বলিয়া দিশ দিশ॥
যেই সা বিষ্ তেইসা করম।
পীর পড়েগা উত্তরি ধরম॥
নাই কা বেটী মাই কা বেটা।
বিষ্ মারণেকো ওঝা টোটা॥
যাও চালা যাও বিষ্ আপন ধরমে।
নাহি ছোটনে সে পিরকা শরমে॥"

এহি মেরা বাৎ সমুজাকে চলা যাও।
ছোটকা জলদি ফতেমা গারিকা কও॥
টুট যা বিষ্ গির যা বিষ্ উড় যা বিষ্ তুই।
কিরা লাগে ফতেমা কা এহি জমান সোই॥

অন্য প্রকার।

নিম্নলিখিত মন্ত্র সাতবার পাঠ করিয়া ঝাড়িতে হয়। সুরে জগত বশীভূত হইয়া থাকে, এজন্য মন্ত্র গুলি সুর করিয়া এমন ভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে যে, রোগী স্বীয় আসন্ন বিপদের বিষয় বিস্মৃত হইয়া ওঝার মন্ত্রের প্রতিই চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। এ মন্ত্রের ঝাড়ন প্রণালী সাধারণরূপ। ক্ষত স্থানের উপরিভাগ হইতে হস্ততল দ্বারা ডলিয়া আসিতে হয়। বিষ্-ঝাড়নের ইহাই সাধারণ নিয়ম। যে স্থানে আমরা সাধারণ নিয়ম বলিয়া উল্লেখ করিব, সে স্থানে বুঝিতে হইবে যে, মন্ত্র উচ্চারণের সহিত এক এক বার ক্ষত স্থানের উপর হইতে হস্ততল দ্বারা ডলিয়া ক্ষতস্থানের নীচে আনিতে হইবে এবং প্রত্যেক মন্ত্রপাঠ শেষ হইলে ক্ষত স্থানে একটী ফুৎকার প্রদান করিতে হইবে। আমরা সাধারণ নিয়ম বলিলেই পাঠকগণ ইহাই বুঝিবেন নতুবা প্রত্যেক মন্ত্রের একরূপ প্রকরণ লিখিতে গেলে, অনর্থক পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি এবং এক কথা বারম্বার উল্লেখ করিয়া কেবল পাঠকগণকে বিরক্ত করা হয়।

মথন মথন বিষ্ সাত সমুদ্রের জলে।
তোর তেজে নীলকণ্ঠ পড়ে ছিল ঢোলে॥
পাতাল ফুঁড়ে সেধিঁয়ে পড়ে রক্ত করে জল।
ভঙ্গাড়ার কাছে যতেক বিষ্ হয় হীন বল॥
যে তোরে গড়িল বিষ্ তার মুখে যা।

নাতিনা পাতিনা ভেকা ছেঝাধরি খা।
মাথা ছেড়ে গা ছেড়ে উড়ে বিষ্ যা॥
হাড়ির ঝি চণ্ডির আজ্ঞে ফিরে ঘরে যা।
শিব যায় কোচনে ঝাপানে উঠে রা।
সাপের মাথায় মাণিক জ্বলে উজল সর্ব্ব গা॥
দোকড়া ভাঙ্গড়া শিবে হিরা হিরা থোবা।
নিয়ে যায় মানুষ বিষ্ তেরা মরা জিবা॥
মাতার বিষের জোড় নাহি রয় আর।
চণ্ডি চণ্ডির আজ্ঞা ভায় ভার যার॥
যা বিষ্ নেই বিষ্ তোর বিষ্ না।
বিষ হরির আজ্ঞা লাগে যা বিষ্ যা॥

অন্য প্রকার ঝাড়ন।

নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্র চট্টগ্রাম ও তন্নিকটবর্ত্তীস্থান বাসী মালবৈদ্যগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করা গিয়াছে। ইহার ক্ষমতা পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন। মন্ত্রগুলি ক্ষুদ্র বিবেচনায় কেহ ইহা পরীক্ষা করিতে ত্রুটী করিবেন না। বৃহৎ মন্ত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র মন্ত্রই সমধিক ফলপ্রদ।

"শিব মন্ত্রের মাঠে বসে আছেন মা মনসা।
মনসা মালা হাজন জানসা॥
বিষ্ লালে মুখাড়ে।
সোম শুক্র নদীর পাড়ে॥
মুখে বল হরি হরি।

বিষ নিয়ে গেল বিষহরি।
নাই বিষ বিষহরির আজ্ঞে।

ইহার ঝাড়ন প্রণালী সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত।

গরুড় গরুড় পক্ষিরাজ।
মন মাণিকে পল বাজ॥
যখন গরুড় ঝোকে।
তিন কোনা পৃথিবীর বিষ খড়ালে কাঁপে।
কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বিষ হয়ে যায় দড়।
গরুড় স্মরণে বিষ ঘা মুখে মর॥

ইহার ঝাড়ন প্রণালী সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত।

এইমন্ত্র তিনবার মনে মনে উচ্চারণ করিয়া ঝাড়িবে এবং রোগীকে কচু পাতে শয়ন করাইয়া তিনবার এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সাধারণ নিয়মানুসারে ঝাড়িতে হইবে।

প্রকারান্তর।

হরি হরি বল রে ভাই হরি কর সার।
হরির স্মরণে (অমুকের) অঙ্গে কালকুটার বিষ নাই আর।
যদি বিষ থাকে।
ত হরির দোহাই লাগে।

এই মন্ত্র তিনবার সাধারণ নিয়মানুসারে ঝাড়িয়া একটী শূন্য নূতন কলস বাসিজলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে একটী আম্রশাখা দিয়া পুনরায় সেই আম্রশাখা উক্তমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিনবার ফুৎকার ও তিনবার ঝাড়িয়া সেই জলে রোগীকে স্নান করাইয়া দিবে। তাহা হইলে কদ্দিড় ও ধোড়া সর্প ভিন্ন অন্য কোন সর্প এমন কি, কি প্রথর বিষধর কেউটীয়াও যদি

দংশন করে তাহা হইলেও আরোগ্যলাভ করিবে সন্দেহ নাই। এ সকল মন্ত্র প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এবং অগ্রে পরীক্ষা করিয়া পরে সংগ্রহ ও প্রকাশ করা হইয়াছে।

অন্য প্রকার।

নিম্নলিখিত মন্ত্রটী সামান্য হইলেও ইহার গুণ অসাধরণ। ওঝা সর্প-দংশন বার্ত্তা জ্ঞাত হইবা মাত্র, অবিলম্বে আত্মসার করিয়া রোগীর সমীপে উপস্থিত হইবেন এবং ক্ষতস্থানে মন্ত্রপাঠ করিয়া একটী চপেটাঘাত করিবেন। পরে যথাবিধি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিষ ঝাড়িবেন।

দেবী যাচ্চেন তবড়ে।
বিষ মারলাম নবড়ে॥
দেবীর গলার ফুলের মালা।
বর যা বর বিষ উলিয়া পালা॥

অন্য প্রকার ঝাড়ান।

যখন বিষ্ণু জন্ম নিলেন দৈবকীর উদরে।
শিশুকালে করেন খেলা যশোদার কোলে॥
কাল কাল কৃষ্ণ কাল চাঁচর মাথার কেশ।
হাসিতে খেলিতে কৃষ্ণ গেলেন কালিদহের কূলে॥
কালিদহের কূলে গিয়ে বাঁশিতে দিলেন সান।
ষোলশগোপিনী এসে ধরিল যোগান॥
হাতের মোহন বাঁশী কদম গাছে থুয়ে।
কালিদহে দিলেন ঝাপ গোবিন্দ স্মরিয়ে॥
উড়িল গরুড় বীর করি হান হান।
উনকোটী সাপের সব উড়েগেল প্রাণ॥

নামরে কালকূটের বিষ্ সমেত পাতাল।
তোর হুহুঙ্কার কচ্চে ঠাকুর মদন গোপাল ॥
যাও বিষ্ নেই বিষ্ মহাবীরের হুঙ্কার।

এইমন্ত্র ঝাড়নের পক্ষে বড় উপকারী। ইহার ঝাড়ন প্রনালী সাধারণ নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। কেবল রোগীকে দণ্ডায়মান করিয়া ঝাড়িতে হয়। রোগী যদি স্বয়ং দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে দুই জন লোক রোগীর উভয় বাহু ধরিয়া দণ্ডায়মান করিয়া রাখিবে, ওঝা ঝাড়িবেন। বিষ্ নষ্ট হইলে পরে রোগীকে উপবেশন করিয়া শীতল জলে স্নান ও স্নিগ্ধ দ্রব্য আহার করিতে দিয়া রোগীকে যদচ্ছা শয়ন ও নিদ্রা যাইতে কহিবেন।

প্রকারান্তর।

নেতু ধোপানি কাপড় কাচে মন পবনের ক্ষারে।
বেটী, মরা ছেলে জেন্ত করে ছেলে মারে ॥
খানিক আছাড়ে খানিক পাছাড়ে খানিক দেয় শিলা ॥
চলয়ে পুতো ঘরে যাই হল নির্ব্বিষ ॥
নেতু ধোবানির গিরি মটী।
খিচ দিয়ে পখালে ধুতি ॥
শাখা নড়ে পাকা নাড়ে।
নির্ঝরে বিষ্ মরে ॥
নেই বিষ্ বিষহরির আজ্ঞে ॥

নেতু ধোপানী, সর্প মন্ত্রে অত্যন্ত জ্ঞানবতী ছিল। ইহার মন্ত্র অত্যন্ত ফলপ্রদ এবং ওঝাগণের নিকট অত্যন্ত আদরের বস্তু। আমরা অনেক ওঝাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি যে, নেতু ধোপানির মন্ত্রে তাহারা সমধিক ফললাভ করিয়া থাকে। নেতু ধোপানির সম্বন্ধে একটী প্রবাদ ও

এস্থলে বিবৃত হইতেছে। নেতু ধোপানীর একটী পুত্র সন্তান ছিল, পুত্রটী অত্যন্ত দুষ্ট সে তাহাকে কাপড় কাচিতে দিত না, সর্ব্বদাই বিরক্ত করিত। নেতু সময় সময় ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ প্রয়োগে পুত্রকে অচৈতন্য করিত এবং কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া মন্ত্র বলে পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিত। ইহা অনেকে অবিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু মন্ত্র সম্বন্ধে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। যাঁহারা প্রত্যক্ষ মন্ত্রের অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য পরম্পরা সচক্ষে দেখিয়াছেন। তাহারা কোন ক্রমেই মন্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না।

প্রকারান্তর।

(অগ্নিঝাড়ন।)

সর্পদংশনের অনেক পরে যদি ওঝা সংবাদ পায়, অর্থাৎ রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ কালি হইয়া গিয়াছে মুখ দিয়া গাঁজলা উঠিতেছে ক্ষণে ক্ষণে প্রলাপ উচ্চারণ করিবে, এমন সময় যদি ওঝা সংবাদ পায় এবং রোগীর এই সমস্ত লক্ষণ দর্শন করেন, তাহা হইলে অন্য প্রকার মন্ত্রে রোগীকে না ঝাড়িয়া নিম্ন লিখিত মন্ত্রে ঝাড়িলে ফললাভে সমর্থ হইবেন। একখানি মাইজ্ কলার পাতায় রোগীকে শয়ন করাইতে হইবে। সাতটী সলিতায় ঘৃত মাখাইয়া, রোগীর মস্তক, দুই বাহু, দুই পদ ও দুই পার্শ্বে জ্বালিয়া দিতে হইবে। মস্তকের নিকট একটীপূর্ণ কুম্ভ অর্থাৎ নূতন কলস জলপূর্ণ করিয়া তাহার উপরিভাগে একটী সপ্তদল আম্রশাখা অর্থাৎ সাতটী পত্রবিশিষ্ট স্থাপন পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত মন্ত্র দ্বারা সাধারণ নিয়মে ঝাড়িতে হইবে। যদি সেই দংশনেই তাহার মৃত্যু হয়, তথাপি সে কিয়ৎ কালের জন্য ও সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারিবে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এই প্রক্রিয়া অন্তিম কালের জন্য। রোগীর এরূপ অবস্থা না ঘটিলে, কদাচ এ প্রণালী অবলম্বন করিবে না। ইহা যেন বিশেষ স্মরণ থাকে।

"কেলৈ কেলে বিষম কেলে দিলে ভরা গা।
মার মার শব্দ করে ব্রহ্মা ছাড়িলেন রা॥
কে মারিল কে গুণিল আদলোকের শায়।
অগ্নিতে পুড়ায়ে মারি কালকূটীর বিষ॥
ব্রহ্ম জালে পুড়ে মল কাল কুটের বিষ।
ধবল ঘোড়ায় চড়ি দেবি চাহেন চারি দিক॥
ষোল খানা পা মোর ন্যাড়ের খড়।
ষোড়ঙ্গার খড় এনে ইন্দ্র জালে।
বিষ্ তখন দেখে শুনে পাক পাড়ে॥
দেখা বিষ্ লাগলে পুয়ো।
যেখানে পুজে উঁয়ো পুরো॥
উঁয়ে পুরো নাম শুনে।
সকল বিষ্ তরাস গণে॥
যতেক বিষ্ মরে ভেবে।
নাই বিষ্ বিষ হরির আজ্ঞে॥
কার আজ্ঞে পুয়োর আজ্ঞে॥"

প্রকারান্তর।

"দক্ষিণে করে ধরে পুষ্প শিশু মেরেছেন টান।
আলেক লতা এলেন কালী যোজন প্রমাণ॥
ভয়ঙ্কর আছেন কৃষ্ণ অকুল বিষের জ্বালায়।
শিশুগণ পড়ে কাঁদে বেড়ে কদম তলায়॥

কাহার এলায় মাথার চুল কটীর খোলে দড়ি।
যশোদা জানাতে জান নন্দ ঘোষের বাড়ী॥
হরিবোল হরিবোল গোয়া-মাচন পোচন করি।
গোপ গোপিনী যতেক ছিল এল সারি সারি॥
উতরায় হয়ে যশোদা বেঁধে মাথার চুল।
খুৎ পুৎ করে জান কালিদহের কূল॥
কালি কি মরিব, কহলে তুড়িব,
মরিব গরল খেয়ে।
ও মোর কালিয়া, মাহাকে লইয়া,
যাইব চলিয়ে ছরিয়ে॥
এখনি আসিবে কৃষ্ণ প্রভু নারায়ণ॥
দোঁহাইকৃষ্ণ শিবের বিষ ফিরে যারে ঘাট।
আস্তে হাড়ে রক্ত হতে ভস্ম হয়ে যা॥

অন্য প্রকার।

"ছটনেঙ্গুড়ে সাপা মাথায় চাঁপার ফুল।
জানিরে সাপা তোর জাতিয়ের কুল॥
এক চোকে চাও তুমি আর চোক অন্ধ।
বিপরীতে গরুড়ের প্রতিবাদ কন্ধ॥
হাতে শোভে তাড় বালা পায়ে শোভে মোজা।
ভাল গুরু সেজেছ হে সোণার রোজা।
সোণার রোজা নয় পাত সোণা তার গায়॥

ছয়কোটী ছয় বাণ সমাজের চায়।
শোন ভাই শোন গদ্দি শোন ভাই এ তিন কোরাণ।
ধড়ের মধ্যে আছে পঞ্চপ্রাণ সে হিন্দু কি মুসলমান॥
জেস্তে অগ্নি, আর পাণি।
ভাল গুরু সেজেছ নাম সে বাখানি।
জয় দিয়ে পূজি মা গো জয় বিষহরি।
(অমুকের) অঙ্গের বিষ্ চ পাড়িতে মারি।
সাপা তোরে ভাল জানি।
উড়'ল কালকূটের বিষ্ হয়ে গেল পাণি॥

এই মন্ত্র সপ্তবার স্মরণ করিয়া পাঠ করিতে হইবে এবং রোগীর ক্ষত স্থানে নিম্ন লিখিত মন্ত্র দ্বারা চুণ পড়িয়া লাগাইয়া দিবে। চুণ বিষের পক্ষে বড়ই উপকারী। এই মন্ত্রপূত চুণ উষ্ণ তাপে ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিষ্ ক্ষত স্থান হইতে নষ্ট না হইবে, সে পর্য্যন্ত রোগী চুণের যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিবে না; পরে যে মুহূর্ত্তে বিষ্ নষ্ট হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই রোগী ক্ষত স্থানে চুণ সংযুক্ত হওয়ার জন্য অত্যন্ত যাতনা অনুভব করিবে।

চুণপড়া।

চুণ চুণ জগতে জানি।
আমার এই চুণ পড়ায় বিষ্ হল পাণি॥
হাড়ের ঘর মাসের কুঁড়ে।
আমার এই চুণ পড়ার বিষ্ মল পুড়ে॥

প্রকারান্তর চুণ পড়া।

"হর বিষ্ মর বিষ্।
চুণ পড়ায় নির্ব্বিষ॥"

এই ক্ষুদ্র মন্ত্রটীকে কেহ উপেক্ষা করিবেন না। মন্ত্রটী ক্ষুদ্র হইলেও উপকারিতায় ক্ষুদ্র নহে, ইহা যেন পাঠকগণের স্মরণ থাকে।

প্রকারান্তর ঝাড়ন।

এই মন্ত্রটী পশ্চিম দেশ হইতে প্রাপ্ত। আমার গুরু বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা ইহা হইতে আশাতীত ফল লাভ করিয়াছেন। কথিত আছে লক্ষে-শ্বরকে (লখিন্দর) এই মন্ত্র দ্বারা সর্পবিষ হইতে আরোগ্য করা হইয়াছিল। যে মন্ত্র দ্বারা পঞ্চব্যাপী সর্পাঘাতে মৃতদেহ বিষমুক্ত হইয়া জীবিত হইল, তাহার গুণ যে অতুলনীয় তাহা কে অবিশ্বাস করিবে? পাঠকগণ এই মন্ত্রটী অতি গোপন ভাবে পড়িবেন।

"হাড়ে মাংসে রক্ত বিষ্ হাড়ে কর বাসা।
খেদাড়িয়া দেহ বিষ্ বলেন মনসা॥
বিষের বিষম ডাক দিল নর্ত্ত শিখী।
ময়ূর স্মরণে বিষ্ নামে ধিকি ধিকি॥
নেই বিষ্ বিষহরির আজ্ঞে।"

ইহার ঝাড়ন প্রণালী সাধারণ প্রণালীর ন্যায়, কেবল রোগীকে কাঁচ-কলা পত্রের উপর শয়ন করাইয়া ঝাড়িতে হয় এবং রোগীর নিকট একটী অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া সেই প্রজ্জলিত অগ্নি শিখায় বারম্বার ধুনা নিক্ষেপ করিতে হয় মাত্র।

প্রকারান্তর।

"উঠিল ক্ষীর মথনের ভরে।
তেত্রিশ কোটী দেবতা পালান ডরে॥
গঙ্গা কাঁদে বিষহা কাঁদে কাঁদে বিষহরি মাই।
বাপের বিষ্ পদ্ম ঝাড়ে।
ওরে বিষ্ তুই কোথা নাড়ে॥
পদ্মবনে পদ্ম নালী।
তাহে বসিল পুয়ো বালি॥
পুয়োবালি আজান জান।
ছত্রিশ বিষ্ দিলেন টান॥
তা খেলেন কালী।
মাই বিষ্ আজ্ঞায় পুয়োবালি॥
নব নাল বত্রিশ কোটা।
তাতে উপজিল বিষ্ বিষের পৈটা॥
শুনিয়ে পক্ষীরাজ করেন হান হান।
নামরে বিষ্ তুই জগতের বান॥
উপজিল পাকা পাকি জলে আর স্থলে।
এ পাকা তায় নিয়ে গেল এ মহিমণ্ডলে॥
পাকা বলে পাকি মোর বন না কর নট।
উজন ছাড়িয়ে বিষ্ নাম এসে ভাট॥
হর গৌরী সম্বল।
রক্ত বহিল তাই সে রক্ত অম্বল॥
হাড়ে বহিল হরি শঙ্কর।

এ তিন ছাড়িয়া বিষ্ খা মুখে ধর ॥
সেঙ্গ সেৰ্জ্জন নির্জ্জন পায় ।
বিষ্ নাই গৈঁস ই ক ন পার গায ॥
ক্ষেমন্তে খেদ নাই ।
ভাব্তে বিষ্ চিন্তিক নাই ॥
কার আজ্ঞে পুনার আজ্ঞে ।
এইটুকু বলিয়া হুংকার দিবে, তৎপরে পুনর্ব্বার বলিতে হইবে ।
জলে ভেসে তুতুর যায় ।
কোলে বসে নিলু চায় ॥
তুতুর বিষ্ তের তুতুর বাই ।
তুতুর ক নড়ে বিস্ খা মুখে নাই ॥
থর সতী গৌরীর বাণ ।
পাইলে শঙ্কর তোমা দিলাস ॥
সেকো সোনা সিন্দুর কোলে ।
কোলে চ ইতে দিচ্ছে কোলে ॥
ভাঙ্গল তোমার আখের ঘুম ।
গেলরে বিষের সকল ধুম ॥
আয় বিষ নাগে।
ধর্ম্মের আজ্ঞা ব্রহ্মাস্তব ছেপে মারলাম জালে ॥
জাল ভঙ্গ মোড়ানে পাও ।
তো বিষ্ কাড়িয়ে মারণ দাও ॥
উলে দিতে উলে নাই ।
চায় চায় তুলসীর নাই ॥
ছুতে না পার মতি ।

যায় যথা মনসা সতী।
আতর নদী পুকুরটী গোড়া পাষাণ নালে॥
ধুড়ি দিয়া নালে উলোবিষ্ ভাড়ার বিষ্ ছেপে মাল্লাম জালে।
কালপাশিতে উপজিল বিষ্ রহিল কদমতলে॥
তিন পলকে নাচে দেবী উবু নেতে থায় আনে।
যত বিষ্ ছিল (অমুকের) অঙ্গের সব বিষ্ টানে॥
আকুল দেবের মকুল কেশ ঝিয়ের মাথায় হাত।
ঝিয়ে ধরে বাপের বেশ বাপের মাথায় হাত॥
উঠে দাঁড়া ওরে শঙ্কর নাথ আদ কৈতে নাই বিষ্।
তাদ কৈতে বিষ্ জালে ছেপে মারন বিষ্॥
নেই বিষ্ বিষহরির আজ্ঞে।

এই টুকু পাঠ করিয়া এবং পূর্ব্ববৎ সাধারণ নিয়মানুসারে ঝাড়িয়া একটী ফুৎকার দিবে, তৎপরে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিবে,—

যখন কৃষ্ণ জন্মনিলেন দৈবকী উদরে।
বসুদেব আনিয়ে থুলা গোকুল নগরে॥
হাতে বাঁশী লয়ে কৃষ্ণ যান বৃন্দাবনে।
গোপীগণ হল বশ বাঁশরী শ্রবণে॥
যখন ঠাকুর আছেন লয়ে রাখালের মেলি।
যতেক বালক সব হরি করি বুলি॥
পুষ্পজল লয়ে কৃষ্ণ ঝাঁপ দিল কালিদহের জলে।
বিষ্ জল ছিল সে অমৃত জল হলে॥
সেই জলে মোর গুরু গোঁসাই স্নান করিল।
নামের স্মরণে বিষ্ ভস্ম হয়ে গেল॥

গুরু বিষ্ খায়, বিষ্ জ্বরে যায়,
বিষ্ করে সদা পান।
গুরুর বাঁধন, অনাথ ধারণ,
করি গুরু সে বন্ধন।
বল ভাই বিষ্ নাই আর।
মা মনসার স্মরণে বিষ্ যারে আপন ঘর॥
কেনরে দংশিলি, কি কাজ করিলি,
কৃষ্ণ কয় তোর কিরা।
নাম না শুনিলি, খড়ম বহিলি,
নাম লয়ে পুন ফিরা॥
যার বিষ্ যা, যা ছেড়ে যা,
(অমুকের) অঙ্গে দিস্ হানা।
নাম তুই চট, দিব্য দিই জট,
কৃষ্ণ ঠাকুরের মানা॥
কার আজ্ঞে কৃষ্ণের আজ্ঞে হরগৌরির আজ্ঞে,
নেই বিষ্ বিষহরির আজ্ঞে॥

এইরূপ তিনবার পাঠ করিতে হইবে।

অন্য প্রকার।

"দশরথের ঘরে জন্ম নিল এসে।
রাজার ছেলে স্বর্গরাজা হলো মায়া বশে॥
পাষাণী মায়ের বচনে গেলেন রাম বনে।
এক দুই করি তারে কাটিল ভুবনে॥
লঙ্কার রাবণ রাজা দশখান তার হাত।

পাতালে বাসুকী আদি নাগগণের সাত ॥
কেহ কামড়ে কেহ চাপড়ে কেহ রাখে জান।
কেহ কেহ রাবণ রাজার ঘরে বসত স্থান ॥
নাগের জ্বালায় রাবণ রাজায় কেউ না বোলে বাণি।
মারিতে রাবণ রাজায় প্রভু চক্রপাণি ॥
গরুড় বাহন হরি রাম অবতার।
নাশিতে কাল সাপে গরুড় করিল মহামার ॥
রাবণ রাজা নাগপাশে বাঁধিল লক্ষণে।
নাগপাশটা ঘুচে গেল যার নাম স্মরণে ॥
আসুকী বাসুকী আর যত সাপের রাজা।
যার চরণ পরশে মাথায় পরে মণির রাজা ॥
সেই নাম স্মরণে নাগপাশ মুক্তি হয়ে গেল।
লক্ষণ ঠাকুর পুনঃ প্রাণদানটা পেল ॥
নাম রে বিষ্ রামের দোহাই লাগে।
যার নামে তোরা বেড়াস ভয়ে গরুড় তাড়ায় ভয়ে ॥
যা চলে যা যাহার মুখে ছিলি কালকুটা।
রামের দোহাই লাগে তোরে ওরে বিষা বেটা ॥
কার আজ্ঞে প্রভু রাম চন্দ্রের আজ্ঞে গরুড়ের আজ্ঞা ॥

এই মন্ত্র বারত্রয় মাত্র পাঠ করিয়া সাধারণ প্রণালী অনুসারে ঝাড়িতে হইবে। যদি বিষ্ সম্যক নষ্ট না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনরায় সাত-বার মন্ত্র পাঠ করিয়া ঝাড়িতে হইবে। এইরূপ যথাক্রমে দ্বিগুণ ও দ্বিযোড় মাত্রায় মন্ত্র পাঠ সংখ্যা অধিক করিতে হইবে, এবং যে পর্য্যন্ত রোগী আপনা হইতে উঠিয়া না বেড়াইবে ও শরীর সচ্ছন্দ বিবেচনা না করিবে, সেই পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

প্রকারান্তর।

নিম্নলিখিত মন্ত্রে সাধারণ নিয়মানুসারে ঝাড়িতে হইবে। ইহার অন্য কোন প্রক্রিয়া নাই।

কালিদহের কূলে কৃষ্ণ গেলেন গোচারণে।
মরিল মাঠের ধেনু ভাবেন মনে মনে॥
এই না ভেবে কৃষ্ণ তখন জলে মারেন ঝাঁপ।
উনকোটী নাগের ছানা পড়ে গেল ডাক॥
পদ্মনালে ছিল কালীনাগ এল রসে রসে।
রসে রসে কামড় খায়,
সোনার তনু জ্বরে যায়;
একেত সোনার দেহ রূপের মাধুরী।
বিষেতে জ্বর জ্বর হলেন কৃষ্ণ কালী॥
আচম্বিতে কৃষ্ণ তখন স্মরিল গরুড়ে।
প্রলয় কালের ঝড় যেন বহে পাখার দাপড়ে॥
যত নাগ সব খড়ম তলে পালাল তরাশে।
যাঁর কৃপাতে প্রাণ পেলি নাগ তারই কিরা তোরে।
(অমুকের) অঙ্গের বিষ্ যা চলে যা দূরে॥
কার আজ্ঞে গরুড়ের আজ্ঞে। প্রভু কৃষ্ণের আজ্ঞে।
নেই বিষ্ বিষহরির আজ্ঞে॥

জল সার।

সর্পবিষ নিবারণে নিতান্ত অসমর্থ হইলে, অথবা রোগীর শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইলে, জলসার করিতে হয়। ইহা রোগীর শেষ অবস্থা

এইটি যেন সকলের মনে থাকে। নূতন কলস জলপূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র সাতবার পাঠ ও সাত কলসী জল রোগীকে মানকচুর পাতার উপর উপবেশন করাইয়া মস্তকে ঢালিতে হইবে।

"মথনে মোহিনী গোঁসাই ক্ষীর নদীর কূলে।
মথনে উপজিল বিষ্ হস্তি মকর ভালে॥
চার পাঁচ দেবতা গো খেয়ে বমি করে।
উপজিল মহাবিষ্ ছল ছল করে॥
কেহ কেহ পিয়ে তাহা হামাগুড়ি দিয়ে।
কেহ কেহ পালায় মাগো উঠে রড় দিয়ে॥
সেই বিষ্ গোঁসাই তুমি খেয়েছিলে ভাল।
বুক বোয়ে পড়ে তোমার গোটা গোটা লাল॥
না দিলাম ভগবতী কার্ত্তিক গণেশের কোল।
কালীয় বিষের জ্বালায় হরে নিজ বোল॥
ঢেঁকির পৃষ্ঠে সোয়ার হয়ে নারদের গমণ।
সাতালী পর্ব্বতে গিয়ে দিলা দরশন॥
কি কর কি কর মামী দুয়ারে বসিয়ে।
বিষ্ খেয়ে চুলেছেন মামা দেখনা আসিয়ে॥
আপন ভাগিনা তুমি বিপরিত মন।
সুন্দর পদ্মিনী দেখে গদ্দি কত্তি মন॥
আপনা মাথা খাই মামী কার্ত্তিকের মাথায় হাত।
বিষ্ খেয়ে চলেছেন মামা ত্রিজগতের নাথ॥
হাহাকার করি দুর্গা জান বাসর ঘরে।
রোদন করিয়া দুর্গা বিষ্ বিষা করে॥

বাসর ঘরে গিয়ে মামী আউলিল চুল।
চুল বয়ে পড়ে মামীর জাতি যুথি ফুল॥
সেই ফুল নিয়ে মামী বসিলা ধেয়ানে।
সমাচার লয়ে যাওরে পদ্মার ভবনে॥
ঢেকির পৃষ্ঠে সোয়ার হয়ে নারদের গমন।
সাতালী পর্ব্বতে গিয়ে দিলা দরশন॥
কি কর কি কর দিদি দুয়ারে বসিয়ে।
বিষ্ খেয়ে পড়েছেন মামা দেখ না আসিয়ে॥
আহা ভাল হ'ল বাবা ম'ল আদি পরিমাণ।
সদাই আমার ডান চোক্‌টা করেছিল টান॥
শুন শুন ওরে ভাই বস এই আলয়ে।
গুটিকত নাগ আমি আনি ডাক দিয়ে॥
বড় বড় নাগ এল নাগ সে বাওড়া।
যার পৃষ্ঠে জন্মেছিল নল আর খাগড়া॥
সুতসঞ্চার নাগ এল মায়ের অঙ্গুলী।
বিগদী বোড়া এল নাগ পায়ের পাশুলী॥
শঙ্খমণি সাপ এল গলায় গজমতি হার।
কাজলা বোড়া এল কাজল শোভে তার॥
লাউডুগী সাপ এল উভ করিয়ে চিতে।
পুঁয়েবোড়া এল পদ্মার আসর হইতে॥
গুটীকত সাপ নিয়ে বাপ জিয়াতে যান।
না ভাঙ্গিল আমের শাখা না ভাঙ্গিল ডাল॥

---

* জাতি ফুলের মূল ও ফুল জলে বাটন করিয়া সেবন করাইলে বিষ্ নষ্ট হইতে দেখা।

শুন শুন ওহে বাবা শিব সদাগর।
বিষের জোরে তুমি হয়েছ কাতর॥
মরে ছিলে ভাঙ্গড়ার করেছিলে ছার।
চারি পাঁচে সাতে মোরা হয়েছিলাম রাঁড়॥
শুন শুন ওরে বিষ্ আদ্যের কাহিনী।
নাগপাশ বন্ধনে বিষ্ হয়ে গেল পানি॥"

ধুলা পড়া।

হস্তে কিয়ৎ পরিমাণে ধুলা লইয়া ক্ষত স্থানের পরিমাণানুযায়ী উপরে একটী তাগা বন্ধন করিতে হইবে। তাহা হইলে বিষ্ আর তাগার উপর উঠিতে পারিবে না।

ধুলার গাড়নে বাঁধিলাম লাল বেরবীর বিষ্।
বিষকাল বিকাল হাড়েতে মাসেতে
রক্তে বন্দ কালকুটার বিষ্।
করিলাম বন্দ ডাক দিয়া মোর বিষ্॥
শিসমোড়ালে রাখিলাম কালকুটা সাপের বিষ্॥

চাপড় সার।

আদি কৃষ্ণসাপিনীশঙ্খ চক্র গদা পরমেশ্বর।
আল্লা গুরু পিয়া পেকম্বর॥
চাপড়সার বিষ্ মাই আর।
রক্ত কাঞ্চন ফুলের মালা॥
ঘরজা ঘরজা বিষ্ উলিয়ে পালা।

এই মন্ত্র এক একবার পাঠ করিতে হইবে এবং এক একটী চাপড় (চপেটাঘাত) রোগীর পৃষ্ঠে মারিতে হইবে। এইরূপ যে পর্য্যন্ত বিষ্ সম্পূর্ণরূপে শরীর হইতে নির্গত না হয়, সেই পর্য্যন্ত উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ ও চাপড় মারিতে হইবে।

গামছাসার।

নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিতে করিতে একখানি গামছা পাকদিয়া জড়াইতে হইবে। পরে এক একবার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে এবং মন্ত্র পাঠ শেষ হইলে পূর্ব্বোক্ত গামছা দ্বারা রোগীর পৃষ্ঠে প্রহার করিতে হইবে।

ওরে ওরে গামছা তোমার নাম রঘু।
বিষ্ খেয়ে হয়েছ তুমি জগতের প্রভু॥
জগতের প্রভু নওরে গামছা সার।
এক বাড়ীতে কিন্তু বিষ্ নাই আর॥

প্রকারান্তর।

নিত্য ধোবানি কাপড় কাছে মনপবনের খারে।
বেটী বনের সাপ ধরে এনে কোলের ছেলে মারে॥
মর বিষ্ উয়ো মর বিষ্ শুয়ো
মর বিষ্ শক্তিশেলে চাপড়ের ঘায়।
জিউ পুত্র ঘরে আয়॥

ইহার অন্যান্য নিয়ম পূর্ব্ববৎ কেবল মাত্র একটী প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া রোগীর নিকট ঝাঁঝরির [অর্থাৎ যাহাতে লোকে ভাজা ভাজিবার

সময় ব্যবহার করে) মধ্যে রাখিয়া দিতে হইবে। ইহা ভিন্ন অন্য বাহুল্য কিছুই নাই।

প্রকারান্তর।

"হিলি বিলি গামছা তোরে জানি।
গামছার মড়ানিতে বিষ্ হল পানি॥"

এই মন্ত্র বলিয়া গামছা খানি উল্টা পাকে জড়াইতে হইবে, এবং অগ্রভাগে একটী গিট বান্ধিয়া তদ্দ্বারা উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রহার করিবে এবং উক্ত মন্ত্র এক একবার উচ্চারণ পূর্ব্বক ক্ষত স্থানেই এক এক বার প্রহার করিবে।

জলসার প্রকারান্তর।

রোগী যদি ঢলিয়া পড়ে, চৈতন্য না থাকে বা সামান্য চৈতন্য মাত্র থাকে, প্রলাপ উচ্চারণ করে, নাকে কথা উঠে, মুখ দিয়া কৃষ্ণবর্ণ গাঁজলা উঠিতে থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য মন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অতি সত্বর জল সার করিবার আয়োজন করিবে। সাতটী নূতন কলসী আনিয়া সারি সারি তাহার উপর আম্রশাখা দিয়া রাখিয়া দিবে এবং ঐ কলসী শ্রেণীর উভয় পার্শ্বে দুইটী কলার গাছ রোপণ করিয়া দিবে, পরে ঃ—

ওঁ রায়াঙ রায়াঙ মনসার আজ্ঞা।

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ একটী রাঙচিতা গাছ তুলিয়া আনিবে। যে চিতায় লোকের গায়ে দাগ দিয়া থাকে তাহারে রাঙচিতা বলিয়া থাকে। সেই রাঙচিতা গাছটী তুলিয়া আনিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র প্রত্যেকবার উচ্চারণ করত প্রত্যেক জলকলসে ডুবাইবে পরে সেই রাঙচিতার একটী ক্ষুদ্র

মূল গ্রহণ করিয়া অতি ধারাল অস্ত্রের দ্বারা রোগীর ব্রহ্মতালু অতি অল্প মাত্র ছিদ্র করিয়া তাহাতে বসাইয়া দিবে। ব্রহ্মতালু স্থান অতি ভয়াবহ। একটু মাত্র স্থানের পার্থক্য ঘটিলে বা অধিক পরিমাণে ছিদ্র হইলে অত্যধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হইয়া রোগীকে অবসন্ন এবং এমন কি তাহাতে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইতে পারে। তজ্জন্য এই অস্ত্র পরিচালন কালে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

রোগীর মস্তকে উক্ত শিকড় প্রবেশ করাইয়া দিয়া উল্লিখিত মন্ত্র বারবার উচ্চারণ করিতে থাকিবে এবং এক এক কলসী জল রোগীর মস্তকে ঢালিবে। যদি দুই তিন কলসী জল ঢালিতে রোগী শীত বোধ করে, তাহা হইলে অপর কলসীর জল ঢালা বন্ধ করিয়া ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে চুণ, বাম তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা বাঁটিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিবে। আর যদি সাত কলসী জল ঢালিলেও রোগী শীত বোধ না করে তাহা হইলেই বুঝিবে, সাক্ষাৎ মনসা, বিষহরী বা গরুড় আসিলেও তাহার বিষ ক্ষয় করিতে পারিবেন না।

সকল কথাই বলিয়া রাখা উচিত। এই শিকড় মস্তকে দিলে রোগী আরোগ্য হইলেও তাহার মস্তক বারম্বার ঘুরিতে থাকিবে।

ঝাপান।

ঝাপান করিতে হইলে বিশেষ প্রকারে আয়ু সাধন হইতে হয় নতুবা বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ঝাঁপানকারীগণের অনেকে বিষ ভাঙ্গা সাপ লইয়া ঝাঁপান করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে ঝাঁপান ভালরূপ হয় না। সাপ সতেজ না থাকিলে ভালরূপ খেলা হয় না। এজন্য আভাঙ্গা সাপ (অর্থাৎ যে সাপের বিষদন্ত ভগ্ন করা হয় নাই, এবং যে সাপ জ্বরে নাই) নির্দ্দিষ্ট করা

উচিৎ। ঝাপানকারী উত্তমরূপে আত্মসাবধান হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া সর্পের লাঙ্গুল ধারণ করিয়া রঙ্গস্থলে আনিয়া উপস্থিত করিবে। পরে মনে মনে অনবরত এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সর্প লইয়া নানাপ্রকার ক্রীড়া করিবে। কখন মাথায়, কখন হাতে, কখন বা গলায় বাঁধিবে। কখন অপর ক্রীড়াকারীর গাত্রে নিক্ষেপ করিবে, এইরূপ নানাবিধ ক্রীড়া দর্শনে দর্শকগণ চমৎকৃত হইবেন। ঝাপান কারীকে সর্পের মুখের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, এবং মধ্যে মধ্যে তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া নিম্ন দিকে মুখ রাখিয়া অল্প পরিমাণে নাড়া দিবে। এই মন্ত্র বলে সকল প্রকার সাপের সহিত ক্রীড়া করা যাইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

"হারে হারে হরি বলরে কালিদহ কৃষ্ণ জানি—
কালিদহের কুল।
আরে এপারে ডাল ওপারে কেন মুল॥
হাড়েতে মাসেতে খেল স্তুতরায়।
কৃষ্ণের স্মরণে বিষ্ ভস্ম হয়ে যায়॥

ঝাপানের বাদিমন্ত্র।

যদি ঝাপানকারীগণকে অপদস্থ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে মাটিতে উপবেশন করিয়া বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়া তন্মধ্যে লৌহের দ্বারা একটী পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া সেই পুত্তলিকার মস্তক, দুই হস্ত এবং দুই পদের মৃত্তিকা লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটি উচ্চারণ করিয়া সেই ধুলি কিয়দংশ ঝাপানকারীদিগের দিকে অতি গোপনভাবে ফুৎকার দ্বারা উড়াইয়া দিবে এবং কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা লইয়া নিজের কটিদেশ পরিবেষ্টন করিয়া দাগ দিবে। তাহা হইলে ঝাপানকারীর মন্ত্রও ব্যর্থ হইবে। ঝাপানকারী স্বীয় কার্যে প্রতিবন্ধক দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, কোন লোকে তাহার

কার্য্যে বাধা দিয়াছে। সে তখন অবশ্যই তাহার প্রতিবিধান করিতে যত্নবনে হইবে, এজন্য উক্ত মন্ত্রপূত মৃত্তিকা দ্বারা কটিদেশ বেষ্টন করত দাগ দিলে তাহার কোন চেষ্টাই কার্য্যকর হইবে না।

"গালি কেটে কামড়ালি কামড়।
তোর বিষ্ তোর দুই গালে চাপড়॥
তোর দুই মোর বত্রিশ।
থুথু কুড়ি দিয়ে মোর বিষ্ নির্ব্বিষ্॥
সাগর মথনে হলাহল উপজিল।
চৌষট্টি মোনসা পেয়ে নাচিতে লাগিল॥
ঢুলিয়া পড়িল বিষা বিষের খেয়ালে।
উঠিতে উঠিতে উবিষ ঠিলে কপালে॥
মোনসার আদ্দাশ শুনিস তোরে বলি।
কালিন্দীর জলে তোরা নিয়ে যারে হুলি॥
মোহন বংশীধারী শ্রীহরির পায়।
লেগেছিল হক সাপা বাঁচিলা কৃপায়॥
নানা রঙ্গে বাসুকীর ছানা পানা হলো।
হলুদে কালিন্দী খোয়ে জোয়ানে বিয়াল॥
সুতসঞ্চার কান্দড় ডুমুকো বোড়া বিষ।
কেউটীয়া ঢেউটীয়া ময়াল মরিষ॥
হেলে গিরগিটে ধোড়া কানড় কানুটী।
নাগিয়া সুতার তোড়ন আর বুড়ী॥
আরে আরে বেঁচে গেল যতেক সাপুনী।
বাসুকীর চেলা আর গরুড় জননী॥

ফুস্ * গরুড় গরুড়।
সাপের মাথায় মণি হুতুর হুতুর ॥
জরৎকার মুনি ছিল মা এ মহীমণ্ডলে।
ওস্তাদ তিনি গোথার খুসি জলে ॥
গরুড় আসনে মনসা বসিলা ধেয়ানে।
গরুড় নিশ্বাসে সাপ পলায় আপনে ॥
মনসার ভাসানে ভাসান ভয় পর।
মাথা গুঁজি সাপ যত পালায় সত্বর ॥

এই মন্ত্র তিনবার মাত্র উচ্চারণ করিয়া একটু মৃত্তিকা জল দ্বারা মাখিয়া তাহাতে একটী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে সেই সদ্যনির্ম্মিত মূর্ত্তিটী কটিদেশে রক্ষা করিয়া এবং উক্ত মন্ত্র মনে মনে চিন্তা করিয়া যেমন সাপ হউক না কেন ঝাপান করিতে পারা যাইবে। আবার উক্ত মন্ত্র পাঠ করতঃ উক্ত প্রকার পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া ঝাপানকারীগণের নিকট সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ যদি পুত্তলিকার গলদেশ লৌহ শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করা যায় তাহা হইলে সর্পগণ ভীতমনে মাথা গুঁজিয়া পালায়ন করিতে থাকিবে। ঝাপানকারীগণ শত শত চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে পারিবে না। এইরূপ উভয়বিধ গুণসম্পন্ন সর্প কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

প্রকারান্তর।

"এ হিসে ঝাপান কেন বুলিরে।
যা যা চলি যা সাপা চলি যা তরশেরে ॥

---

* এই স্থানে ঝাপানকারীর নাম উল্লেখ করিতে হইবে। "ফুস" তাহার দিকে ফুৎকার দিতে হইবে।

নাই মাংই তোরা থেলুয়া বাপা রে।
এহি নাহি জানি জটার বিষরে॥
সো সাপা পাপা মগরে ধরিরে।
মেলাম মোর মা মুই মোনসাকা ছঁা।।
যাহা খুসি বাসুকী তাহা চলি যা যা॥

ইহা পশ্চিমদেশীয় মুসলমানী মন্ত্র। পশ্চিম দেশে মুসলমান ঝাপান কারীদিগের এ মন্ত্র বীজমন্ত্রস্বরূপ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সর্প লইয়া বিবিধ প্রকার ক্রীড়া করিলে সর্প কিছুই করিতে পারিবে না।

বিষ চিকিৎসা।

(দ্রব্যগুণ।)

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ সর্প মন্ত্র অনেক থাকিলেও এ ক্ষুদ্র পুস্তকে তৎসমস্ত বিবৃত করা যাইতে পারে না। ইহাতে যে কয়েকটী বিবৃত হইল, তাহাতে চেষ্টা ও একান্ত মনে মন্ত্রাদি ব্যবহার করিলেই ফললাভে সমর্থ হইবেন। আর যাহারা ইহা অপেক্ষা অধিক মন্ত্র পাইতে চাহেন, তাঁহাদিগের জন্য অন্য সুবিধা করা যাইবে। এক্ষণে দ্রব্যগুণ দ্বারা সর্পবিষ নষ্ট করিবার প্রণালী লিখিত হইতেছে। পাঠকগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা এই সমস্ত দ্রব্য পূর্ব্ব হইতে যেন প্রতি গৃহে সংগ্রহ করিয়া রাখেন। কেননা সকল সময় আবশ্যক হইলেও ঔষধাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

পানাপুঁটী।—ইহা এক প্রকার লতা। নদীর বা জলাশয়ের নিকট ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই লতা মূল সহিত তুলিয়া আনিয়া হস্তে রগড়াইয়া একটু রস বাহির করিতে হয় এবং তাহার বিন্দু প্রমাণ রস মুখমধ্যে দিয়া

অবশিষ্ট সেই দলিত লতা উভয় কর্ণেরমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গ কম্বল বা লেপ প্রভৃতি দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত করিয়া দিবে। রোগী অচৈতন্য হইলেও সে কিয়ৎকাল পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া আপনিই শর্য্যা হইতে উঠিয়া বসিবে। বস্ত্রদ্বারা শরীর আবৃত করার জন্য যে ঘর্ম্ম নির্গত হইবে, তাহার সহিত শরীরস্থ সমস্ত বিষ্ নির্গত হইয়া যাইবে।

আঁধারমাণিক।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ, পতিত জমিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেখিতে অনেকাংশে কালকসিন্দার ন্যায়। ইহার পত্র রস অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ এক ছটাক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে, রোগীর উদরস্থবিষ্ নষ্ট হইয়া যাইবে।

বেড়েলা।—ইহা সকলেই চিনেন। দংশন স্থানে লাগাইয়া দিলে যে পর্য্যন্ত বিষ্ সম্পূর্ণ নষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত লাগিয়া থাকিবে। পরে বিষ্ নষ্ট হইলে আপনা হইতে পত্রটী পতিত হইবে।

কাল কালকসিন্দা।—সিকড় সাতটী গোলমরিচের সহিত বাঁটিয়া রোগীকে সেবন করাইলে বিষ্ নষ্ট হয়।

কাঁটানটিয়া।—ইহার এমনই আশ্চর্য্য শক্তি যে একটুমাত্র মূল সর্পের সম্মুখে ধরিলে তাহার আর মাথা তুলিবার শক্তি থাকিবে না। এই কাঁটা নটিয়ার মূল সর্পদংষ্ট ব্যক্তির পক্ষে বড়ই উপকারী। ইহার মূল গোলমরিচ সাতটীর সহিত পেষণ করত পরে জলদ্বারা সরবত করিয়া উদর পূর্ণ করিয়া সেবন করিলে বিষ্ নষ্ট এবং সর্পদংশন জনিত সকল প্রকার যন্ত্রণা নিবারিত হয়।

সোহাগা।—ধাতুজ বিষ্ কোন প্রকারে উদরস্থ হইলে একরতি পরিমাণ সোহাগা সেবন করাইলে উদরস্থ সমস্ত বিষ্ নষ্ট হইয়া থাকে।

কাল কালকসিন্দা।—ইহার মূলের ছাল তুলিয়া আনিয়া গোলমরিচের সহিত পেষণ করতঃ এক এক রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। সর্পদংশন বার্ত্তা শ্রবণমাত্র রোগীর নিকট গমন করত প্রতি অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর বিনা জলে এক একটী বটিকা সেবন করাইবে। এই ঔষধ অনেকবার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে। পাঠকগণ পরীক্ষা করিলেই ফলাফল জানিতে পারিবেন।

জল পড়া।

ব্রহ্মার আরণে জুড়িলাম বান, বড় বড় বীরে না সয় টান, ধর্ম্মের বড় বান তুলে নিনু হাতে, বাইরের অধিক বাণ তারা হেন ছোটে, কোপে গিয়ে ঠেকলো বাণ কুড়মের পিঠে, একে পড়ে এক, দুইয়ে পড়ে দুই, তিন পড়ে তিন থুবি, চেরে পড়ে চতুর্ভুজ নারাণ, পাঁচে পড়ে পাঁচ ভাই পাণ্ডব, ছয়ে পড়ে গঙ্গা, সাতেপড়ে সাতকুড়ি নাগ, নয়ে পড়ে নভায়ে কণ্ড, দশে পড়ে দশবীর রাবণ, এগারয় পড়ে ভুবন, বারয় পড়ে বার লক্ষ বাউ, কোন কোন দেবতার সয়ে মোর জল পড়ার ঘা জলমধ্যে জলকুমারী, পাতাল মধ্যে পাতাল কুমারী, আসিবে আর জটার ঝি, আবাল গোবিন্দ পড়ে দোলক্ষ্য নাগ, গেরস্তে পড়ে ষষ্টি, একর মুয়ে বেও বাসন্তী, রাড়ের কালিক্যে পড়ে রাড়ের ঘরণী, ঈশ্বরের ঘরণী, গরুড় পার্ব্বতী ধাতা কাতা বিধাতা যারে যম দুত, এসব দুর নর পরে ঝোর জেড়ার নদী, মরার বাহনে পরে ইন্দি পুরন্দর, যার চা চাইতে এই ত মঙ্গল, গইলের গুমো পরে পাকুরের ডাক, মুখের অমত্ত দিয়ে করে মধুপান, পাপনার দোষে পরে বীর হনুমান, বাপ মান্দো, বীর শূলদো আছে অমুকের কন্ধে করেদে নাম, বুকে তুলে মারণ বাণ, পিঠে করে ফাল, কে আছে অমুকের অঙ্গে শীগ্গীর ছাড়। ডাইন, যোগী, পেড়েল ভূত, দড়ানা, বাওবাতাস, শীগ্গীর ছাড়, কার আজ্ঞে কমলজী শ্রীরামের আজ্ঞে শীগ্গীর ছাড়।

এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক রোগীর শরীরে তিনবার ফুৎকার দিবে এবং একটী খড়িকা লইয়া পূর্ণ একবাটি জলে নিক্ষেপ করতঃ নাড়িয়া ও উক্ত মন্ত্র

উচ্চারণ করিয়া পূর্ব্ববৎ তিনবার ফুৎকার দান করতঃ রোগীকে খাইতে দিবে।

ছাতচালা।

গৃহে সর্প আছে কি না জানিবার সহজ উপায়। প্রথমতঃ যে গৃহে রোগীকে সর্প দংশন করিয়াছে, সেই গৃহের অনুরূপ একখানি গৃহ ভূমিতে অঙ্কিত করিতে হইবে। তাহার দরজা প্রভৃতি যে যে দিকে আছে, এই অঙ্কিত গৃহেও সেই সেই দিকে দরজাদি অঙ্কিত করিবে। পরে সেই অঙ্কিত গৃহের একহস্ত দূরে ভূমিতলে বামহস্ত পাতিয়া তাহার অঙ্গুলীর মধ্যে আফুলো কালকসিন্দার শিকড় স্থাপন পূর্ব্বক হস্তচালন করিবে। হস্ত অঙ্কিত গৃহের যে স্থান পর্য্যন্ত গিয়া বন্ধ হইবে, গৃহের সেই স্থান খনন করিলে নিশ্চয়ই সর্প প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। আর গৃহে যদি সর্প না থাকে তাহা হইলে হস্ত অঙ্কিত গৃহের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইবে।

সহজে সাপধরা।

এতদ্বারা অতি সহজেই সর্প ধরিতে পারা যায়। নটীয়ার শিকড় সর্পের মস্তক বা শরীরের যে কোন স্থানে নিক্ষেপ করিতে পারিলে তাহার আর তেজ থাকে না। তখন অনায়াসে সর্পকে ধরা যাইতে পারে। মধ্যে মধ্যে ঐ শিকড় তাহার শরীরে স্পর্শ করাইলে তাহার তেজ থাকে না।

থোম্‌কা।

এই মন্ত্রবলে সাপুড়িয়াগণ সর্প ধরিয়া থাকে। গর্ত্তমধ্যে সর্প থাকিলে এবং লোকের শব্দ পাইলে তাহার অবশ্যই পলাইয়া যাইবার কথা, কিন্তু এই থোম্‌কা মন্ত্রবলে সাপ সে স্থান হইতে নড়িতে পারে না। নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া তুড়ি দিলেই সাপ নিতান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও নড়িতে পারিবে না। কিন্তু সর্প না দেখিতে পাইলে এ মন্ত্রে কোন ফল হয় না।

"থোম্‌ক থোম্‌ক সাপা থম্‌ক।
টুড়ির চোটে লাগলো থম্‌ক॥
মনসা বুলি ধর সাপ শিরে।
মা মনসার মাথার কিরে॥
সাপা যদি লড়িস আর।
বাসুকীর দিব্বি তোর॥
আজা মাজা নিটু বর।
গর্ত্ত গোদা বন্দ কর॥
তুড়ি দিয়ে বাঁধলাম সাপ।
আজ্ঞে দিলেন সাপা বাপ॥"

মুথাঘাস।—ইহার রস বিছা, বোলতা, ভিমরুল প্রভৃতির বিষের মহৌষধি।

তুলসী।—অর্দ্ধগাইট তুলসীমূল আড়াইটা গোলমরিচের সহিত সেবন করাইলে সর্প বিষ নষ্ট হয়।

নিম্ন লিখিত মন্ত্র তন্ত্র বিশেষ হইতে গৃহীত। এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া তিনটী তুড়ি দিলে সর্প আপনা হইতে চলিয়া যায়। অন্ধকার রাত্রিতে এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে এবং তুড়ি দিতে দিতে গেলে সর্প, থাকিলে আপনা হইতে সরিয়া যায়। এই মন্ত্র জানা থাকিলে পথিমধ্যে সর্প কর্ত্তৃক দংশিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

"লোকনাথ জগন্নাথ কালিন্দী কেলীকারীনং।
নাথ, হ্রীং হুং বচনাৎ প্রসন্নেন সর্ব্বা শুভং॥
পুর ত্রিতয়াতীত বিচরিতা সর্পে খনা।
নিবাসিনা মনসপুরং ক্লিং কৃষ্ণ ক্লিং কৃষ্ণ নমঃ॥"

বাধক শান্তি।

চাউল পড়া। চিনির পো চোরা জানম তোর জাতি আছিল গাছের তলে তোর জঠরে উৎপত্তি চাউল পরম লারিয়া এ চাউল লাগ গিয়া অমুকীর অঙ্গে আজ্ঞা কর শীঘ্র যা আদ্যাচণ্ডীর মাথা খা।

একমুষ্টি চাউল হস্তে লইয়া তিনবার এই মন্ত্র পড়িয়া তিনবার ফুঁ দিবে পুনরায় তিনবার পড়িয়া তিনবার ফুঁ দিবে, পরে আবার তিনবার পড়িয়া তিন বার ফুঁ দিবে, অর্থাৎ নয়বারে যথানিয়মে পড়িবে এবং নয় বার ফুঁ দিবে। পরে ঐ চাউল বাধকরোগযুক্তা স্ত্রী ভক্ষণ করিবে। এই প্রকার তিন দিবস অথবা অধিক দিনের পীড়া হইলে এক সপ্তাহ ভক্ষণ করিলেই রোগের শান্তি—হয়।

মেথিপড়া। ওঁ হ্রীঁ দুর্গে অমুকীর গর্ভ রক্ষাং কুরু স্বাহা।

গুটীকত মেথি হাতে লইয়া এই মন্ত্র প্রথোগক্ত মন্ত্রের ন্যায় নয় বার পড়িয়া নয় বার ফুঁ দিবে। পরে সেই মেথি ঋতুর প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন ভক্ষণ করিলে বাধক শান্তি হয়।

ঘৃতপড়া। হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা।

এই মন্ত্র সাত বার পড়িয়া কিঞ্চিৎ গব্য ঘৃতে সাত বার ফুঁ দিবে। পরে ঐ ঘৃত স্ত্রীকে প্রাতে স্নানান্তে খাইতে দিবে, অর্থাৎ অন্য কোন বস্তু আহারের পূর্ব্বে ঘৃত সেবন করা উচিৎ। প্রতিদিন অনুমান এক কাচ্চা ঘৃত সেবন করিতে হইবে।

মধুপড়া। হুঁ হ্রীঁ স্বাহা।

ঘৃত পড়ার বিষয়ে এই মন্ত্র দ্বারা মধু পড়িয়া সেবন করিলেও রোগ শান্তি হয়। ঘৃত ও মধু তিন দিবস সেবন করাই নিয়ম।

জলপড়া। ওঁ হ্রীং আগচ্ছ কামেশ্বরী স্বাহা।

যে দিবস ঋতু হইবে, সেই দিন একটু জল লইয়া এই মন্ত্র তিনবার পাঠ পূর্ব্বক তিনবার ফুঁ দিয়া খাইতে দিবে। এইরূপ তিন দিবস দিলেই বাধক প্রশান্ত হয়।

মরীচপড়া। ওঁ সৌঁ সঃ।

২১ টা গোলমরিচ লইয়া এই মন্ত্র এক এক বার পাঠ করিবে এবং এক এক বার ফুঁ দিবে। এইরূপ একশত আট বার মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। পরে ঐ মরিচ চিবাইয়া খাইতে দিবে। এইরূপ তিন দিবস ঐরূপ নিয়মে খাইলেই বাধক প্রশান্ত হয়।

ঋতুবেদনা শান্তি।

আদাপড়া। আদা সরবান সমুদ্রে দিয়া ঝাপ তেরশত দানব ভূতের মাথা কাটিয়া আন উত্তরের দানবভূত রাখিলাম ঝারিয়া দক্ষিণের দানব ভূত করিলাম চুর চোরার কাটম হাস্ত চুর্ণীর কাটম মুণ্ড উদয়গিরি পর্ব্বতে মহেশের স্থানে তেরশত দানবভূতের মাথা কাটিয়া আন স্থাপা স্থূপে আজোর বিজোর দরো দরো বিদরো বিদরো বাত পিত্ত কফ শূল অমুকীর অঙ্গে না কর ঘা দোঁহাই ঈশ্বর পণ্ডিতে ছারিয়া যা বায়ুষ ভূতষ আদ্যশ অনাদ্যশ ওঁ হ্রীং ক্রুং ভূতরি নাশ।

কিঞ্চিৎ আদা লইয়া এই মন্ত্র সাত বার পাঠ করিয়া সাত বার ফুঁ দিবে, পরে ঐ আদা খাইতে দিবে। এই রূপ তিন দিন যথানিয়মে খাইতে দিলে ঋতু বেদনা দূর হইয়া যায়।

দশিপড়া। হার খোদা হে খোদা বহো খোদা সিদ্ধি গাজি রক্ষা কর॥

নূতন কাপড়ের দশী অর্থাৎ ছিলা লইয়া এই মন্ত্র তিনবার পাঠ পূর্ব্বক তিনবার সেই দশীকে ফুঁ দিবে। পরে তাহা দ্বারা কন্যা স্ত্রীর কটীদেশ বন্ধন করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে ঋতু-বেদনা প্রশান্ত হয়।

কাকবন্ধ্যা প্রতিকার।

কিঞ্চিৎ অপামার্গ মূল ও কিঞ্চিৎ বৃহতীর মূল বাশি জল দিয়া বাটিয়া ঋতুর দিন হইতে তিন দিবস উদরে প্রলেপ দিবে এবং ঘৃত দিয়া খাইবে এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই সেই নারী গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করে।

জবাপুষ্প বাটিয়া কাঁচা গো দুধের সহিত ঋতুর তিন দিন সেবন করিলে কাকবন্ধ্যা নারীও গর্ভবতী হয়, কিন্তু ঐ তিন দিন উপবাস করিতে হইবে।

পলাশের বীজ, হরিদ্রা, কুন্দফুলের মূল ও বচ এই কয়েক দ্রব্য পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে আনিয়া সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক বাটিয়া খাইলে, বন্ধ্যা নারীও গর্ভবতী হইয়া থাকে।

গর্ভরক্ষা।

যদি গর্ভবতী নারীর হঠাৎ এমন অবস্থা উপস্থিত হয় যে, তাহার গর্ভপাত হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে আকলা আম্রের শিকড়, আকন্দের শিকড়, হাতিশুড়ের শিকড়, আকুলা লাউয়ের শিকড়, অপামার্গের শিকড়, অপরাজিতা কুলের শিকড় এই কয়েক দ্রব্য সমভাগে লইয়া মস্তকে বান্ধিয়া দিবে, তাহা হইলে নিশ্চয় সেই গর্ভ রক্ষা হইবে, কিন্তু এ কয়েকটী দ্রব্য দশহারার দিবসে অন্যের অসাক্ষাতে তুলিয়া রাখিতে হইবে।

পান পড়া।—ওঁ হ্রীং চঁ গর্ভ ফট স্বাহা।

একটী পানে চুণ দিয়া এই মন্ত্রটী লিখিয়া সেই পান খাওয়াইয়া তাহার স্বামী খাইবে, কিন্তু ছিবড়া ফেলিয়া দিবে। তাহা হইলেই গর্ভ রক্ষা হয়।

পান পড়া।---প্রকারান্তর।---এঘর চুয়া ওঘর চুয়া পানি ভাঙ্গিয়া গেল কড়া ভাঙ্গিল কুম্ভছ টাইল পাণি অমুকীর ছাওয়াল গুহ্য দিয়া ভূমিতে পড় জগতে জানাজানি হউক সিদ্ধি কালিকার আজ্ঞে ॥

একটী পান লইয়া এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া তিনবার ফুঁ দিবে। পরে সেই পানটী গর্ভবতী ভক্ষণ করিবে, তাহা হইলে গর্ভপাৎ না হইয়া যথা সময়ে সুখে প্রসব হয়।

পানপড়া প্রকারান্তর।---গাইট ভাঙ্গম গাইঠালি ভাঙ্গম পাইঠালি লোহার ছিকল গাইট মুইট শত সিংহাসন ভাঙ্গিয়া অমুকীর ছাওয়াল গুহ্য দিয়া বাহির হয়, জগতে জানাজানি সিদ্ধি পেয়াজের আজ্ঞা ॥

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পান খাইতে হয়।

পানপড়া প্রকারান্তর।---কথ কালা কথ কাল অন্যায় চুণ চলায়ে দারে নাছম পাণি অমুকীর ছাওয়াল গুহ্য দিয়া বাহির হয় জগতে জানাজানি হউক সিদ্ধি গোরক্ষের আজ্ঞে।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পান খাইতে হয়।

পান সুপারি চুণপড়া।--দেবা দেবীর খালগাছি, হাতে উপজিল গুয়াগাছি, আগে ধরে ভূমিতে পরে নীলবর্ণ পান রক্ত বর্ণ গুয়া শঙ্খবর্ণ চুণ গুয়ারে খাইয়া অমুকীর গেঁটের ছাওয়াল জাওক ভূম সিদ্ধি গুরু শ্রীরামের আজ্ঞে ওঁ হ্রীং ক্লীং অমুকস্য লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা।

একটী পান চুণ শুপারি দিয়া সাজিয়া এই মন্ত্র সাতবার পাঠ পূর্ব্বক সাতবার ফুঁ দিবে। পরে ঐ পান গর্ভবতী স্ত্রী ভক্ষণ করিলে আর গর্ভ পাতের ভয় থাকে না; সুখে স্বচ্ছন্দে যথাকালে প্রসব হইয়া থাকে।

পাটপড়া।--হাড়ে মাংসে রক্তে সন্দে আওলে বাওলে করিলাম বন্দি লরবি চরবি পরবিনা আমার দিব্যমান ছার-বিনা কার আজ্ঞা কলিকা চণ্ডীর আজ্ঞা হাড়ি ঝির বর এই জ্ঞান লড়ে ঈশ্বর মহাদেবের জটা খৈসে ভূমিষ্ঠ পড়।

ভাদ্র মাসে অমাবস্যা তিথিতে রাত্রি দুই প্রহরের সময় কাছা খুলিয়া পাটগাছ তুলিয়া সেই পাট রাখিতে হইবে এমন ভাবে রাখিবে, যেন এই পাট মৃত্তিকা স্পর্শ নাকরে, অর্থাৎ শূন্যে কোন স্থানে রাখিবে। পরে হঠাৎ কোন গর্ভবতীর গর্ভ নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে সেই পাট লইয়া এই মন্ত্র সাতবার পাঠ পূর্ব্বক ফুঁ দিয়া তদ্দ্বারা গর্ভবতীর কটীদেশ বন্ধন করিয়া দিবে। তাহা হইলে আর গর্ভ নষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা থাকিবে না বরং সুখে প্রসব হইবে।

পাটপড়া প্রকারান্তর।--কামনের হরিয়া ধান্ রক্ষা করি স্থির কমল বীজং আং হ্রীং হ্রীং কচ কঃ হা হা কহ কহ হন হন কচ কচ অমুকীর গর্ভ রক্ষ স্বাহা সিদ্ধি গুরু শ্রীরামের আজ্ঞা।

দশহরার দিবসে যাবৎ রোগ থাকে, সেই সময়ের মধ্যে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে কাছা খুলিয়া পাট তুলিতে হইবে, কিন্তু তুলিবার সময় অপর কেহ দেখিলে কোন ফল দর্শিবে না। পরে সেই পাট মৃত্তিকা স্পর্শ না করে, এমন ভাবে শূন্যে তুলিয়া রাখিবে। যখন কোন গর্ভবতীর গর্ভ পাৎ হইবার উপক্রম হইবে, তখন ঐ পাটের একটু লইয়া এই মন্ত্র এক বার পড়িবে এবং পাটে এক একটী গ্রন্থি দিবে। এইরূপে আটবার মন্ত্র পড়িয়া আটটী গ্রন্থি দিতে হইবে। অটটী গ্রন্থি দেওয়া শেষ হইলে পুনরায় তিনবার মন্ত্র পড়িয়া তিন বার ফুঁ দিবে। পরে সেই পাট দিয়া

গর্ভবতীর কটিদেশ বন্ধন করিয়া দিবে, অর্থাৎ যেমন ঘুনসী পরে, এইরূপ করিলে গর্ভপাত হইবার ভয় না হইয়া সুখে প্রসব হয়।

পাটপড়া প্রকারান্তর।—উত্তরে আছে লাছ কোত্তলি তাহার আছে আট কোত্তলি কি কর আট কোত্তকি কি কর বসিয়া অমুকার গেটের ছাওয়াল দশমাস দশ দিন রক্ষাকর আসিয়া সিদ্ধি গুরু শ্রীরামের আজ্ঞা।

প্রতিপদ সংযুক্ত অমাবস্যা তিথিতে সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর রাত্রির সময় বিশুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া যে স্থানে পাট গাছ আছে, তথায় যাইবে। পরে অন্য কেহ না দেখে এরূপ ভাবে কাছা খুলিয়া এক নিশ্বাসে মুল সহিত একটী পাটগাছ তুলিতে হইবে। পরে তাহা হইতে পাট বাহির করিয়া সেই পাট মৃত্তিকা স্পর্শ না করে, এমন স্থানে রাখিয়া দিবে। যখন গর্ভবতীর গর্ভ যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে, তখন সেই পাটের কিঞ্চিৎ হাতে লইয়া এই মন্ত্র পড়িবে এবং সেই তিনবার মন্ত্র পাঠে মধ্যবর্ত্তী সময়েই এক একটী করিয়া আটটী গ্রন্থি দিতে হইবে। এই প্রকারে আটটী গ্রন্থি দেওয়া শেষ হইলে গর্ভিনীর কটিতে বন্ধন করিয়া দিবে। এইরূপ করিলেই আর গর্ভ নষ্ট হইবার ভয় থাকিবে না।

পাটপড়া প্রকারান্তর।—মাঝ সমুদ্রে হুলাহুলী তাহাতে ব্রহ্মপুত্রের ক্ষেপয়া অমুকীর অতিসার বহিষ যে ছাওয়াল কান্ধে কালিকার আজ্ঞা।

পূর্ব্বকথিত নিয়মে পাট তুলিয়া সেই পাট এই মন্ত্রদ্বারা তিনবার অভি-মন্ত্রিত করিয়া গর্ভিনীর পেটে বাঁধিবে, কিন্তু ইহাতে গ্রন্থি দিতে হইবে না।

গর্ভঝাড়া।—উমার বেটা মহাদেবের চেট মুই ধরণী ধরন যে বোল বোলন সেই বোলে ঠেকা খুদ খাও ব্যস্তকোন

মোছম অমুকীর খল কোয়াবা বাও পাও দিয়া মোছম সিদ্ধি গুরু আজ্ঞা।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে জল পড়িয়া খাওয়াইলে গর্ভ পাত ভয় দূর হয়।

এই মন্ত্র পড়িবে ও নিজের বামপাদ দ্বারা গর্ভিনীর গর্ভ ঝাড়িবে। এই রূপ করিলে, কিছুকালের মধ্যেই যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া গর্ভ রক্ষা হয়।

গর্ভরক্ষার ঔষধ।

একটি টগর ফুল লইয়া তাহা কাটিলে তাহার মধ্যে যে কিঞ্চিৎ জলবৎ তরল পদার্থ বাহির হয়, সেই জল, মধুর সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে গর্ভপাতভয় না।

প্রকারান্তর।

কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ জয়ন্তীর মূল ও কিঞ্চিৎ বাসকের মূল লইয়া ছাগীদুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া গর্ভ হওয়ার প্রথম মাসাবধি আট মাস পর্য্যন্ত ক্রমাগত খাইবে। তাহা হইলে তাহার গর্ভপাত বা সন্তান নষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

গর্ভরক্ষা জলপড়া।—অমৃতকুণ্ডলি পানি জলে স্থলে বাস ধর্ম্মের ছাওয়াল পরিতে চাস দশমাস দশদিন থাক মায়ের গর্ভ যুড়িয়া মুই গিয়া আইলোম কামরূপ ফিরিয়া সিদ্ধি গুরু মহাদেবের আজ্ঞা।

পাতকুয়া বা পুষ্করিণীর কিঞ্চিৎ জল একটী পিত্তলের ঘটিতে লইয়া এই মন্ত্র তিনবার পড়িবে এবং সেই জলে ফুঁ দিবে। পরে সেই জল গর্ভবতীকে খাওয়াইলে আর গর্ভ পতন হয় না। কিন্তু গঙ্গাজল পড়িয়া দিতে নিষেধ।

জলপড়া প্রকারান্তর।—রোজ বহে ধীরে রোজ বহে নালে রোজ বহে অমুকীর গুহ্যদ্বারে মহাদেবে দিলেন বৈঠ ভাঙ্গিলে রক্ত দিলে পৈঠ, সিদ্ধি গুরু শ্রীরামের আজ্ঞা।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জল পড়িয়া খাওয়াইলে গর্ভপাত ভয় দূর হয়।

জলপড়া প্রকারান্তর।—রাউলে হর মহাদেবের বর অমুকীর পেটের পোলা চাপিয়া ধর, শ্রীরাম দিলেন ঝারি লক্ষণ দিলেন পরিয়া পানি পানি পানি রহো গিয়া অমুকীর অঙ্গে সিদ্ধি গুরু শ্রীরামের আজ্ঞে মহাদেবের বর।

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের নিয়মানুসারে জল পড়িয়া খাওয়াইতে হয়।

সূতিকার জলপড়া।—লক্ষ্মী হইলেন পরশ কোকা বলেন সীতা ছাওয়াল. চাই শূন্য ঘর পাইয়া আসিল পরম. বাই দেখে সীতার মণ্ডপে ছলে ধরিয়া তাহারে ফেলাইলেন দুর, হাত পাও ভাঙ্গিল তাহার মাথা হইল চুর, সিদ্ধি গুরুর পাও শ্রীরামের পাও।

সূতিকাগৃহে গর্ভবতীর কোনরূপ গর্ভপীড়া হইলে কূপ বা পুষ্করিণীর কিঞ্চিৎ জল একটী পিতলের বাটীতে লইয়া তিনগাছি খড় বা উলুখড় এক অঙ্গুল পরিমাণে লইয়া সেই কুটা তিনটী দিয়া জল নাড়িবে ও এই মন্ত্র পড়িবে। এইরূপ সাতবার পড়িয়া সেই প্রসূতিকে খাইতে দিবে, তাহা হইলে সকল যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়া যায়।

শীঘ্র প্রসব হওয়ার মন্ত্র।—আকাশ লড়ে পর্ব্বত টলে রাম লক্ষণ দুই লাচা শুন কি কর কোকাকুকি রক্তকুণ্ডলিৎ বসিয়া বাহির হও আসিয়া গুহা টৌল গুহ্যদ্বারে ছাড়িয়া বাহির হও আসিয়া সিদ্ধি গুরু কালিকা চণ্ডীর বরে শীঘ্র করিয়া ভুমিতে পড়।

একটী পিতলের বাটীতে কিঞ্চিৎ পুষ্করিণীর বা পাতকুয়ার জল লইয়া এই মন্ত্র ৮ বার পড়িবে ও সেই জলে ফুঁ দিবে। পরে সেই জলের কিঞ্চিৎ গর্ভবতীকে খাইতে দিলে অবিলম্বে সুখে প্রসব হয়।

জলপড়া প্রকারান্তর।—ওঁ মন্মথ মন্মথ বাহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা।

কিঞ্চিৎ পুষ্করিণী বা কুয়ার জল একটি পিতলের বাটীতে লইয়া এই মন্ত্র তিনবার পড়িবে ও সেই জলে ফুঁ দিবে। পরে সেই জল কিঞ্চিৎ গর্ভবতীর চক্ষে ছিটা দিবে এবং কিঞ্চিৎ খাওয়াইবে, তাহা হইলেই সুখে অবিলম্বে প্রসব হয়।

জলপড়া প্রকারান্তর।—ওঁ মুক্তাঃ পাশাঃ বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সুর্য্যেণ রশ্ময়ঃ মুক্তাঃ সর্ব্বদগর্ভ এহ্যেহি মারিচ মারিচ স্বাহা।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে জল পড়িয়া খাইতে হয়।

জলপড়া প্রকারান্তর।—গঙ্গা দুর্গা বহেন বাট্, হার চুর মাংস ফাট্ শিবশক্তি দিলুম পাণি, অমুকের গর্ব্ভের ছাওয়াল দে মেলানি, হরিকামার পোড়ে ছাই অঙ্গার এক গাছ বত্তিশ লালে মা দুলাই দেবী গর্ব্ভ এর দেহি পুত্র গেল ভাটে হাড় চুর হার চুর মাংস কাটে অমুকীর গর্ব্ভের ছাওয়াল নিকল হাটে সিদ্ধিগুরু শ্রীরামের আজ্ঞে।

পিতলের পাত্রে গঙ্গাজল ব্যতীত অন্য কোন জলাশয়ের জল লইয়া এই মন্ত্র পড়িতে থাকিবে ও ফুঁ দিবে। এইরূপে আটবার পড়া শেষ হইলে সেই জলের কিঞ্চিৎ অংশ লইয়া গর্ভবতীকে খাওয়াইবে, তাহা হইলেই অবিলম্বে সুখে প্রসব হয়।

জলপড়া প্রকারান্তর।—কৃষ্ণ বেহারি, বাসুদেব দ্বারি, সেতু বন্ধ রামেশ্বর, অমুকীর গর্ব্ভ বহুক পরমেশ্বর, সিদ্ধি গুরু শ্রীরামের আজ্ঞা।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জল লইয়া এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া ফুঁ দিলে

সেই জলের কিঞ্চিৎ গর্ভবতীকে সেবন করাইলে অবিলম্বে সুখে প্রসব হয়। এই জলদ্বারা গর্ভপাত দোষও নষ্ট হইয়া থাকে।

সুপ্রসবার্থ পান পড়া।—ওঁ চঁহু অমুকীর গর্ভ শীঘ্র প্রসব হও কুরু কুরু স্বাহা॥

১টী পানে চুণ দিয়া এই মন্ত্রটী লিখিবে, পরে সেই পানটী গর্ভবতীকে খাওয়াইলে অবিলম্বে সুখে প্রসব হয়।

সুপ্রসবার্থ মন্ত্র।—সঁ সঁ সঁ হঁ স স ওঁ কু কু স্বাহা॥

আলতা দিয়া অশ্বত্থ পাতায় এই মন্ত্রটী লিখিয়া গর্ভবতীর মস্তকে বান্ধিয়া দিলে অবিলম্বে প্রসব হয়, কিন্তু সতর্ক থাকিতে হইবে যে, যেমন প্রসব হইবে অমনি সেই মুহূর্ত্তে মাথা হইতে ঐ পাতাটী খুলিয়া ফেলিবে, যেন তিলার্দ্ধ বিলম্ব না হয়। কারণ বিলম্ব হইলে গর্ভবতীর বিপদাশঙ্কা হইতে পারে।

সুপ্রসবার্থ জলপড়া।—শূলের শূল গোলাম অমুকীর গর্ভের শূল চালম গোসাইর আজ্ঞায় দেবীর কর অমুকীর ছাওয়াল উলটিয়া শীঘ্র ভুমিতে পড়ে শ্রীরামের আজ্ঞা।

পিতলের ঘটিতে গঙ্গাজল ব্যতিত অন্য জলাশয়ের জল লইয়া এই মন্ত্র পড়িবে ও ফুঁ দিবে। যথাক্রমে তিন বার পাঠ ও তিনবার ফু দেওয়া শেষ হইলে সেই জলের কিঞ্চিৎ গর্ভবতীকে খাওয়াইলে সুখে অবিলম্বে প্রসব হইবে।

সুপ্রসবার্থ জলপড়া প্রকারান্তর।—হ্রীং হ্রীং হ্রীং ওঁ শ্রুঁ শ্রুঁ চলা অমুকীর ছাওয়াল উলটিয়া পুলটিয়া ভুমিতে পড় ভুযুণ্ডের আজ্ঞা।

যে পুষ্করিণী শাস্ত্রানুসারে উৎস্বর্গ করা হইয়াছে, সেই পুষ্করিণীর কিঞ্চিৎ জল একটি পিতলের পাত্রে রাখিয়া পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ সেই জলে ডুবাইয়া

এই মন্ত্র তিনবার পড়িবে এবং ফু দিবে পরে সেই জল কিঞ্চিৎ গর্ভবতীকে পান করাইবে, তাহা হইলেই অবিলম্বেই সুখে প্রসব হয় ।

গর্ভরক্ষা জলপড়া ।---পানি পানি কখন পানি ভর জল এই পানি ভর জল এই পানি অমুকী খায়ে কাটা খোজা গুর্ভিণী ছাওয়াল বাহির হইয়া জায়ে বিমুড়ি কাটা সুমুড়ি করম রক্তে পূজে বাহির ধর্ম্মে দিলেন পরিয়া পাণি ঈশ্বর মহাদেব দিলেন বর সাত্ শিব ছাড়িয়া ছাওয়াল ভূমিতে পড় সিদ্ধিগুরু কালীর আজ্ঞে ।

পুষ্করিণীর কিম্বা পাতকুয়ার কিঞ্চিৎ জল একটী পিত্তলের ঘটিতে লইয়া এই মন্ত্র সাতবার পড়িবে ও সাতবার ফু দিবে। পরে ঐ জলের কিঞ্চিৎ গর্ভিণীকে খাওয়াইলে অবিলম্বে সুখে প্রসব হয়। গর্ভাবস্থায় গর্ভপাত হইবার উপক্রম হইলেও এই জল পড়া দ্বারা তাহার উপশম হইয়া থাকে ।

সুপ্রসবার্থ জলপড়া ।---একে একে ধর্ম্ম চালাম দুই চন্দ্র সূর্য্য চালম তিনে তিন কোন পৃথিবী চালম চাইয়ে চতুর্ভুজ নারায়ণ চালম পাঁচে পাঁচভাই পাণ্ডব চালম ছয় ছয় অধিপতি চালম সাতে সাতালি পর্ব্বত চালম অষ্টে অষ্টনাগ বাসুকী চালম নয়ে নবগ্রহ চালম দশে দশগিরি রাবণ চালম এগারতে মহাদেবগণ রুদ্রাক্ষ চালম বারোয় অধিপতি চালম মা কালিকা তোরে চালম চল চল চল অমুকীর উদরের ছাওয়াল ভূমিতে পর ক্ষীঁ ক্রীঁ ঠেঁ ঠঁ ঠঁ স্বাহা ।

ইহার নিয়ম ও ফল পূর্ব্ব প্রকরণের ন্যায় ।

সুপ্রসবার্থ জলপড়া ।---লাউলের হল মহাদেবের বর

অমুকীর পেটের পোলা শীঘ্র চল পোলা নাড়ে ইনাথ পোলা নাড়ে বিন্নাথ পোলা নাড়ে শ্রীগোক্ষনাথ পোলা ভাঙ্গুকি খসিয়া পড় গিয়া অমুকীর দুই পায়ের তল দিয়া সিদ্ধিগুরু পাও শ্রীরামের আজ্ঞে রাম বলে লক্ষ্মণ অমুকীর ছাওয়াল হউক এক্ষণ ।

ইহার নিয়ম ও পূর্ব্ব প্রকরণের সমান।

সুপ্রসবার্থ জল পড়া।--রক্তের ডোল রক্তের কুরিয়া দশ মাস দশদিন আছিলা মায়ের কোল জুড়িয়া মোর এই জল পড়া যা শীঘ্র করিয়া অমুকী ছাওয়াল ভূমিতে পড় আসিয়া সিদ্ধিগুরু শ্রীরামের আজ্ঞা কালিকা চণ্ডীর বর।

কচুর পাতায় অথবা অন্য কোন গাছের উপরে যে শিশির বা বৃষ্টির জল পড়ে অর্থাৎ যে জল মৃত্তিকা স্পর্শ না করিয়াছে সেই জল কিঞ্চিৎ লইয়া পিতলের পাত্রে রাখিয়া এই মন্ত্র সাতবার পড়িবে ও ফুঁ দিবে। পরে সেই জল কিঞ্চিৎ গর্ভবতীকে খাওয়াইবে, তাহা হইলেই সুখে অবিলম্বে প্রসব হয়।

মৃতবৎসাশান্তি।--ওঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্ষৌঁ হ্রৌঁ ক্ষ্রীঁ ক্রৌঁ কঁ যঁ হ্রীঁ ওঁ ফঁ শ্রী স্বাহা॥ কঁ ডঁ ফঁ।

ভূর্জ্জপত্রে গোরচনা দ্বারা এই মন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠে বা বাহুতে ধারণ করিলে মৃতবৎসাদোষ দূরীভূত হয়।

মৃতবৎসাশান্তি।--ও হ্রী হ্রী হ্রী ক্লী ফট স্বাহা॥

বালক জন্মিলে ঘৃতের কজ্জল প্রস্তুত করিয়া সেই কজ্জলী দ্বারা বালকের জিহ্বাতে এই মন্ত্রটী লিখিয়া দিলে, বালক দীর্ঘায়ু হয় এবং প্রসূতির মৃতবৎসাদোষ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

মৃতবৎসাশান্তি।--ওঁ শ্রীং হুং ক্রীং হুহুঙ্কারে অমুকি সর্ব্ব রোগ নাশয় স্বাহা॥

ভূর্জ্জপত্রে আলতা দ্বারা এই মন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠে বা বাহুতে ধারণ করিলে মৃতবৎসাদোষ প্রশান্ত হইয়া থাকে।

মৃতবৎসাশান্তি।--ওঁ ক্রুঁ হ্রীং ক্লীং হ্রীং ক্রুঁর ওঁ রক্ষ রক্ষ রক্ষ প্রশময় প্রশময় নাশয় নাশয় দেহি দেহি হন হন প্রশম পচ পচ মথ মথ স্তম্ভয় স্তম্ভয় গ্রথয় গ্রথয় কীলয় কীলয় ঠং ঠং সঃ সঃ অমুকীর অর্ব্বশত্রু ডাকিনী যোগিনী বেতাল ব্রহ্ম রাক্ষস মারয় মারয় সর্ব্বদোষ প্রশময় প্রশময় লাগে শিবের বর যদি না লাগে শিবের জটা ছিঁড়িয়া মহাদেবীর পায়ে পড় ক্রুঁ ক্রুঁ স্বাহা।

পঞ্চরত্নের জল শিশির জল, নারিকেলের জল, উৎসর্গ পুষ্করিণীর জল, মাছের দোকানের জল, খেয়ার নৌকার জল, আদার রস, গোষ্ঠের জল, কেওয়া ফুলের জল, করবী ফুলের জল, শ্বেত জবাফুলের জল, সোমফুলের জল, সহস্রধারা ঘটের জল, এই সকল জল সংগ্রহ করিতে হইবে। পরে মহা নিশাকালে জয়ন্তীফুলের গাছের তলায় গিয়া নারীকে এলকেশে একটী কাল পারাবতের উপর বসাইয়া উক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক এই সকল জল দিয়া স্নান করাইবে। এক একবার মন্ত্র পড়িবে, আর এক একবার জল মস্তকে দিবে। পরদিন অপরাহ্ণ কালে সেই আমমধ্যে মধু ও ঘৃত নিক্ষেপ করিবে। পরে সেই অন্ন নামাইয়া ভোজন করিবে। এইরূপ করিলে নিঃসন্দেহ মৃতবৎসাদোষ প্রশান্ত হয়।

বন্ধ্যা গর্ভবতী হওন।—গলে ভুজে বা যন্ত্রমিমং ধারয়েৎ বন্ধ্যা গর্ব্ভবতী ভবতি।

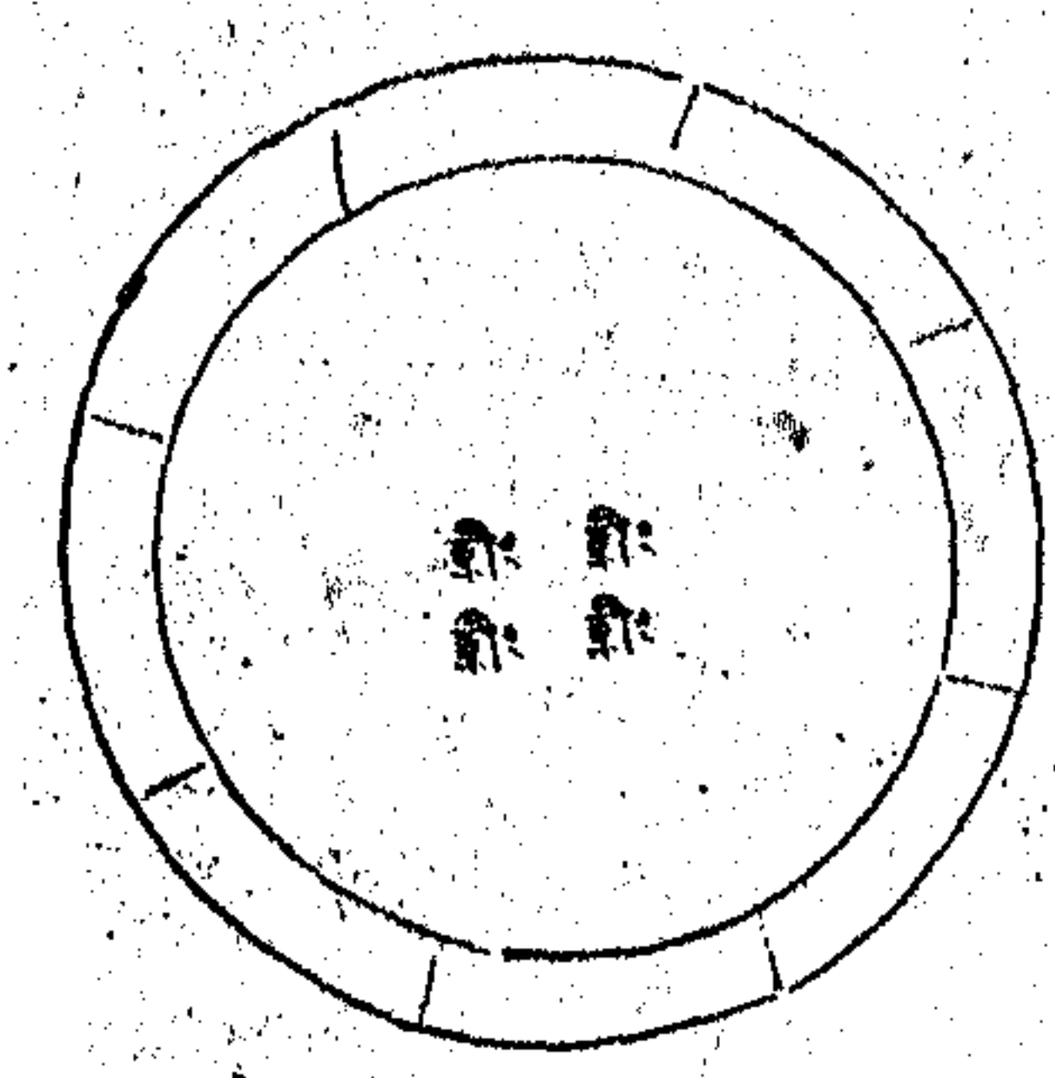

ভূর্জ্জপত্রে আলতার দ্বারা এই যন্ত্র লিখিয়া গলদেশে বা হস্তে ধারণ করিলে বন্ধ্যানারীও গর্ভবতী হয়।

কাকবন্ধ্যা প্রতিকার।—গোরোচনালক্তকেন ভুর্জ্জপত্রে ইমং যন্ত্রং লিখিত্বা কণ্ঠে ভুজে বা ধারয়েৎ। কাকবন্ধ্যা গর্ভবতী ভবেৎ॥

স
সঃ

ভূর্জ্জপত্রে গোরচনা ও আলতার দ্বারা এই যন্ত্র লিখিয়া কণ্ঠে বা হাতে ধারণ করিলে কাকবন্ধ্যাও গর্ভধারণ করে।

বন্ধ্যা গর্ভবতী হওন।—স্বর্ণপত্রে হরিতালেন লিখিত্বা ধারয়েৎ বন্ধ্যা গর্ভবতী ভবতি॥

২৪	২১	২	৩
	৩	২১	২৯
৩০	৩৫	৯	১
৪	৫	২৬	১৮

স্বর্ণপত্রে হরিতাল দ্বারা এই মন্ত্র লিখিয়া ধারণ করিলে বন্ধ্যানারীও গর্ভবতী হয়।

মৃতবৎসাশান্তি।—ভূর্যে গোরচনায়া লিখ্য মধ্যে নাম সংস্থাপ্য ধারায়েৎ। মৃতবৎসা জীববৎসা ভবতি॥

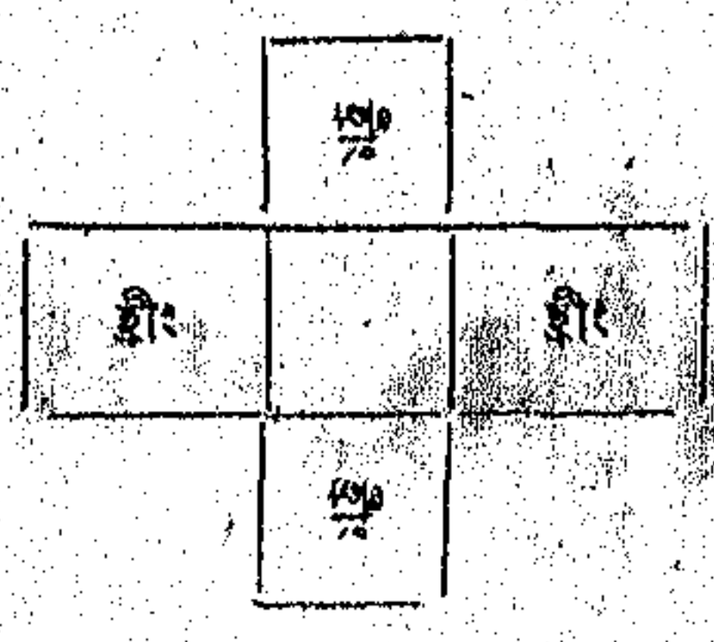

ভূর্জপত্রে গোরচনা দ্বারা এই মন্ত্র লিখিয়া ইহার মধ্যস্থলে নারীর নাম লিখিয়া ধারণ করিবে। ইহাতে মৃতবৎসা জীববৎসা হয়।

জন্মবন্ধ্যা পুত্রবতী হওন।—ভূর্জ্জে অলক্তকেন যন্ত্রমিদং লিখিত্বা অস্য চতুষ্পার্শ্বে নাম সংলিখ্য ধারয়েৎ। জন্মবন্ধ্যা পুত্রবতী ভবেৎ॥

১০	৩২	৯	১০
৮	৩১	২	৩০
২৯	৩	২৬	৫
৬৪	৬	২৮	৪

ভূর্জ্জপত্রে আলতার দ্বারা এই মন্ত্র লিখিয়া, এই মন্ত্রের চারিদিকে বন্ধ্যার নাম লিখিয়া ধারণ করিলে জন্ম বন্ধ্যাও পুত্রবতী হয়।

বন্ধ্যা পুত্রবতী হওন।—তালপত্রে রক্তচন্দনেন লিখিত্বা ধারয়েৎ পুত্রবতী ভবতি।

	ওঁ হ্রীঁ	ওঁ হ্রীঁ	ওঁ হ্রীঁ	
ওঁ	ওঁ হ্রীঁ	ওঁ হ্রীঁ	ওঁ হ্রীঁ	ওঁ
	ওঁ হ্রীঁ	ওঁ হ্রীঁ	ওঁ হ্রীঁ	

এই যন্ত্র তাল পত্রে রক্ত চন্দন দ্বারা লিখিয়া ধারণ করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়।

বন্ধ্যা পুত্রবতী হওন।—যন্ত্রমিদং অলক্তেন লিখিত্বা ধারয়েৎ বন্ধ্যা পুত্রবতী ভবেৎ মাত্র সংশয়॥

হুঁ	হুঁ	হুঁ	হুঁ	হুঁ	হুঁ	হুঁ	হুঁ
ক্লীং	ক্লীং	ক্লীং	ক্লীং	ক্লীং	ক্লীং	ক্লীং	ক্লীং

আলতার দ্বারা এই মন্ত্র লিখিয়া ধারণ করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয় তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

রক্তস্রাবের ঔষধ।—বাসকের শিকড়ের রস অম্বল জলের সহিত পান করিলে রক্তস্রাব নষ্ট হয়।

প্রকারান্তর।—নটের শিকড় একটানে উঠাইয়া জীবত কৈ মৎস্যের সঙ্গে ঝোল রান্ধিবে এবং ঐ ঝোলের সঙ্গে ছয় গণ্ডা গোলমরিচ দিবে। এই রূপ সাত দিন ঝোল রান্ধিয়া খাইলে রক্তস্রাব দূর হয়।

প্রকারান্তর।---সিদ্ধ চাউলের জলের সহিত পারাবতের মল ভক্ষণ করিলে রক্ত স্রাব দূর হয়।

বাধক বেদনা ও রক্ত স্রাবের ঔষধ।---ভাইটের আগা সাতটা, বনমালার আগা সাতটা, চোলকলীর আগা, সাতটা, জাতি মরিচ ছয়গণ্ডা, এই সকল দ্রব্য একত্রে বাটিয়া ঋতুর দিন হইতে সাত দিন সেবন করিলে বাধক ও রক্ত স্রাব দূর হয়।

বাধক শান্তি।---আম আদা, ঝাল, আদা, হরিদ্রার গুড়া ও কাঁজি, এই কয়েক দ্রব্য সমভাগে মিশাইয়া ঋতুমানের দিন নাভিজলে নামিয়া খাইলে বাধক দূরীভূত হয়।

রক্তস্রাব শান্তি।—রক্তস্রাব শান্ত্যর্থং যন্ত্রমিদং ভূর্জ্জপত্রে লিখিত্বা ধারয়েৎ।

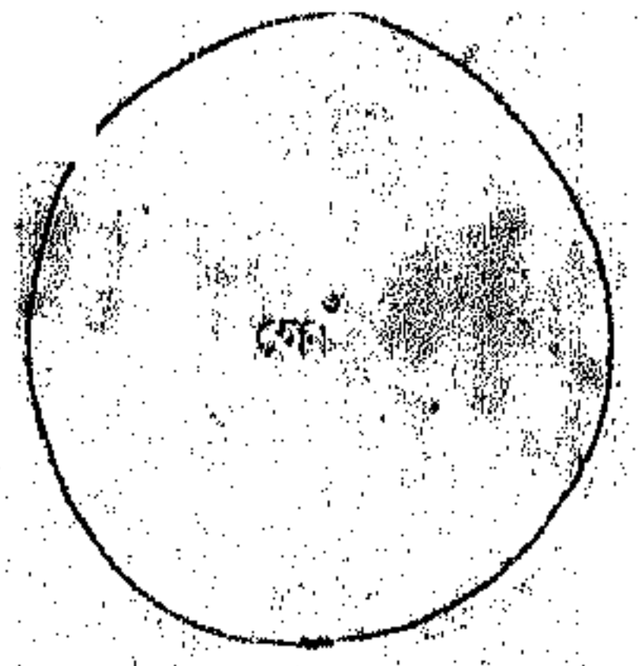

এই যন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া ধারণ করিলে রক্তস্রাব নষ্ট হয়।

বালক ক্রন্দন নাশক মন্ত্র।—গোরোচনায়া ভূর্জ্জে সংলিখ্য ধারয়েৎ। বালক ক্রন্দনং নাশয়তি।

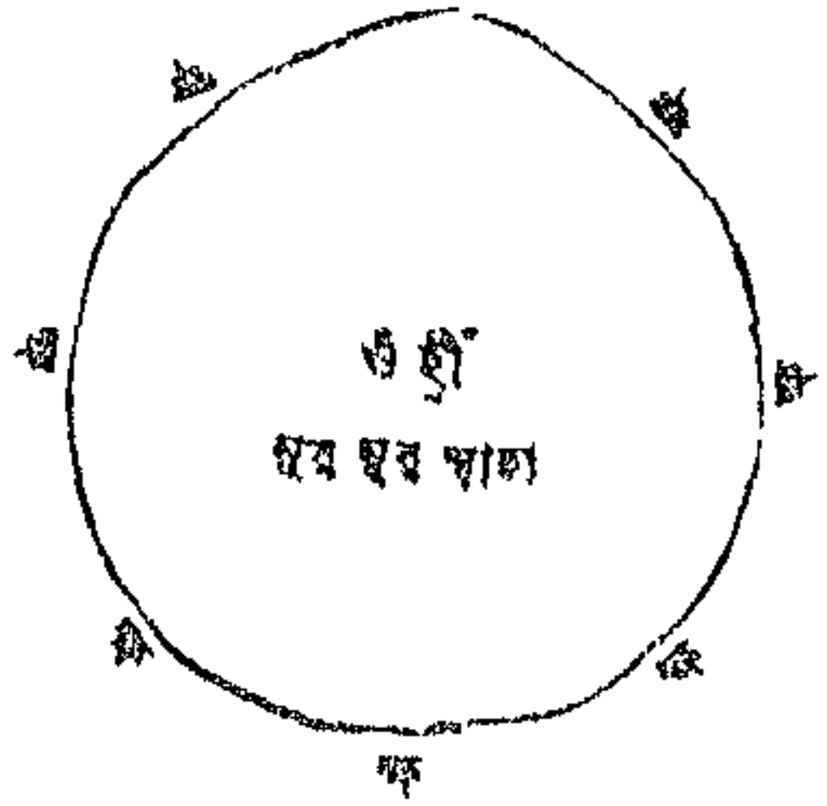

হ্রঁ	নম লেচ্ছে	হ্রঁ	হ্রঁ	হ্রঁ
হ্রঁ	হ্রঁ	হ্রঁ	হ্রঁ	হ্রঁ

ও	০	।৶	হু
১৮	২	।।৶	হু
।৶	২	।৶	হু
।৶	০	।৶	হু

এই তিনটী মন্ত্রের মধ্যে যে কোন একটা হউক, ভূর্জ্জপত্রে গোরোচনা দ্বারা লিখিয়া ধারণ করিলে, বালকের ক্রন্দন দূর হয়।

যাত্রাবিঘ্ন দূরীকরণ মন্ত্র।—ঘাট চলন পথ চলন চলন বনের বাঘ, তেমাথা চাইর মাথা সকল কাটিয়া করিলাম খান খান রাম লক্ষ্মণ পিছে দৌড়ায় কালী দৌড়ায় আগে সোনার খাটে চড়লাম দিলাম শত্রুর গলে ফাঁস আমাড়ে ধর্ম্মরাজ সঙ্গে সঙ্গে ফিরে সব ঘুরে সব মরে পিয়াল বিয়াল কাস্তার হর ঘর পরাণে লাগে শাখির শাখ হাত পাঁচ খোদ গরজে চলিয়া যা হাং হাং ক্রুং ফট্ স্বাহা ॥

কোন স্থানে যাত্রাকালে এই মন্ত্র পড়িয়া মাটিতে, তিনবার বামপদে গোড়ালি ঠুকিয়া পরে বহির্গত হইবে। তাহা হইলে পথি মধ্যে কোনরূপ বিপদে পড়িতে হইবে না।

পথের বিঘ্ন দূরকরণ মন্ত্র।—ওঁ অক্ষয় অমর অবিনাশী রক্ষা কর।

যাত্রাকালে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার জল পানান পানে ফুঁ দিয়া তৎপরে বহির্গত হইবে, তাহা হইলে পথিমধ্যে কোন বিঘ্ন ঘটিবে না।

জলযাত্রা ভয়নিবারণ।---সাগর উটাকী পানিমে দীটা হরাকি পুত্র একেলা বেটা বারুণকী পানি হাতমে ঠেলি ডরসে চলি যায় সকলি দেবতাকি মাথে মানিক কি জলে জোড়ে নাড়ে টুটিল বাটে ফউতকারী নাগারা দিশত খেল দেখ এক হরক্ দেল যোকই আবে হনুমন্ত বীরচুরে বাঁধি লাথে মারে দিল কুম্ভার হাঙ্গর সবকো ঠেলি হনুমন্তাকী আজ্ঞা, মেরী গুরুকী আজ্ঞে ॥

জলযাত্রাকালে অর্থাৎ নৌকায় বা জাহাজাদিতে গমন সময়ে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আপন চাদরের কোণে এবং স্ত্রীলোক হইলে আচলে একটি গ্রন্থি দিবে। তাহা হইলে জলে কোনরূপ বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে না

বাধক শান্তি চাউল পড়া।— চিনির পো চোরা জানিস তোর জাতি না ছিল গাছের তল তোর জন্মের উৎপত্তি চাউল পরশ লাগিয়া এ চাউল খাইয়া অমুকীর অঙ্গে কর না আদ্য চণ্ডীর মাথা খা।

এক মুষ্টি চাউল হস্তে লইয়া এই মন্ত্র একবার পড়িয়া ফুঁ দিবে এইরূপ তিনবার মন্ত্র পড়া ও তিনবার ফুঁ দেওয়া শেষ হইলে, সেই চাউল কয়টী বাধকগ্রস্তা নারীকে খাইতে দিবে। এইরূপ এক সপ্তাহ খাইলেই বাধক দূরীভূত হইয়া যায়।

গর্ভরক্ষা মধু পড়া।—ওঁ স্বাহা।

কিঞ্চিৎ খাঁটি মধু গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার অভিমন্ত্রিত করত গর্ভিণীকে সেবন করিতে দিবে, এইরূপ তিন দিন সেবন করিলে আর গর্ভপাতের আশঙ্কা থাকিবে না।

সুপ্রসবার্থ মন্ত্র।—ওঁ চ হুং অমুকীর গর্ভ শীঘ্র প্রসব হউক ক্রুং ক্রুং স্বাহা।

একটা পানে চূণ দিয়া এই মন্ত্রটী লিখিবে। পরে পুনর্বার তিনবার এই মন্ত্র পড়িয়া পানে ফুঁ দিবে। অনন্তর সেই পানটা গর্ভিণীকে খাওয়াইলে অবলীলাক্রমে প্রসব হয়।

আত্মরক্ষা।—শ্রীনরসিংহনাথ শ্রীরাম দিলেন রাম গণ্ডী লক্ষণে খুঁড়িয়া হনুমানে রাখেন তারে সাত পাক দিয়া রাবণের কুণ্ডলি লক্ষণে জানে লক্ষ হইল যামিনী দানা দৈত্য প্রেত ভূত চৈলি চৈলাচ শান পুড়াল নরগে পাক সাতর মধ্যে দিয়া পাও যথায় যোল তথায় যায়।

এই মন্ত্র চারিবার পড়িয়া চারিবার আপন গায়ে ফুঁ দিলে সর্প ভয়, ব্যাঘ্র ভয়, বাঘমারী ভয়, ভূতের ভয়, অথবা অন্য কোনরূপে নিজের শরীর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

আত্মরক্ষা। বজ্র চোকে চুকি ধরম বন্দ করলাম কার সাপ কার ভুত প্রেত কেহ মোরে দেখিতে না পাবে কার আজ্ঞে মহাদেবের আজ্ঞা।

এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া তিনবার চোক মিটাইবে, তাহা হইলে, নিজ শরীরে রোগ ভয় আপদ থাকিবেনা।

আত্মরক্ষা।—হনুমন্ত লেঙ্গুর সাত পাক দিয়া কুণ্ডলি দিয়া বান্ধিলাম আমি নির্ভয়ে হইয়া।

এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া তিনবার কুণ্ডলি পাক দিয়া রাখিবে, তৎপরে ভূত প্রেত দানা দৈত্য যোগী প্রভৃতিকে ঝাড়িবে, তাহা হইলে নিজের শরীরে কোন বিপদ ঘটিবে না। এমন কি ব্যাঘ্র দেখিয়া ঐরূপ করিলে ব্যাঘ্র নিকটে গর্জ্জন করিয়া বেড়াইবে, কিন্তু তাহাকে কুণ্ডলি বা গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্পর্শ করিতে পারিবে না।

আত্মরক্ষার জলপড়া। আল্লার কথোৎ নিরঞ্জনের ঢাকা ঐ সকল ব্রহ্মনামে আমার শরীরের আপদ বালাই বিষ্ বেদনা কর সংহার।

একটু জল লইয়া এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া গাত্রে মুখে কিঞ্চিৎ ছিটা দিবে এবং কিঞ্চিৎ পান করিবে। এইরূপ করিলে আত্মশরীরে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হবে না।

আত্মরক্ষা তুড়ি।—ক্লীঁ হুং রক্ষ রক্ষ ফট্ ফট্ স্বাহা॥

এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা আপনার দেহের চতুর্দ্দিকে তুড়ি দিবে। এইরূপ করিলে কোনরূপ নিজ শরীরে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না।

আত্মরক্ষা আচাল।—ওঁ হ্রীং শ্রীঁ হুঁ রক্ষ রক্ষ স্বাহা।

এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া আপন চাদরের কোণে একটী গ্রন্থি (গেরো) দিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে কোন জীবজন্তু দেবযোনি প্রেত ইত্যাদি তাহার অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবে না।

আত্মরক্ষার ফুঁ।---ওঁ সিদ্ধি বাপ আলি বইচেন ধ্যানে ত্রিভুবন থরলে কাঁপে হে আনিজন ফুকার।

এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া তিনবার আপনার গায়ে ফুঁ দিবে। তাহা হইলে আর শরীরে কোনরূপ বিঘ্ন হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

আত্মরক্ষা ফুঁ।---সাতভগ্ন রক্তোবিন্দু , শ্রীবিন্দু গুরু সহায়।

এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া তিনবার নিজের শরীরে ফুঁ দিবে। তৎপরে যে কোন স্থানে গমন করুন অথবা বিষ্ ঝাড়া, ভুতঝাড়া যে কোন কাজেই প্রবৃত্ত হউন না কেন, নিজ শরীরে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না।

আত্মরক্ষা আচলি।—ওঁ সিদ্ধিঃ উত্তবংশে রাত্রে জন্ম দিবসে জন্মকায়া পালখেত্ত জর্ম্মদণ্ডে না ছাড়িয় দয়া চন্দ্র সূর্য্য অনুজ চাইব কোন করিয়া ভক্তি রাত্রি দিবস থাকে তবে ধর্ম্মে থাকের আল্লা মহম্মুদ থাকের কে করিতে পারে দৃষ্টি প্রেতে না মারবে ভুতে না মরিবে না মারে সুরপুরী সর্ব্বথে রক্ষা কর জগদীশ্বর গৌরী।

এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া আপনার চাদরের এক কোণে একটী গ্রন্থি দিয়া রাখিবে। পরে কার্য্য শেষান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সেই গ্রন্থি খুলিতে হইবে। যতক্ষণ এই গ্রন্থি থাকিবে, তাবৎ ভুতের বা সর্প দংশনের রোগীকে ঝাড়িলে আপন শরীরে ভুতাদিনা কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না, দুষ্ট লোকে কোনরূপে প্রাণনাশার্থ বাণ মারিলে তাহা বিফল হইবে এবং কোন স্থানে যাত্রাকালে ঐরূপ প্রকরণ করিয়া আচলি বান্ধিলে পথিমধ্যে কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হইবে না।

আত্মরক্ষা ফুঁ।--ওঁনমঃ সত্য অবতার গোন নৈরাকার পবন প্রচার।

এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া তিনবার ফুঁ দিবে। আত্ম শরীরে কোনরূপ অনিষ্ট ঘটে না।

আত্মরক্ষা চুলবাঁধা।—আল করম জাল করম কবম ডাকিনীর পাশ ভূত প্রেত যক্ষ যুগিণী রক্ষ কাবনাম প্রেত বলে সৈন্যারীরে মারম নাশম পানিপ্ মারমব সাচা নয় মিছা করিলাম নাশ যে মারে যে আসে যে বৈসে মুষ্টি নাশিবারে থান্ থান্ কার আজ্ঞা শ্রীরামের আজ্ঞা এ কথা নড়ে মহাদেবের জটা খসিয়া ভূমিতে পড়ে।

এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া আপন টিকিতে বা মস্তকের লম্বা চুলে একটী গেরো বাঁধিয়া রাখিবে। যাহার চুল লম্বা নাই সে মাথায় একখানা চাদর জড়াইয়া অর্থাৎ পাগড়ির মত বাঁধিয়া তাহাতেই এক কোণে গাঁট দিয়া রাখিবে। কার্য্য সমাধান্তে বাটিতে প্রত্যাগত হইয়া পরে ঐ গ্রন্থি খুলিবে। এইরূপ করিলে আত্মদেহে কেহ অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না।

সাপের মন্ত্র।—পুথঙ্গাং ফুফুঙ্কার খুজাব নাহি বিষ্ বিষ্ নাহি আর নাহি বিষ্ বিষ্ নাহি তাব।

সাপে কামড়াইবা মাত্র যে স্থানে দংশন করিয়াছে সেই স্থানে এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া সেই স্থানে থু থু দিয়া তিন তিনবার থুথু দিবে। এইরূপে দশবার মন্ত্র পড়া ও দশবার থুথু দেওয়া হইলে তাহা হইলে বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

সাপের বিষ্ ঝাড়া।—পদ্মবনে গেলা দেবী রক্ত পড়ে ধারে পদ্মপানা ছিড়া দেবী টিপদিলা কাটে বাইরায় ঝাড়িয়া বিষ্ মহাদেবের চাপে সিদ্ধি গুরু শ্রীরামের আজ্ঞা॥

যে স্থানে সাপে কামড়াইয়াছে, সেই স্থানে হাতদিয়া ঝাড়িবার এই মন্ত্র পড়িবে, কিন্তু হাতদিয়া ঝাড়িবার সময় হাত উপর হইতে নিম্নদিকে আনিবে উপরে তুলিয়া ঝাড়িবে না। এরূপ ঝাড়িতে ঝাড়িতে বিষ্ নামিয়া যায়।

সাপের বিষঝাড়া চাপড়ে। নানা কমল বিষ পারিজাত ভালাও কমল বিষ টংকার প্রতিকার নাই বিষ উলাটি চাপড়ের ঘায়ে নাই বিষ বিষহরির আজ্ঞা।

এই মন্ত্র পড়িবে ও যে স্থানে সাপে কামড়াইয়াছে, সেই স্থানে চাপড় মারিবে। কিয়ৎকাল এইরূপ করিতে করিতে বিষ দূরীভূত হইবে।

সাপের বিষ প্রতিকার দড়িটানা। —তিন মন্ত্র নৈবাকার নাম বিষ ডুবিয়া মরার নাম বিষ সপ্তম পাতাল।

শরীরের যে স্থানে সাপে দংশন করে, সেই দিকের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে পাটের দড়ি পাকাইয়া বাঁধিয়া ক্রমাগত এই মন্ত্র পড়িবে ও দড়ি টানিতে থাকিবে। কিয়ৎকাল এইরূপ করিলে বিষ দূরীভূত হইয়া যায়।

সাপের বিষনাশ পানিপাড়িভা। আস্য অনাস্য দিলেন রেক, জলের মধ্যে স্বাদ দেখ, বাসুকি কনায়ে দিয়া পাও, জলের মধ্যে দেখ ভয় কোন নাগের ঘাও, জলের সাপ দেখিতে যা বিষ ক্ষয় ওই নাই বিষ বিষহরির আজ্ঞে।

একখানি একটা নূতন কাচ কিনিয়া আনিবে, যেন তাহাতে কোনরূপ কাল দাগ না থাকে। সেই কাচটি জল দ্বারা পূর্ণ করিবে, কিন্তু গঙ্গাজল নহে। পরে সেই জলের উপর ঐ মন্ত্র তিনবার পড়িয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে তাহার ভিতর দৃষ্টি করিতে বলিবে। রোগী সেই জলের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকিবে, চিকিৎসক বা রোজা তাহার মস্তকে হাত দিয়া এই মন্ত্র পড়িবে ও ফুঁ দিতে থাকিবে। ক্রমে ঐ জলের মধ্যে রোগী সাপ দেখিতে পাইবে। যে সাপে কামড়াইয়াছে সেই সাপই দৃষ্টি হইবে পরে ওঝা যত মন্ত্র পড়িতে থাকিবে ও ফুঁ দিতে থাকিবে, রোগী দেখিবে, ক্রমে সাপের দেহ হইতে খসিয়া মাংস কমিয়া যাইতেছে, এইরূপে ক্রমে সমস্ত সাপ অদৃষ্ট হইলে, তখন রোগীর শরীরে বিষ থাকিবে না।

সাপের বিষ্ নামান জলপড়া।—সরাবিষ্ শোড়া বিষ্ পচা বিষ্ লালা বিষ্ যা মুখে জাগ বাহির হইতে বুলিযাছে তোরে অনন্ত নাগ অনন্ত নাগের মাথায় মণি অনন্ত নাগের স্মরণে বিষ্ কালনাগ পাণি।

এই মন্ত্র পড়িয়া ৩ বার, জলের ঝাপটা মারিবে। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ করিলেই বিষ্ নষ্ট হইয়া যাব।

সাপের বিষ্ নামান চাপড়সার। ওঁ সিদ্ধি সভয় চক্র গঙ্গাধর অমুকের অঙ্গের বিষ্ চাপড়ে সব ঢেঁকা মারণ ঢেঁকা সার ঢেঙ্কামতে বিষ্ নাই আর অমুকের অঙ্গের বিষ্ মারলুম ঢেঁচা করিছুম নির্বিষ।

এই মন্ত্র পড়িবে ও যে স্থানে দংশন করিয়াছে, সেই স্থানে চাপড় মারিবে। যদি বিষ্ মস্তকে উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে মাথায় মারিবে, অর্থাৎ যতদূর বিষ্ উঠিয়াছে সেই স্থানে চাপড় মারিবে। এইরূপ করিতে করিতে বিষ নামিয়া আসিবে।

সাপের বিষনামান চাপড়সার।—শঙ্খের আর বেটার নাম নাই বজ্রচাপড়ে অমুকের অঙ্গে কালকূট বিষ্ নাই।

পূর্বোক্ত নিয়মে চাপড় মারিতে হইবে।

সাপের বিষ্ নামান ঝাড়সার।—বাপের নাম ধরা মিয়েষ নাম সাপ নিলাম বিষ্ সদাশিব নাম বিষ্ সদাশিব।

এই মন্ত্র পড়িবে ও হাতে ঝুড় দিবে, কিন্তু ঝুড়ি দিবার সময় হাত নীচে টানিবে। এইরূপ করিতে করিতে রোগীর শরীর হইতে বিষ্ নামিয়া যাইবে।

সাপের বিষ্ নামান চাপড়মার।—পথে থাকে গোরক্ষ-নাথ কয় পঞ্চকথা, চাপড়ে মারিলাম বিষ্ নসঙ্গময়ধা, চব চব কর কর দিয়া তিন তালি ভস্ম হয়ে যা বিষ্ তোর নাম পঙ্গু গাড়লি, সিদ্ধি গুরু শ্রীরামের আজ্ঞা।

যে ব্যক্তিকে সাপে কামড়াইয়াছে, এই মন্ত্র পড়িয়া তাহার গায়ে অথবা মস্তকে কিম্বা যে স্থানে কামড়াইয়াছে, সেই সেই স্থানে চাপড় মারিবে, তাহা হইলেই ক্রমে বিষ্ নামিয়া যাইবে।

প্রকারান্তর চাপড় মার।—ধবল কমল বিষ্ কত ঘুম যাও, আসিবেন গুণবন্ত কানাই কেন না পালাও, সুমেরু পর্ব্বতে বিষ্ চৈতন্য পাইয়া, কাঁদেরে বিষ্ করুণা ভাবিয়া, হর বিষ্ হর ঈশ্বর মহাদেবের আজ্ঞায় বিষ্ এই চাপড়ে সব সিদ্ধি গুরু শ্রীরামের আজ্ঞে।

সর্পে দংশন করিলে প্রথমতঃ যে স্থানে কামড়াইয়াছে, তাহার উপরি-ভাগে একটী দড়ি বা অন্য বস্ত্রাদি দ্বারা সজোরে বেষ্টন পূর্ব্বক বন্ধন করিয়া রাখিবে যেন বিষ্ রক্ত সংযোগে উঠিতে না পারে। পরে এই মন্ত্র পড়িয়া ক্ষতস্থানে চপেটাঘাত করিবে। যদি বিষ্ ঊর্দ্ধে উঠিয়া থাকে তাহা হইলে যে স্থানে উঠিয়াছে তথায় চাপড় মারিবে, যদি মস্তক পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে এবং রোগীর চৈতন্য না থাকে, তাহা হইলে মস্তকে সজোরে এই মন্ত্র দ্বারা চাপড় মারিবে, এইরূপ করিলেই ক্রমে বিষ নির্গত হইয়া যাইবে এবং রোগী চৈতন্য লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

সাপের বিষ্ নামান ডোর বান্ধা।—কালিয়া কালিয়া কৈ যায় চলিয়া, তোর বিষ্ নারিমু আগুনে জ্বালিয়া ধর কালিয়া শিখিরেয় প্রায়, কালিকার বিষ্ পোড়লে যায়, ফিরিয়া যদি বিষ্ খায়, তবে তোর অষ্টনাগের মাথা খায়।

যে স্থানে সাপে কামড়াইয়াছে, তাহার উপরিভাগ এই মন্ত্র পড়িয়া ডোর বান্ধিবে, তাহা হইলে আর বিষ উঠিতে পারিবে না, পরে এই মন্ত্র দ্বারা ঝাড়িলে বিষ নামিয়া যাইবে।

সাপের বিষ নাশ মন্ত্র।—ক্রীঁ হ্রীঁ ফট্ ওঁ কালিয কালিয় বাশুকে স্তম্ভয় গোরক্ষ আজ্ঞায় নাশয় হুঁ ফট্ স্বাহা।

এই মন্ত্র পড়িয়া ঝাড়িলে এবং এই মন্ত্র মস্তকে জপ করিলে সর্প বিষ নষ্ট হইয়া যায়।

দোমছা।

ছড়কো স্ত্রীলোকের ঔষধ অর্থাৎ যে সকল স্ত্রী স্বামীকে দেখিয়া ভয় পায় এবং স্বামীর নিকট শয়ন করিতে অনিচ্ছুক, তাহার ঔষধ।—জুতার শুকতলা এক টুকরা, উচ্ছিষ্ট কলাপাতের আগা এক টুকরা, ধোপার পাটের ক্যাতকুড়া একটু, বাজার ঝাটের শেওরা এক টুকরা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া একটা মাদুলী মধ্যে পুরিয়া স্ত্রীলোকের গলায় বান্ধিয়া দিবে। এইরূপ করিলে উল্লিখিত রোগের শান্তি হয়।

প্রকারান্তর আদা গুড় পড়া।—আগম ভাগম আদা খা সরজো তরমে বুজে। পঞ্চ প্রাণ খাওম আদা মিঠার মাজে॥

স্ত্রী নিদ্রিত হইলে পতি কিঞ্চিৎ আদা ও গুড় এই মন্ত্র পড়িয়া নিজের মুখে দিয়া স্ত্রীর মুখের কাছে মুখ আনিয়া যেমন স্ত্রীর নিশ্বাস নিজের মুখের মধ্যে প্রবেশ করিবে, অমনি সেই নিশ্বাসবায়ুর সহিত সেই আদা-গুড় ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে, এইরূপ করিলেই ছড়্কোরোগ শান্তি হয়।

প্রকারান্তর সিন্দুর পড়া—বারির বেটি সিন্দুর জনম তোর জাতি কামরূপ পর্ব্বতে তোমার উৎপত্তি চমকে

চলিল বসে কে বসিল বাউল পুত্র হইয়া উদরে সামাইল হাতে দেয় নড়ি গলায় বাঘের ছাড় হানিয়া বাছবি জায় যে পথে বোলম অমুকী সেই সেই পথে যায় একে একে ধর্ম্ম চালম দোয়াজে দুই ভাই চন্দ্র সূর্য্য চালোম তিতুয়া যে তিন কোন পৃথিবী চালোম চাক্কারে চতুর্ভুজ নারায়ণ চালম পাঁচে পাঁচ ভাই পাণ্ডব চালম ছয়ে ষড়ানন চালম সাতে সাতাশী পর্ব্বত চালম আষ্টে অষ্টনাগ বাসুকি চালম নয় নবগ্রহ চালম দশে দশগিরি রাবণ চালম এগারতে মহাদেবগণ রুদ্রাক্ষ চালম বারোয আদিপতি চালম আয অমুকী আয অন্ধকার লাগ আয় সিদ্ধি গুরু শ্রীরামের আজ্ঞা রাড়ের কালিকা চণ্ডী মায়ের আজ্ঞা ।

দোকানে মাসলে যে সিন্দুর পাবে, সেই সিন্দুর আনিয়া এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার অভিমন্ত্রিত করত সেই সিন্দুর স্ত্রীর কপালে দিবে। এরূপ করিলে উক্ত রোগের শান্তি হয়।

প্রকারান্তর সিন্দুর পড়া।— কাম সিন্দুর কামেশ্বরী, সোহাগা দিলেন পরমেশ্বরী, আজি সোহাগী অমুকার ঝি, কাম সিন্দুর করিলা কি, হের দেখ কামসিন্দুর মোর কপালে জ্বলে অমুকার লাগিয়া মোর মন পোড়ে হিয়া বিকল চিত্ত বিকল বত্রিশ নাড়ী বেকের ছাওয়াল ফেলাইয়া তৌজল ঘর বাড়ী বামে বলেন লক্ষ্মণ উমা বলেন হর, যোলশ ডাকিনী এই সিন্দুরে ভর কর শ্রীরামের আজ্ঞা ।

একটু সিন্দুর লইয়া এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া স্ত্রীর কপালে দিলে উক্ত রোগ শান্তি হয়।

বাণবান্ধাসবারণ । চালম চালম স্বচালম স্বচালম মুই

চাপামা রাম চালে নগ রাজার ঝাঁপি নড়ে মহাদেবের জটা নড়ে অমুকা রামের রাষ্ট যোগিনী অমুকের অঙ্গেও বাওবাতাস ডাইনে যুগিনী ঝারিয়ে ফেলন ব্রহ্মার গায়ে ব্রহ্মা দিলেন ঝারিয়া ক্ষেত্রপালেন পুরিয়ে চল শীঘ্র চল জলঙ্কা দিয়া গিয়া আর লঙ্কায় গিয়া পড় কার আজ্ঞা ঈশ্বর মহাদেবের আজ্ঞে।

কুবাতাস গায়ে লাগিলে বা ডাইনের দৃষ্টি হইলে এই মন্ত্র পড়িবে ও গায়ে ফুঁ দিবে, এইরূপ করিতে করিতে রোগের উপশম হওয়া যায়।

বাওবাতাস ও ডাইনের দৃষ্টি ঝাড়া।-- এক নাম জিনি আর নাম দানা আর আদ অক্ষর নামধারী আছিল বাও আলা জানির শরণে আমার অঙ্গের বাওবাতাস আপদ ব্যাধি দূর দূর।

কুবাতাস বা ডাইনের দৃষ্টি হইলে এই মন্ত্র পড়িবে এবং গায়ে হাত দিয়া ফুঁ দিয়া ঝাড়িবে। এরূপ করিতে করিতে রোগ নিবৃত্ত হওয়া যায়।

বাওবাতাস ও ডাইনের দৃষ্টি হইলে ঝাড়া।— গুরুর চরণ শ্রীহরি মোক্ষে করিয়া শিব ঠাকুর কোন কেলে পাথরে চিবা-চির দানব পাক দানব দানব তোকে করে মায় গোটা ক্ষত্রিন দিবা দানব দেবীরে খাইবার শিশু কন্যা শিশু আতি গলে পারে হার বাপ নরসিংহ আইসে তোরে ধরিবার যদি থাকে তোর পরাণ ভয় রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই হনুকে ধরিয়ান শাথ শালিকের পো শালিকের নাতি দুরাগাছ খাইয়া চিত্ত করে খলখল অমুকের অঙ্গে যে আইসে থাকো খোট বৈরিশাল ভূত প্রেত কিকৃশলা বাওবাতাস ডাইন যাগণী কৈরের নাই প্রকাশ কার আজ্ঞে বাপ নরসিংহের আজ্ঞা।

রাত্রে ক্ষুবাতাস লাগিলে অথবা ডাইন বা ভূত প্রেতের দৃষ্টি হইলে এই মন্ত্র পড়িয়া গাত্রে ফুঁ দিয়া ঝাড়িবে। এইরূপ করিলে রোগের শান্তি হয়।

বাওবাতাস ঝাড়া কালিপড়া।—জয় জয় ভবানীর জয় জয় জয় কালীর জয় কালে কালী বহিলা কোথায় এ কালীর দিয়া ফোঁটা তৈল কালিতে করিয়া কার নর সিংহের কণ্ঠে দোলে জান দূত ভূত পেরেত পলায়ে হুঁহুঁকারে ছার।

ডাইন বা ভূতের দৃষ্টি হইলে অথবা গাত্রে ক্ষুবাতাস লাগিলে এই মন্ত্র দ্বারা কালি পড়িয়া কপালে ফোঁটা দিবে এবং এই মন্ত্র পড়িয়া হাত দিয়া গাত্রে ফুঁ দিবে ও ঝাড়িবে।

ভূতছাড়ান মেথিপড়া।—অসিসি আদি অখণ্ড অপার হাজার সেলাম শাইরের পায়। খাঁ থু ওঁ নমো নরসিংহায় স্বাহা অমুকার কালের দৃষ্টি কালের মৃতবৎসা দূর কর।

ভূত প্রেত কাল ইত্যাদি পাইলে এক মুষ্টি মেথি হস্তে লইয়া এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার অভিমন্ত্রিত করত রোগীর গাত্রে ছড়িয়া মারিবে, তাহা হইলে রোগী আরোগ্য লাভ করে এবং ভূর্জ্জপত্রে আলতা ও কুঙ্কুম দিয়া এই মন্ত্র লিখিয়া রোগীর গলায় বান্ধিয়া দিবে।

ভূত প্রেত কাল ইত্যাদি ছাড়ান। ওঁ বীং।

কোন ব্যক্তিকে ভূতে, কালে, ব্রহ্মদৈত্য, অথবা অন্য কোন দেবযোনিতে পাইলে রোগীর মস্তকে এই মন্ত্র তিন হাজার সংখ্যক জপ করিবে। এইরূপ করিলে নিশ্চয় রোগী আরোগ্য লাভ করে।

প্রকারান্তর।—হ্রীং হ্রীং হ্রাং ক্রোং ভ্রাঃ অমুকের সর্ব্বাঙ্গং রক্ষ রক্ষ স্বাহা।

ভূর্জ্জপত্রে কৃষ্ণবর্ণ কুকুটার রক্ত দিয়া এই মন্ত্র লিখিবে। পরে অষ্ট-

শাস্ত্র লিখিত মাজলীর মধ্যে ঐ ঔষধ পুরিয়া তাহা হস্তে ধারণ করিলে রোগী আশু প্রতীকার লাভ করে।

ভূতাদি ছাড়ান সরিষা পড়া।—শ্বেত পীত কাল সরিষা চলিশ ভিরিশ দশদিক থা ভ্যাইমা তোর বাণের চোটে গগণ ফাটে মহাদেবের জটা কাটে ডাকিনী যুগিনী ভূত প্রেত কাল কাল পীত শ্বেত সব মাইরা কর ক্ষেত তোর দৃষ্টিতে পলাইয়া যায় এ কথা নড়ে তো শিবের জটা খসে পড়ে মহাদেবার পায়।

ভূত, প্রেত, কাল ইত্যাদি পাইলে এক মুষ্টি শ্বেত সরিষা লইয়া এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই সরিষা রোগীর গাত্রে নিক্ষেপ করিবে, তাহা হইলে ভূত, প্রেতেরা কাল প্রভৃতি সেই বাণে আহত হইয়া পলায়ন করিবে।

কাল ছাড়ান।—ওঁ চঁ চাঁ চিঁ চী চুং চুং চৌং চঃ ঝিলি ঝিলি কিলি কিলি মারয় মারয় গ্রথয় গ্রথয় স্তম্ভয় স্তম্ভয় হন হন দহ দহ পচ পচ মথ মথ কীলয় কীলয় নাশয় নাশয় অমুকের অঙ্গের ডাকিনী প্রেত ভূত যক্ষ যুগিনী কাল ছাড় তোর গুরু করস্পার দোহাই তোরে খোদার দোহাই ক্রীং হ্রুং ফট্ স্বাহা।

কালে পাইলে, অথবা ভূত ডাকিন ইত্যাদির দৃষ্টি হইলে রোগীকে সম্মুখে বসাইয়া, এই মন্ত্র পড়িবে ও তাহার গাত্রে ফুঁ দিয়া ঝাড়িবে। যতই ঝাড়িবে, ততই রোগী অধিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবে এবং নানাপ্রকার অসম্বদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিতে থাকিবে। রোজা অথবা চিকিৎসক ততই উৎসাহ সহকারে এই মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবেন। যত মন্ত্র পড়িবেন, ততই কাল পরাভব মানিল বোধ হইবে, সুতরাং অগত্যা রোগীকে ছাড়িয়া পলায়ন করিবে।

পেঁচোর মন্ত্র।–কি কর কি কর বাবাঠাকুর বসি নইয়া এ একবার এখানে আমি সন্তানে না দেখিলে, ওরে কাল পেঁচো ওরে গর্ভপেঁচো ওরে চোয়ালে পেঁচো ওরে বাজনাপেঁচো ছাড় তোরে পৃষ্ঠে করম্পার ছাড় তোরে দোহাই খোদার ছাড় তোরে খোদার দোহাই।

বালকদিগকে পেঁচোয় পাইলে এই মন্ত্র পড়িয়া গায়ে হাত বুলাইয়া ফুঁ দিবে। এইরূপ করিলে বালক রোগ হইতে মুক্তি লাভ করে।

ভূতসিদ্ধি।—ঠঁ ঠঁ হুঁ ক্রীঁ হ্রীং ক্রুং খল খল আজ্ঞাং কুরুং কুরু ঠঁ ঠঁ ফট্ স্বাহা।

অমাবস্যা তিথিতে উপবাস পূর্ব্বক রাত্রি অর্দ্ধ দ্বিপ্রহরের সময় শ্মশান (এরূপ শ্মশান হইবে, যে গ্রামের অতি নিকটবর্ত্তী না হয়, লোকের কোলাহল শুনিতে পাওয়া না যায় এবং যে শ্মশানে বহু দিনের অর্থাৎ যে স্থানে অনন্ত শব দগ্ধ দাহ হইয়াছে) অথবা ভাগাড়ে অর্থাৎ যে স্থানে মৃত গো মহিষাদি নিক্ষিপ্ত হয়, অথবা পাইখানার (এরূপ পাইখানা হইবে যে, বাটীর মধ্যে নহে, এইরূপ দূরবর্ত্তী স্থানে যেখানে লোকের বাস নাই, কেবল বিষ্ঠাদিতে পরিপূর্ণ) এই সকল স্থানের একস্থানে বসিয়া নিকটে বিষ্ঠা বা মূত্রের ফোঁটা কাটিবে। পরে পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা ভূতেশ্বর মহারাজের পূজা করিতে হইবে। "হুঁ হুঁ ভাগাড়ে মহারাজায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। পূজা শেষ হইলে একচিত্তে উল্লিখিত মন্ত্র তিন হাজার চল্লিশবার জপ করিবে। প্রত্যহ এইরূপ করিতে হইবে। ঊর্দ্ধসংখ্যা দ্বাদশ পক্ষ পর্য্যন্ত প্রতি অমাবস্যায় এইরূপ করিলেই ভূতসিদ্ধ হইবে। সাধন কালে অনেক প্রকার ভয় প্রদর্শিত হইবে কিন্তু ভয় পাইয়া চক্ষু উন্মীলিত করিবে না চক্ষু খুলিলে জীবন নষ্ট হইবার আশঙ্কা। ভূতসিদ্ধ হইলে

গুপ্তমন্ত্র।

নানাপ্রকার অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, ভূত সাধকের বশীভূত থাকিয়া আজ্ঞা সম্পাদন করে, কিন্তু ভূত সাধন করিলে সাধককে যাবজ্জীবন সাশুচি থাকিতে হইবে, অর্থাৎ সর্ব্বদা ভয় নিষ্ঠা না হয় গুরুর দোহাই কপালে ধারণ করিতে হইবে। তাহা না করিলে হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। যে ব্যক্তি ভূতসিদ্ধি করে, তাহাকে ভূত যান প্রাপ্ত হইতে হয়। এস্থলে ইহার বক্তব্য যে, ভূতসিদ্ধি করিলে অথবা ভূত ছাড়াইতে গেলে অগ্রে আত্মসার মন্ত্র দ্বারা আপনার দেহের রক্ষা বিধান করিয়া লইবে। এ বিষয় যেন বিশেষরূপ স্মরণ থাকে। আত্মসারের মন্ত্র স্থানান্তরে লিখিত আছে। যে ব্যক্তি ভূতসিদ্ধি করিবে অথবা ভূতের মন্ত্র শিক্ষা করিবে সে ব্যক্তি আজীবন যেন বৃক্ষে আরোহণ না করে এবং জলমধ্যে ডুব দিয়া যেন স্নান না করে, করিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। আর কোন স্থানে হঠাৎ ভয় পাইয়া যদি আত্মসার মন্ত্র বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহা হইলেও সাধক মৃত্যুগ্রাসে পড়িবে সন্দেহ নাই।

ভূতছাড়ান।—জঙ্গলে জঙ্গলে বসে রাম কাটে গুয়া। লক্ষ্মণ বলেন বাড় সাড় ভূতকাল ভূত গোচরা ভূত হাড় গুঁড় ভেঙ্গে করলাম চুরমার তোকে বলেন রাম লক্ষ্মণের কি কল নেসা অমুকার অঙ্গের ভূত প্রেত দানা দৈত্য শাঁখ ধর ছাইসা কার আজ্ঞা শ্রীগুরুর কমলার আজ্ঞা।

* কোন ব্যক্তিকে ভূতে পাইলে এই মন্ত্র পড়িয়া তাহার পায়ে ফুঁদিবে এবং মস্তকে এই মন্ত্র জপ করিবে, এইরূপ করিলেই ভূত ছাড়িয়া স্থানান্তরে পলাইয়া যায়।

নিশাচরি বা পেত্নী ছাড়ান ধুলাপড়া।—দেশবিদেশে থাকিস। জানি না কি জাতি উদয়গিরি পর্ব্বতে তোর উৎপত্তি তোর ত্বরে নড়ে চড়ে প্রেত পেত্নী দানা শাঁখিনী অমুকার

অঙ্গের প্রেরেত ধরে খানা ধুলা ধুলা করি গুলা কবোম ভাঙ্গ চুর রক্ষা কর এ হাতে গোরা পার্বতী ফুল কার আজ্ঞা শ্রীগোরক্ষনাথের আজ্ঞা।

কাহাকেও পেত্নীতে পাইলে এক মুষ্টি ধূলা হাতে লইয়া এই মন্ত্র দ্বারা তিন বা সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া রোগীর গায়ে নিক্ষেপ করিতে থাকিবে তাহা হইলে মুক্ত হইবে।

ভূত, দানা কাল ইত্যাদি ছাড়ান জলপড়া।—কও জল কথা কও কও কথা পাক সাগর সেইটা সব ছেলে ওই দানার মাথায় চাপায়া রাখ তোমার উপরে ভস্ম হইবা যায় রস, জল ডাকিনী যোগিনী ভূত দানা কোথায় থি ক্লেং হুং ফট্ স্বাহা।

ভূতে, দানায় অথবা কাল ইত্যাদিতে পাইলে কিঞ্চিৎ জল হস্তে লইয়া উক্ত মন্ত্র, তিনবার পড়িয়া তিনবার ঐ জলে ফুঁদিবে। পরে রোগীর গায়ে সেই জলের ছিটা মারিবে। এইরূপ বারকয়েক করিলে রোগী মুক্ত হইবে।

ভূতের মন্ত্র আচদিা। সিদ্ধি গোলকের পার পাথরের বের হিয়া বজ্জর বন্ধন অঙ্গের চারিদিকে হেঁটে বন্ধন অঙ্গের সার চিরাজ এই কাজ সে বন্ধ করে বন্দি বসেলো দেবিস্মলে দোবস্মলে বিষ্ ঢালো বাঙ্কর সব বাঙ্কর জ্বালা বর্জ্জে বন্ধন, দেহস্তর দুয়ার ছোট ঘর বড় ঘর কাম নাই কাম নাই লোহা জাগা ছাট স্মুই বাশপাতে ক্ষিতি হামরে কাম আমার এই কাজ থাক্বে এক বৎসর এক মাস এই কাজ ছোটে ঈশ্বর মহাদেবের শির ফাটে এই আলো নষ্টে আমার অঙ্গ যে করে ঘা ৺ মহাদেবের জটে পাখানি বা খাও পাও-কার আজ্ঞা নরসিংহের আজ্ঞা।

যে ব্যক্তি ভূতসিদ্ধি করিতে যাইবে অথবা ভূতের রোগীকে আরোগ্য করিতে যাইবে, সেই ব্যক্তি অগ্রে এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া আপনার চাদরের খোঁটে একটী গ্রন্থি দিয়া রাখিবে। কার্য্য সমাধা হইলে বাটী প্রত্যাগত হইয়া তবে গ্রন্থি খুলিবে। এইরূপ করিলে ভূতে কোন বিঘ্ন সম্পাদন করিতে পারিবে না।

প্রকারান্তর।—সিদ্ধিঃ কাল কালা নরসিংহ ছোল্লা-বত্তিস্ দাঁত আকাশে থাকিয়া নরসিংহ নামিয়া পাতালে চাঁদ সূর্য্য কাপে আসমানের তারা এহা দেখিয়া দানদৈত পলাইয়া যায় তারা মোর নরসিংহ যেখানে যায় বুক চিরিয়া খায় ভূতের রক্ত খায় সিদ্ধিগুরু শ্রীনাথের আজ্ঞা।

নিয়ম ও ফল পূর্ব্বোক্তের ন্যায় জানিবে।

মহাকাল ছাড়ান।—সং সং কুঃ কুঃ হ্রীং ফট্ হ্রীং কং কুঃ সং সং সর্ব্ব কার্য্য সাধয় সাধয় বত্তিস্ ছাবেস নাড়ি করিম করিম খান খান দিক বিদিক নাশিনাম কুজনে কাল্লা বলে মহাকাল ছাড়নে বাপ পলাইয়া সব যাবা সপ্ত শুদ্ধ পাতালা হুং ফট্ স্বাহা।

মহাকালে পাইলে। এই মন্ত্র মালা গাঁথিয়া রোগীকে ঝাড়িবে এবং মস্তকে এই মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে, এইরূপ করিলে নিঃসন্দেহে রোগী প্রকৃত স্বভাব প্রাপ্ত হয়।

ভূতছাড়ান ধূলাপড়া।—ওঁ নমো বিষহরে ভগবতে রক্ষ রক্ষ শোধয় শোধয় দিকপালকরাঙ্গোজ্জে বন্ধ বাণবদ্ধ শাম শ্মশান রুদ্রবন্ধন ভৈরব বন্ধন বন্ধন প্রেতবাণ চারিদিকে বন্ধন দশদিগ্ বন্ধন আকাশ পাতাল উত্তর দক্ষিণ সর্ব্বদিশা

বন্ধন্ পূর্ব্বপশ্চিম কাল গোরক্ষের আজ্ঞা ভূত পুড়িয়া করিলাম ছারখার। কার আজ্ঞা শ্রীগুরু রামের আজ্ঞা।

একটী অগ্নিকুণ্ড করিয়া রাখিবে, আর একটী পাত্রে পাঁচ পোয়া ধুনা রাখিবে এই মন্ত্র সাতবার পাঠ পূর্ব্বক সেই ধুনা অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে একমুষ্টি করিয়া ধুনা হস্তে লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে, এইরূপ করিলে ভূতের অত্যন্ত যাতনা বোধ হইবে, সুতরাং অগত্যা রোগীকে ছাড়িয়া পলায়ন করিবে।

ভূতের মন্ত্র ধূপভার। ধূপের উপর ধূপের বাস আইসন দেবী ধূপের আন খুই দেশ মানে ভুলি আনাম বাম হাতে আইলা দেবী অগলা রথে আইলা দেবী হুলহুলাইতে কলকলাইতে অমুকার কান্দে ভর করিতে গোর ধূপে গন্ধ পাইয়া অমুকার কন্দে ভর কর আসিয়া এই ধূপ পরম দেবীর করে মোর ধূপে ত্রিভুবন চলে পাতালে বাসুকী স্বর্গের দেব আসি সহস্রকোটি দানব চালি এস মোর গন্ধ পাইয়া যে যে দৈত্য যেখানে দানব অমুকার অঙ্গে ধূপে ভর সত্বর।

কতকখানি ধূপ লইয়া এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহাকে ভূতে পাইয়াছে, তাহার গাত্রে নিক্ষেপ করিতে থাকিবে, তাহা হইলে রোগী স্তম্ভিত হইয়া বসিবে, এবং তাহার মুখদিয়া ভূত কথা কহিতে থাকিবে। কোন দেবযোনি কি কারণে কি দোষে সেই ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়াছে এবং কি করিলে সে চলিয়া যাইবে, সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিবে। পরে রোজা সেই বিবেচনা করিয়া রোগীকে মন্ত্র দ্বারা ঝাড়িতে থাকিবে।

ভূতনাশন।—ওঁ ক্রীং স্ত্রীং ঠং ঠং জং জং শাং শাং শূং শূং

শূন্য বিবর মধ্যে ভ্রম কট কট মথ মথ লগুড় লগুর ঝা ঝা শাং ক্রৌং হুলাহুলি কটকাকিলি কিলি আগচ্ছ আগচ্ছ বশ বশ আজ্ঞাং কুরু কুরু জয় জয় কালীয় কালীয় কালক দৈত্য প্রেত দানা পিশাচ কাল মহাকাল রুদ্রচরগণ ভৌম বিকট দংস্ট্র এহি এহি মামক মামক শরণ ব্রজ ব্রজ ক্রোং ক্রীং ক্লুং নিস্তম্ভয় শীঘ্র আগচ্ছ হর হর হর সিদ্ধি কালীকার বরে নৈলে গুরুর জটা খসি পড়ে সিদ্ধি খুলির আজ্ঞা কাপালীর আজ্ঞা গোক্ষুনাথের দাও পায়ের আজ্ঞা ।

ভূত নামাইয়া তাহার মুখে প্রশ্ন উত্তর শ্রবণ করিতে হইলে, অথবা তামাসা দেখিতে হইলে প্রথমত এই মন্ত্রটী অভ্যাস করিবে। মন্ত্র কণ্ঠস্থ হইলে নিস্তব্ধভাবে প্রতিদিন রাত্রে অন্যের অজ্ঞাতে শয্যায় শয়ন করিয়া প্রত্যহ একশত আটবার এই মন্ত্র জপ করিবে, তৎপরে ৪৩ দিন যথানিয়মে এইরূপ করিয়া শয্যায় সমাসীন হইয়া জপ করিতে আরম্ভ করিবে, এই অবস্থায় প্রত্যহ ১২১ বার জপ করিতে হইবে ক্রমাগত ৫৩ দিন করিতে হইবে। তৎপরে শয্যা হইতে নামিয়া ঘরের মেজেতে বসিয়া জপ আরম্ভ করিবে, এই অবস্থায় ১৩০ বার প্রত্যহ জপ করিতে হইবে, এই অবস্থায় ৬৩ দিন অতীত হইবে। অনন্তর ছাচতলায় বসিয়া জপ আরম্ভ করিবে। এই অবস্থায় প্রত্যহ ১৩৭ বার জপ করিতে হইবে, এইরূপ ক্রমাগত ৭৩ দিন জপ করিবে। অনন্তর বাটীর দ্বারদেশে বসিয়া জপ করিবে। এই অবস্থায় ১৪০ বার জপ করিতে হইবে, এইরূপে ক্রমাগত ৮৩ দিন জপ করিবে। পরে তেমাথা পথে বসিয়া জপ আরম্ভ করিবে, এই অবস্থায় প্রত্যহ একশত পঁয়তাল্লিশ বার জপ করিতে হইবে। এইরূপে ১৫ দিন অতিবাহিত করিবে। তৎপরে শ্মশানে বসিয়া জপ আরম্ভ করিবে, এই অবস্থায় প্রত্যহ ২৭ বার মাত্র জপ করিবে, এইরূপে একপক্ষ অতীত হইবে। তৎপর দিন নদীজলে রাত্রি দুই প্রহরের সময় স্নান করিয়া আর্দ্রবস্ত্রে এই মন্ত্র পঁচিশ বার জপ

করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইবে। এইরূপ করিলে মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। কিন্তু জপ কালে একবার ও নয়ন উন্মিলন করিবে না। অনেকরূপ ভয় প্রদর্শিত হইবে, কিছুতেই ভয় পাইবে না। ভয় পাইলে অথবা জপ সমাপন না হইতে হইতে চক্ষু উন্মিলন করিলে সমূহ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, যদি হটাৎ ভয় পাইয়া চক্ষু মেলিয়া ফেলে। তাহা হইলে যত দিন কার্য্য করিয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইল জানিবে। পুনরায় প্রথমাবধি নিয়মানুসারে আরম্ভ করিতে হইবে। এইরূপে মন্ত্রটি সিদ্ধ হইলে যখন ভূত নামাইবার ইচ্ছা হইবে, তখন দিবা-ভাগে উপবাস করিয়া রাত্রি এক প্রহরের পর শোল বা শাল মৎস্য দগ্ধ করিয়া এবং নানাবিধ উপকরণ সহ পুষ্পাদি দ্বারা ভূতযোনি পূজা করিবে এবং ভূতের জন্য একখানি দিব্য পিঁড়ে পাতিয়া রাখিবে। পরে "হুঁ হুঁ হ্রীঁ ভূত দেবযোনে নমঃ পুং ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্র পাদ্যাদির দ্বারা পূজা সমাপন করিয়া পূর্ব্বোক্ত পিঁড়ির উপর উপরলিখিত মন্ত্র সাতবার জপ করিয়া ধ্যান পরায়ণ হওত একমাত্র ভূতকে আহ্বান করিতে থাকিবে এবং পূর্ব্বে যে সিদ্ধ মন্ত্র লিখিত হইয়াছে, তাহা মনে মনে পাঠ করিতে হইবে। তৎকালে সেই গৃহ অন্ধকার করিতে হইবে, কোনরূপ আলোক থাকিবেনা। ক্ষণ-কাল এই ভাবে ধ্যান করিলেই প্রবল বাতাস সহকারে ভূত আসিয়া সেই পিঁড়িতে বসিবে কেহ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তাহার কথা শুনিতে পাইবে। তাহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিবে, সে তাহাই উত্তর প্রদান করিবে, কি ভূত কি ভবিষ্যৎ, কি বর্ত্তমান ত্রিকাল কোন বিষয়ই তাহার অবক্তব্য বা অজ্ঞাত থাকিবে না। পরে প্রশ্ন শেষ হইলে, ভূত খাদ্য দ্রব্য আহার করিয়া পুনরায় প্রবল বাতাসরূপে চলিয়া যাইবে, কিন্তু পূজা বা খাদ্য দ্রব্যের ত্রুটি হইলে সমূহ বিপদ ঘটিতে পারে এবং কেহ উপহাস করিলে তাহার পক্ষে সমূহ সঙ্কট জানিবে।

ডাইন প্রেত ভূত ইত্যাদি ছাড়ন।---গেটে হলুদ ছেঁড়া চুল, কানাকড়ি ও কাগজ এই কয়েক দ্রব্য পোড়াইয়া সেই ভস্ম দ্বারা রোগীকে মন্ত্র পঠন করাইলে ডাইনি প্রভৃতি দূর হইয়া থাকে।

প্রকারান্তর।—রবিবারে রোহিৎমৎস্য ধরিয়া তাহার পিত্ত গ্রহণ করিবে পরে কতগুলি গোলমরিচ গুড়া করিয়া ঐ পিত্ত সেই গুড়ার সহিত মিশ্রিত করত শুষ্ক করিয়া রাখিবে। কাহাকেও ভূত, প্রেত, ডাইন ইত্যাদিতে পাইলে উক্ত দ্রব্যের কজ্জলী করিয়া চক্ষে দিলে, তাহাতেই রোগী সুস্থতা প্রাপ্ত হইবে।

ভূতছাড়ান।—ভুজঙ্গ সর্পা বৈ হিঙ্গু নিম্বপত্রাদি বৈ যদাঃ। গৌর সর্ষপ এভিঃস্যালেপো ভূত হরেঃ ক্লতং॥

ভুজঙ্গের খোলস, হিঙ্গু, নিমপাতা, যব ও শ্বেতসরিষা এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া লেপ দিলে ভূত পলাইয়া যায়।

ভূত দানব ডাইন ইত্যাদি দূরকরণার্থ জলপড়া।—ওঁ হ্রীঁং ক্রুং ফট্ সর্ব্বদেবান্ হর হর নাশয় নাশয় গর গর বিজয় বিজয় ফট্ স্বাহা।

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ জল অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহাকে ভূতাদিতে পাইয়াছে, তাহার চক্ষে মুখে ছিটা দিবে এবং রোগীকে কিঞ্চিৎ পান করাইয়া দিবে, তাহা হইলেই রোগী সুস্থ হইবে সন্দেহ নাই।

ভূতাদির শরীর বন্ধনা।—ওঁ হ্রীঃ হ্রীং ক্রুরু ক্রুরু প্রুরু প্রুরু দক্ষেশ্বরি আগচ্ছ আচ্ছ অবতর অবতর ইন্দু সিন্দু ইন্দুলি সিন্দুলি ভীরুণ্ড বন্দ দান বন্দ দৈত্য বন্দ কাল বন্দ প্রেত বন্দ যক্ষিণী বন্দ ডাকিনী বন্দ ভূত বন্দ পিশাচ বন্দ বাণ বন্দ কুভ্য বন্দ তাল বন্দ বেতাল বন্দ শাকিনী বন্দ ডাকিনী বন্দ দশদিশা বন্দ আকাশ বন্দ পাতাল বন্দ হুস হুস কহ কহ সর্ব্ব বন্দন হুঁ স্বাহা।

এই মন্ত্র পড়িয়া গণ্ডী দিবে, এইরূপ সাতবার গণ্ডী দিতে হইবে এই

প্রকারে গণ্ডী দিয়া সেই গণ্ডীর মধ্যে যে ব্যক্তি অবস্থিতি করিবে, তাহাকে কদাচ ভূত, প্রেত, দানব, দৈত্য, পিশাচ, প্রেত, বেতাল, যক্ষিণী, ডাকিনী, শাকিনী প্রভৃতি হইতে ভীত হইতে হইবে না।

ভূতের মন্ত্র চাকামারা।—কহি গেলা গড়িয়া ক্ষেত্রপাল তাল বিতাল সিদ্ধা চালা শীঘ্রগতি রবি শশী চলিয়া যাইস পবনের গতি ঢাক ডম্বুর বাজাইয়া যাইস মা নিদ্রাবতি পেতা পেতি ব্রহ্মা মুখি দানবের মা, ছয় কুঁড়ি ছয় দূত লইয়া নামিয়া পূজা খা মহাদেবীর সন্তোষ বরে ভস্ম হয়ে অমুকার ছাপনার ভার কর গিয়া।

একখানি নূতন ইটের উপর আলতা দিয়া এই মন্ত্রটী লিখিয়া যাহার গৃহের উপর রাখিবে, রাত্রে ভূতে তাহার গৃহে ঢেলা মারিতে থাকিবে।

ঘায়ের কালীপড়া।—কালা কালা উত্তরা কালা কালা ঠোঁট রক্ত স্বরে ফোট ফোট নাহি রক্ত পুঁইজ শুখাইয়া ঘা ঘাও মুখে।

যে কোন ঘা হউক না কেন, এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার কালী অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই কালী ঘায়ের মুখে দিবে, তাহা হইলে অল্প দিন মধ্যেই ঘা আরোগ্য হইয়া যায়।

ঘায়ের তৈলপড়া।—কাটা ঘা হউক পচা হউক না আন মাধবের মা পাকা এবিয়া কাচা খাও অমুকের তৈল পড়ায় অমুকের ঘা বাচাইলা।

এক বাটী খাঁটি তৈল লইয়া, সাত গাছি দূর্ব্বা হাতে করিয়া এই মন্ত্র পড়িবে ও দূর্ব্বা দিয়া তৈল নাড়িতে থাকিবে। সাতবার মন্ত্র পড়া হইলে সেই তৈল প্রত্যহ তিনবার ঘায়ে দিবে, তাহা হইলে যেরূপ ঘা হউক না কেন অল্পদিনের মধ্যেই আরোগ্য হইবে।

খট্‌কা ঝাড়া ।—পথে যাইতে হইল আউকর বিষ্‌ ভুঁইখুলা খাচা কার আজ্ঞা শ্রীগুরু শ্রীরামের, আজ্ঞা এই কফ যদি লড়ে ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিঁড়িয়া ভূমিতে পড়ে।

এই মন্ত্র পড়িয়া ঝাড়িলে খট্‌কা বেদনা দূর হয় এবং পিতলের অঙ্গুরী এই মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া পায়ের বৃদ্ধ অঙ্গুলীতে ধারণ করিতে হইবে।

প্রকারান্তর।—ওঁ সিদ্ধি তুই কাচা মুই কাচা কাচা আদামূল তারচাত্যে অধিক কাচা চাদম্বরা ভাই হনুমন্ত ভাই তোমার নাম লইয়ে মৃত্যু নাই।

যদি বাম দিকে খট্‌কা বেদনা হয়, তাহা হইলে এই মন্ত্র পড়িয়া ডাইন দিকে ঝাড়িবে, যদি ডাইন দিকে খট্‌কা বেদনা হয়, তাহা হইলে বাম দিকে ঝাড়িবে, যদি উভয়দিকেই হয়, তবে বামহস্তদিয়া ডাইন দিকে এবং ডাইন হস্তদিয়া বামদিকে ঝাড়িবে।

মৃগীরোগ-শান্তি।—ওঁ হলাহল সরাগত সেড়িকা জুড়িয়া শ্রীরামকূটে মৃগীবায়ু মুখে রুদ্র ঠঃ স্বাহা।

এই মন্ত্র লিখিয়া রোগীর কণ্ঠে ধারণ করিলে, মৃগীরোগ দূরীভূত হয়। যথার্থ গোরোচনা দিয়া ভূর্জ্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া স্বর্ণ নির্ম্মিত মাদুলিতে ধারণ করিবে।

চূণপড়া।—হিল্লা দিল্লা দিদরেং স্লক আল্লা।

কিঞ্চিৎ চূণ লইয়া এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া বেদনা স্থানে দিলে অবিলম্বে বেদনা দূর হইয়া থাকে।

অতিসার নারণ চূণপড়া। হর চূণ হর বিষ তুমি চূণ নির্বিষ তুমি চূণ জগতে জানি তোমারে পড়িয়া অমুকের

পেটের বিষ্ করিলাম পানি চাঁদের সুর্য্যের মহাদেবের কুড়িয়া ছত্রিশ কুটি বেরোর বিষ নারি এই চুণ পড়িয়া হেট ছাড়িয়া উপরে যাস্ তোর ঈশ্বর মহাদেবের মাথা খাস্ ফিরিয়া বিষ্ উপরে যাস্ তোর খোদাপীরের মাথা খাস।

সামান্য অতিসার হইলে, কিম্বা পরিষ্কৃত পাথরিয়া চুণ গ্রহণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র এক একবার পড়িবে ও তিন তিনটী ফু সেই চুণে দিবে। এইরূপে তিনবার মন্ত্র পাঠ ও নয়বার ফু দেওয়া হইলে সেই চুণ রোগীর উদরে নাভিকুণ্ডের চারিদিকে লেপিয়া দিবে, তাহা হইলে যাবতীয় অতিসার রোগ উপশম হয়।

যদ্যপি উক্ত মন্ত্রে অতিসারের নিবারণ না হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত মন্ত্রের প্রক্রিয়া সাধন করিতে যে কোনরূপ অতিসার হউক না কেন, নিশ্চয় প্রশমিত হইবে যথা—

চেঙ্গা চেঙ্গা চেঙ্গা সুন্দর বনের বাঘ নেংড়ে চলে গোদা তাকে বলে বাপরে বাপ, কোথা গেলা কোথা গেলা পীর পেগম্বর, উড়ে পলায় নেজামতে পরান ওলা মন্ত্র, শিবের বাবা রাখতে নারে মন্ত্রের ঠেলা লাগে, বিচমোল্লা দরিয়ার মাঝে খাট পালোং নাচে, আল্লার দোহাই কাটি যোন নার মার দস্তুরা, আছিল পাথালি আসমান পর্য্যন্ত পাছে কর পাথালি, পাথালি পীরের আজ্ঞায় বাস ছেড়ে পোলায় বিস্ অমুকের অঙ্গের মাছি টিক্টিকী পর্য্যন্ত নাশিল কার আজ্ঞা বিচমোল্লার দোহাই দিয়ে বিবি ফাতুর আজ্ঞা।

এই মন্ত্র পড়িয়া ক্রমাগত উদরে দক্ষিণ হস্ত বুলাইয়া মালিস করিবে

মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিলেই রোগের উপশম হইবে সন্দেহ নাই।

বাঘের মুখখিলানি।

(আঁচলি বান্ধা)

"আদি বন্ধখ্ অনাদি বন্ধখ্ ষোড়শ ডাকিনী ব্যাঘ্র বন্ধখ আমার গায়ে আমার অঙ্গে করে ঘা কালী কা চণ্ডীর মাথা খা, আমার আচলি লড়ে, শিবের জটা ছিড়িয়া পার্ব্বতীর নথে পড়ে।

বিদেশে, বনে, জঙ্গলে, প্রান্তরে পড়িলে এই মন্ত্র বিশেষ উপকারী। হঠাৎ পথিমধ্যে ব্যাঘ্র দৃষ্টিপথে পতিত হইলে এই মন্ত্রবলে তাহার হস্ত হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। এই মন্ত্র তিনবার পড়িয়া আপনার চাদরের এক কোনে একটা গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট দিয়া বাঘের মুখ স্পর্শ করা অর্থাৎ দারদেশে যেরূপ খিল দেওয়া থাকিলে দ্বার উদ্ঘাটিত করা যায় না, তদ্রূপ বাঘের মুখে খিলানি লাগে অর্থাৎ বাঘে আর মুখ হাঁ করিতে পারে না, এবং সে স্তম্ভিত ও নিষ্পন্দ প্রায় হইয়া দণ্ডমান থাকে।

প্রকারান্তর।—অমাবস্যা মঙ্গল বার তাতে দেবীর অন্ত পাথাল অন্ত পাথালে পড়িল মৈল, তাতে বাঘা বাঘিনীর জন্ম হইল নিরাকৃত বজ্রখিলান খিলাইলাম বাঘ বাঘিনীর মুখ যদি না ছোটে, ঈশ্বর মহাদেবের কপাল ফাটে।

কোন স্থানে গমন করিলে পথিমধ্যে গমন কালে বিপদে পড়িবার এই মন্ত্রপড়িবে ও একবিংশতিবার হাততালি দিবে। পরে পুনর্ব্বার এই মন্ত্র পড়িয়া আঁচলি বন্ধন করিবে, অর্থাৎ আপন চাদরের কোণে গ্রন্থি দিবে যদি স্ত্রীলোক হয়, তাহা হইলে পরিধেয় বসনের আঁচলের খোঁটে গ্রন্থি দিবে অনন্তর আবার তিনবার মন্ত্র পড়িবে ও উচ্চৈঃস্বরে একবার "কু" এই শব্দ করিবে, আবার তিনবার মন্ত্র পড়িবে আবার একবার কু দিবে, আবার তিন-বার মন্ত্র পড়িবে, আবার কু দিবে। এইরূপ করিলে বাঘের মুখে খিলানি লাগে, সে কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না।

নখদর্পণ।

"রক্ত কালী রক্ত গৌরী রক্তকরা পুরী রক্ত খাইস রক্ত পীস রক্ত পিণ্ডে করিয়া ভর অমুকীর অঙ্গের দেবদানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস অমুকীর নখের উপর বান্ধিয়া হাজির কর। ভর ভর স্বাহা কালিকা চণ্ডীর আজ্ঞা।"

কোন স্ত্রীলোকের হস্তের দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে নিম্নলিখিত মন্ত্রে তৈল পড়িয়া লাগাইয়া দিবে, পরে সেই স্ত্রী দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুলী সমভাবে সংযুক্ত করিয়া স্বীয় নয়নদ্বয় বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বয়ের উপর নিক্ষিপ্ত করিয়া একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবেন। পরে গুণিন বা ওঝা সেই স্ত্রীলোকের মস্তকে উপরোক্ত মন্ত্রটি এক হাজার আটবার জপ করিবে। তাহা হইলে সেই স্ত্রীলোক নখের মধ্যে ভূতাভূত আপনার মনে যাহা জানিতে ও দেখিতে ইচ্ছা হইবে, তাহা দেখিতে পাইবে। ইহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। যে স্ত্রীলোকের দ্বারা বাণ, তাহারা প্রতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেখিতে পায়, ভাবি বাণ হইলে, কিন্তু

অধিক সময় লাগে এবং অধিক সংখ্যায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে হয়। যে তৈল বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখে লাগাইবে, সেই তৈল এই মন্ত্রে পড়িবে যথা—

মহাদেবী কালিকা সত্বরে চলি আসে, কিঙ্কিণী ঝুণু ঝুণু বাজে রাঙ্গা পায় শ্বেত পর্ব্বতে চলিয়া আয়, আসরে রাজা গৌভট্টরায়।

বাটিচালান।

"মৃত্তিক মাটি করিতে স্মরণ করি বিশ্বনাথের যেখানে জিনিষ থাকে মা কালী ধর্ম্মের বরে সেই খানে বাটী চলে দোহাই ধর্ম্মের দোহাই ধর্ম্মের দোহাই ধর্ম্মের।

কাহার কোন দ্রব্য চুরি গেলে এই মন্ত্র দ্বারা অনায়াসে নষ্ট দ্রব্য পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রথমতঃ একটা কাসার বাটী লইয়া সদ্য ইন্দুর মাটী অর্থাৎ সেই দিন রাত্রে ইন্দুরে যে মাটি তুলিয়াছে, সেই মাটি এক বাটি পূর্ণ করিবে। যদি একবাটি পাওয়া না যায়, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ কম হইলেও ক্ষতি নাই। পরে এই মন্ত্র পড়িবে ও ইন্দুর মাটিগুলি বাটির মধ্যে নাড়িতে থাকিবে এবং একবার মন্ত্র পড়া হইবে ও সেই বাটিতে ফুঁ দিবে। এইরূপে সাতবার মন্ত্র পড়া হইলে সেই বাটিটি মাটিতে রাখিয়া এক ব্যক্তিকে সেই বাটীর উপর তাহার দক্ষিণ হস্ত উপুড় করিয়া দিতে বলিবে। সেই ব্যক্তি ঐরূপে হস্ত দিলে তাহার হস্তের উপর সর্ষপ উক্ত মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে ও ফুঁদিতে থাকিবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাটি না চলে, তাবৎ ঐরূপ করিবে, পরে বাটি চলিতে থাকিবে চলিতে চলিতে যে স্থানে সেই নষ্ট দ্রব্য আছে, বরাবর তথায় গিয়া সেই দ্রব্যের উপর দাঁড়াইবে, আর চলিবে না, যদি নষ্ট দ্রব্য কোন ঘরের মধ্যে

থাকে, তাহা হইলে সেই নাম প্রভৃতির উপর দিয়া দিন হইবে। উহাতে অনায়াসে নষ্ট দ্রব্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত করা যায়।

প্রকারান্তর।

ওঁ সিদ্ধি আচাল চালাম স্বচাল চালাম রাজা রামের আজ্ঞা এ বাটী চালাম দুই দানব চালাম হানিয়া চালিয়া দুষ্ট দানব বাটীতে কর ভর, যে নিছে অমুকের অমুক দ্রব্য তারে গিয়া ধর, শীঘ্র করি আয় ধরবি তো ধর না ধরবিতো ভাদ্রমাসে অমাবস্যার রাত্রিতে যে দোহাইর চুরি করিয়া থাকে তাহার মার্গের তল দিয়া চল রাজা শ্রীরামের আজ্ঞা শীঘ্র করিয়া চল।

এই মন্ত্রে বাটী চালান করিতে হইলে পিতলের বাটী না হইলেও চলে, কিন্তু কাঁসার বাটী আবশ্যক। এক ব্যক্তিকে সেই বাটীর উপর তাহার দক্ষিণ হস্ত উপুড় করিয়া দিয়া ধরিতে বলিবে। পরে যে ব্যক্তি বাটী ধরিয়াছে, তাহার হাতের উপর এই মন্ত্র জপ করিতে হইবে, যে ব্যক্তি বাটী ধরিয়াছে, তাহার যদি উচ্চ পদস্থ অর্থাৎ ভারি হইলে কিছু বিলম্ব হয়। পরে বাটী চলিতে থাকিবে, কিন্তু বাটী ছাড়িবে না, যেদিকে যাইবে সে ব্যক্তিও সেই ভাবে হাত রাখিয়া, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিবে, যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছে বাটী বরাবর গিয়া তাহার গাত্রে লাগিবে। চোর দ্রব্য যতক্ষণ না দিবে অথবা গুণিন যতক্ষণ না মন্ত্রবিক করিবে, তাবৎ বাটী স্থানান্তরিত হইবে না।

বাটিচালনের ভারকাটা।

ওঁ নিম্বনিম্বুর স্বাহা।

বাটী চালান দ্বারা জিনিষ প্রাপ্ত হইবার পর যদি ভার কাটান না যায়, তাহা হইলে সেই বাটী মাটীতে রাখিলে পুনর্ব্বার চলিতে থাকে, অথবা যে ব্যক্তি সেই বাটী ধরিয়াছিল, তাহার হাত মাটীতে রাখিলে চলিতে আরম্ভ করে। এই দোষ প্রশমনার্থ ভার কাটান আবশ্যক। অতএব কার্য্য শেষ হইয়া গেলে এই মন্ত্র সাতবার পাঠ পূর্ব্বক বাটীতে ফু দিবে এবং সাতবার পাঠ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি ধরিয়াছে তাহার হস্তে ফু দিবে। তাহা হইলে আর কোন আশঙ্কা থাকিবে না, কিন্তু একত্র করায় মন্ত্রপাঠ করিয়া এক একবার ফু দিবে এইরূপ সাতবার পাঠ করিয়া সাতবার ফু দিতে হইবে।

সাপধরা ধূলাপড়া।

ছোট জমি উপরে চাক মুই দেয় ধূলাপড়া ওখানে থাক। মা পদ্মার বরে মা বিষহরির বরে নরিশ না চলিস না ঐ খানে পরি মরিচ হেঁট ছাড়িয়া যদি উপরে যাস, ঈশ্বর মহাদেবের মাথা খাস।

যে কোন প্রকার সাপ হউক না কেন, এই মন্ত্র বলে তাহাকে অনায়াসে ধরা যায়। এক মুটা ধূলা হাতে করিয়া এক একবার এই মন্ত্র পড়িবে আর সেই ধূলার একটী ফু দিবে। এইরূপ সাতবার মন্ত্র পড়িয়া সাতবার ফু দিবে, সাতবার মন্ত্র পাঠ শেষ হইলে তিনবার ফু দিতে হইবে পরে সেই

ধুলা দুইটি হাতে করিয়া মন্ত্র পড়িতে থাকিবে ও সাপের গায়ে দূর হইতে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ দুই তিনবার নিক্ষেপ করিবামাত্র সাপ জড় সড় হইয়া অবনত মস্তকে ভীতবৎ অবস্থিতি করিবে, অথবা ধীরে ধীরে পালায়নের চেষ্টা করিবে। তখন অনায়াসে তাহাকে ধরা যাইতে পারে।

কর্ণ পৈশাচ মন্ত্র ।

কর্ণপিশাচ প্রেত বা পেত্নী বিশেষ, তাহার দৃষ্টি হইলে লোকে সর্ব্বদা বিষ্ঠা মূত্র ইত্যাদি খোয়াজ্ঞান করে, এমনকি আপনার মাসামল আপনি ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহার গাত্রে দুর্গন্ধ উপস্থিতময়, তাহাকে আরোগ্য করিতে হইলে নিম্নলিখিত মন্ত্র ভুর্জ্জপত্রে গোবচনা দিয়া লিখিয়া তাহার কণ্ঠে ধারণ করাইবে এবং ঐ মন্ত্র তাহার মস্তকে ন্যূনতঃ প্রত্যহ পাঁচ সহস্রবার জপ করিবে, তিন দিবস এইরূপ করিলেই রোগী প্রকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মন্ত্র যথা—

ওঁ হ্রীং চামুণ্ডেশে বশমানায় স্বাহা। ওঁ হ্রীং ফট্ ক্লীং স্বাহা।

হাত চালান ।

"আচাল চালম্ গুচাল চালম্ চালম্ গোক্ষনাথ, পাতালের বাসকী চালম্ চালম্ অমুকের হাত। যদি অমুকের অঙ্গে না কর ভর। শীঘ্র করিয়া না চলিস্ হাত। তবে

তোমার ডাকিনী, যোগিনীর মাথা খাস ব্লাং বিং আং স্বাহা।"

কোন ব্যক্তির কোন দ্রব্য নষ্ট হইলে বা চোরে লইয়া গেলে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা অতি সহজে চোর ধরা যায়। যে ব্যক্তির হাল্কা রাশি, তাহার হাত শীঘ্র চলে, অন্যের হাত চালাইতে অনেক বিলম্ব হয়। প্রথমত যাহার হাত চলিবে, সে আপনার দক্ষিণ হস্ত মাটীর উপর উপুড় করিয়া পাতিবে, পরে রোজা বা গুণিন উপরোক্ত মন্ত্র ন্যূনতঃ একশত আটবার সেই হাতের উপর জপ করিবে। ক্রমে হাত আপনা হইতেই চলিতে থাকিবে, যেমন হাত চলিবে, অমনি গুণিন মধ্যে মধ্যে ঐ মন্ত্র পড়িতে থাকিবে ও হাতে ফু দিতে থাকিবে, যে ব্যক্তি জিনিষ চুরি করিয়া যে স্থানে রাখিয়াছে হাত চলিয়া ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে সেই জিনিষের উপর দিয়া দাঁড়াইবে। ইহাতে দর্শক বৃন্দ যার পর নাই চমৎকৃত হইবেন।

হাত চালান ভার কাটা।

হুদু পিদু কুড়ি স্বাহা।

পূর্ব্বে কথিত নিয়মে হাত চালা শেষ হইলে যে ব্যক্তির হাত চালান হইয়াছিল, যদি তাহার হাতের ভার কাটান না হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি যখন হাত মাটিতে রাখিবে তখনই চলিতে থাকিবে, এই দোষ দূরীকরণার্থ ভার কাটান আবশ্যক, অতএব এই মন্ত্র হস্তের উপর একশত আটবার জপ করিয়া ফুদিলে ঐ দোষের শান্তি হয়, তাহা হইলে অনায়াসে হাত মাটিতে রাখা যায়।

প্রকারান্তর হাত চালান।

ধর্ম্মের বরে হাত চলে দিক বিদিক নাই। হনুমন্ত বীর ভদ্র আদি তাহে আটক নাই। চলরে হাত চল তুমি একই কালে চল। জিনিষ লইছে যে জনা তারে গিয়া ধর হান হান হান বাণ লাউলিয়া বাপা এক টানে যাবি হাত যথায় সে বেটা। অমুকার চোর ধর শীঘ্র করি। ধর অমুকার হাতের উপর শীঘ্র ভর কর। যদি শীঘ্র না ধাস তোর ইষ্টি দেবের মাথা খাস। কার আজ্ঞা শ্রীরামের আজ্ঞা।

হ্রীং সৌঁ মঃ অমুকার হাতে ভর নাশায় ফট্ স্বাহা।

যদি পূর্ব্ব কথিত নিয়মানুসারে জানি না প্রযুক্ত মন্ত্রের জন্যই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, হাত না চলে তাহা হইলে এই অদ্ভুত মন্ত্র দ্বারা নিশ্চয়ই চলিবে। এই মন্ত্রটী ঢাকা নিবাসী জনৈক মুসলমান ফকিরের নিকট হঠাৎ প্রাপ্ত হওয়া গেল। যত প্রকার মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সমধিক ফলপ্রদ বলিয়া বিখ্যাত। যাহা হউক যাহার হাত চালাইতে হইবে, সেই ব্যক্তি আপনার বাম পদ দ্বারা হাঁটু গাড়িয়া বসিবে এবং দক্ষিণ পদ উচ্চে উঠাইয়া রাখিবে এবং তাহার বাম হস্ত ঐ পতিত বাম পদের জানুর উপর সংস্থাপিত করিয়া দক্ষিণ হস্ত মাটীর উপর উপুড় করিয়া রাখিবে। পরে গুণিন তাহার হস্তের উপর এই মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। যতক্ষণ না হাত চলিবে ততক্ষণ জপ করিবে। পরে হাত চলিতে আরম্ভ হইলে আর জপ করিবার আবশ্যক নাই। তবে মধ্যে মধ্যে দাঁড়াইয়া এক একবার এই মন্ত্র পড়িবে ও ফুঁ দিতে থাকিবেক নষ্ট দ্রব্য যে স্থানে আছে হাত চলিতে চলিতে তাহার উপর আগে গিয়া

এক এক জনের নাম লিখিবে এবং যে দিন জিনিস চুরি গিয়াছে সেই দিন পরিমিত কোন লোক নাটীতে আসিয়াছিল তাহাদিগের ও প্রত্যেকের নাম এক এক খণ্ড কাগজে লিখিবে। পরে এই চিরকুটগুলি পৃথক পৃথক ভাবে উপুড় করিয়া মাটিতে সাজাইবে, যেন চিৎ করিয়া সাজান না হয়, অর্থাৎ লেখাভাগ উপর দিকে না থাকে। এইরূপ সাজান হইলে ওঝাকে সেই জায়গার মাটিটী লইয়া মাটিতে রাখিবে এবং আপনি কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে সেই মাটির উপর দক্ষিণ হস্ত দিয়া ধরিতে বলিবে। এইরূপে ধরা হইলে সেই মাটির উপর ওঝাকে এই মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে এবং ফুঁদিতে থাকিবে। এক একবার জপ করিবে এবং এক একবার ফুঁদিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মাটী না চলে তাবৎ জপ করিবে ও ফুঁদিতে থাকিবে। চলিতে আরম্ভ হইলে ওঝাকে উঠিয়া দাঁড়াইবে। মাটি ক্রমে ক্রমে চলিতে চলিতে যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছে যে কাগজে সেই ব্যক্তির নাম লেখা আছে, সেই কাগজের উপর গিয়া বসিবে এতদ্দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

মাটির ভারকাটা।

ওঁ হ্রীং গোক্ষনাথ আনন্দময় স্বাহা হুং ফট্।

মাটি চালান হইয়া গেলে যদি মাটির ভার কাটান না হয়, তাহা হইলে মাটি মৃত্তিকায় রাখিলেই চলিতে থাকিবে সুতরাং এই মন্ত্র দ্বারা সেই দোষ দূরীভূত করিবে। কার্য্য শেষ হইলে মাটির উপর এই মন্ত্র সপ্তবিংশতিবার জপ করিয়া ঐ মাটিতে যে চাউল আছে তাহা ওঝাকে ফেলিয়া দিবে, তাহা হইলে দোষের শান্তি হইবে।

ক্ষুধানাশ মন্ত্র।

ঐঁ হ্রীং ক্লীং হুং হ্রৌং।

এই মন্ত্র যোগ সাধন বিষয়ে প্রশস্ত ও নিতান্ত আবশ্যক। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ক্ষুধা তৃষ্ণা, নিদ্রা, আলস্য দীর্ঘসূত্রতা এই সকল পরিত্যাগ করিতে না পারিলে যোগ সাধন করা অতি সুকঠিন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, তক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয় বাহ্য বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিলে যোগে প্রবৃত্ত হওয়া সুদুরূহ। যোগ সাধনের বিষয় সম্যক্‌রূপে লিখিতে গেলে এ ক্ষুদ্র পুস্তকের কলেবর নিতান্ত বৃদ্ধি পায়, এই জন্য দ্বিতীয় খণ্ডে তদ্বিষয় বিবৃত করা হইল। এই স্থানে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা প্রভৃতি নিবারণের উপায় ও মন্ত্র লিখিত হইল। প্রথমতঃ এই কার্য্য সাধন করিতে হইলে শুভদিন দেখিতে হইবে। পরে তাহার পূর্ব্বদিন হবিষ্যান্ন ভোজন পূর্ব্বক রাত্রে কুশাসনে শয়ন করিয়া থাকিবে। পরদিন প্রভাতে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তর আসনে সমাসীন হইয়া যথা বিধানে ইষ্টদেবের পূজা করিবে, পূজাকালে উত্তরাস্য বা পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিবে। ষোড়শোপচারে পূজা করিতে অশক্ত হইলে পঞ্চোপচারে পূজা করিতে পারে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু সমর্থ হইয়াও যদি কৃপণতা করে, তাহা হইলে কোন ফল দর্শিবে না। যথা বিধানে পূজা শেষ হইলে ইষ্টদেবকে স্বীয় হৃদয় কমলে ধ্যান করিয়া মনে মনে এইরূপ ভাবিবে যে, আমার হৃদয় স্থানে যে পদ্ম বিরচিত আছে, গুরুদেব তথায় অধিষ্ঠান করিতেছেন, এইরূপে ধ্যান করিয়া গুরুর স্তব বা ইষ্টদেবের গুরু (গুরু যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন) পাঠ করিবেন, পরে এই মন্ত্র একশত আটবার জপ করিয়া কার্য্য সমাধা পূর্ব্বক একটী শুদ্ধ ব্রাহ্মণকে পরিতোষ রূপে ভোজন করাইবে এবং তাহাকে বস্ত্র পাদুকা ছত্র ও দক্ষিণাদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম পূর্ব্বক বিদায় করিবে। আপনি সে দিবস হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া রাত্রে উপবাসী থাকিতে হইবে। দিবাভাগে ঐরূপে কার্য্য সমাধা করিয়া রাত্রি দেড় প্রহর অতীত হইলে আসনে উপবেশন পূর্ব্বক এই মন্ত্র জপ করিতে হইবে, একশত আট বার জপ করিয়া পরে শয়ন করিবে।

তৎপর দিন আর হবিষ্যান্ন ভোজন বা উক্তরূপ পূজাদির আবশ্যক নাই, কিন্তু যত দিন না কামনা সিদ্ধ হইবে, ততদিন পবিত্রভাবে থাকিবে, কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন করিতে পারিবে না। প্রত্যহ প্রাতে সাত এক শতের পর ঐ মন্ত্র জপ করিতে হইবে। দ্বিতীয় দিন একশত দশবার জপ করিবে। এইরূপ প্রতিদিন এক এক বার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া জপ করিতে হইবে। এ প্রকার এক বৎসর পর্য্যন্ত যথা নিয়মে জপ করিলেই মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। সম্পূর্ণ এক বৎসর অতীত হইলে প্রথম দিবস যেরূপ নিয়মে পূজা প্রভৃতি করিতে হয়, তদ্রূপ নিয়মে সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া তদ্রূপও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইবে, এইরূপ করিলে সে ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে ভোজন করিয়া থাকিতে পারিবে। অর্থাৎ কোন দ্রব্য ভক্ষণে তাহার অভিলাষ থাকিবে না এবং সে ব্যক্তি বায়ুমাত্র আহার করিয়াও জীবিত থাকিবে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, গুরুর নিকট যথাবিধানে দীক্ষিত না হইয়া এ সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কোন ফললাভের আশা নাই।

তৃষ্ণানাশ মন্ত্র।

শ্রীং হ্রেসৌং হ্রৌং শ্রীং হ্রেসৌং ॥

ক্ষুধানাশ মন্ত্রে যেরূপ নিয়ম প্রণালী লিখিত হইয়াছে, এই মন্ত্রের অবিকল সেইরূপ নিয়ম জানিবে। পূজা, ব্রাহ্মণভোজন, জপ, জপসংখ্যা সকলই সেইরূপ, কেবল এই মাত্র প্রভেদ যে, ক্ষুধানাশ মন্ত্রে হৃদয় কমলে গুরুদেব অধিষ্ঠিত আছেন এইরূপ চিন্তা করিবে, কিন্তু এই মন্ত্রে তাহা নহে। ইহাতে এরূপ চিন্তা করিতে হইবে যে, মূলাধারে অর্থাৎ গুহ্য প্রদেশ ও লিঙ্গমূলের অন্তর্বর্ত্তী স্থানে যে পদ্ম বিরচিত আছে, গুরুদেব তথায় অধিষ্ঠান করিতেছেন।

নিদ্রানাশ মন্ত্র।

ওঁ ওঁ।

ক্ষুধানাশ মন্ত্রের নিয়মানুসারে নিদ্রানাশের মন্ত্র জানিবে অর্থাৎ পূজা জপসংখ্যা, ব্রাহ্মণ ভোজন, সময়সংখ্যা প্রভৃতি সকলেই সেইরূপ। কেবল এই মাত্র প্রভেদ যে ক্ষুধানাশ মন্ত্রে গুরুদেব হৃদয় কমলে আবির্ভূত আছেন, এইরূপ চিন্তা করিবে, ইহাতে এইরূপ চিন্তা করিবে যে, গুরুদেব বিশুদ্ধাখ্য, চক্রে অধিষ্ঠিত আছেন। নিদ্রানাশমন্ত্রে আরও এই প্রভেদ যে, রাত্রে জপ করিয়া শয়ন করিবার সময় প্রতিদিন চালকুমাণ্ড অর্থাৎ দিশি কুমড়ার রস ও একটু শাঁস মহিষের শৃঙ্গের সহিত শিলায় ঘর্ষণ করিবে এবং ক্ষ্রং ক্ষ্রং স্বাহা এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া নাভিতে প্রলেপ দিতে হইবে।

বল বৃদ্ধি।

ধূলাপড়া।

খাগ খাগ বিরালি, শ্মশান ঘুটের কালী, ওঠ ওঠ ভগবতি আপন অর্দ্ধ কালি। খাগে খাগ বিরালি, শ্মশান ঘাটের কালি মোরে লইয়া করকা উড়ান মা জয় কালি ওকি কালি চিল ছত্রে আর দণ্ডকালি। মোর কণ্ঠে কর ভর জয় কালী। সিদ্ধি গুরু শ্রীরামের আজ্ঞা।

কাহার ও সহিত কুস্তি বা মারামারি উপস্থিত হইলে এই মন্ত্রদ্বারা অনায়াসে জয়লাভ করা যায়। একমুষ্টি ধুলা হস্তে লইয়া এক একবার এই মন্ত্র দ্বারা পড়িবে ও সেই ধুলাতে ফুঁদিবে এইরূপ সাতবার এই মন্ত্র পড়িবে সাতবার ফুদিবে পরে সেই ধুলা লইয়া আপনার সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে চতুর্গুণ বল বৃদ্ধি হয় এবং বিবাদী তাহাকে দেখিবামাত্র ভীত হইয়া পড়ে, সুতরাং অনায়াসে সে জয় লাভ করিবে, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই।

অর্শরোগ শান্তি।

আহি কালিকা সকল্ক কালীকা অন্তা শিরে দন্তা শিরে নাকাশিরে মুখিশিরে নন্তাশিরে জানিতে যে না কহে। ব্রহ্মহত্যা হয় তাকে।

যাহার অর্শরোগ আছে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা অনায়াসে আরোগ্য হইয়া যাইবে। কিঞ্চিৎ বাসিজল লইয়া এই মন্ত্র দ্বারা তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জল খাইবে, এবং আমের আঠা ছেচিয়া তাহার রস কলা ও কাঁচা দুগ্ধ এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া প্রত্যহ প্রাতে এই মন্ত্র দ্বারা ঐ দ্রব্যত্রয় তিন বার অভিমন্ত্রিত করিয়া খাইবে, তাহা হইলে নিশ্চয় অর্শের শান্তি হইবে, সন্দেহ নাই।

চোকঝাড়া।

ওঁ সিদ্ধি চক্ষুশূল রক্ত বিকার। মাথা মনোহর রক্তধারা। চক্ষু ঝারম্ চক্ষুর বিষ ফুংকারে মারম্।

চক্ষের কোন পীড়া হইলে অর্থাৎ হঠাৎ চক্ষু বেদনা হইলে বা লাল হইলে অথবা ফুলিলে কিম্বা কোনরূপ কুবাতাস লাগিয়াছে, এমন সম্ভাবনা হইলে এই মন্ত্র এক একবার পড়িবে ও চক্ষে তিন, তিনবার ফুঁদিবে। এইরূপ প্রত্যহ ১৫ বার বা ১৭ বার ঝাড়িবে, অর্থাৎ বিযোড় হিসাবে ঝাড়িতে হইবে। তিন দিন এইরূপে ঝাড়িলেই চক্ষু পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হয় তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

মচকা ঝাড়া

না ডরে দেখিয়া ফিরিল সঙ্কোগা। যে খানে সঙ্কোগা যেখানের সঙ্কোগা সেই খানে যা। সিদ্ধি গুরু শ্রীরামের আজ্ঞা।

মচকা লাগিয়া কোন স্থানে বেদনা হইলে এই মন্ত্র দ্বারা তাহা নিশ্চয় প্রশমিত হইয়া যায়। রেড়ির তৈল ও সৈন্ধব এই দুই দ্রব্য মিশ্রিত করত হাতে লইয়া যে স্থানে বেদনা হইয়াছে, সেই স্থানে দিয়া ডলিবে এবং এই

মন্ত্র পড়িতে থাকিবে। এক একবার মন্ত্র পড়া শেষ হইলে এক একবার ফুঁদিবে। এইরূপে নয়বার মন্ত্র পড়া শেষ হইলে তিনটী ফুঁদিয়া উঠিবে। যদ্যপি গুরুতর আঘাত লাগিয়া থাকে তাহা হইলে তিন দিবস ঝাড়িতে হয়, নচেৎ একবার ঝাড়িলেই আরগ্য হইয়া যায়।

কফবারণ।

আওরে ধাওরে ঠাণ্ডিরে মার নিলনাথের আজ্ঞা গোপ-নাথের বর।

এই মন্ত্রটী স্বচক্ষে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়া দেখিয়াছি, ইহার গুণ শুনিলে লোকে অতিব চমৎকৃত হইবেন। কাহারও ওলাউঠা হইলে যদি তাহার হাত বা পা অথবা অন্য স্থানের গ্রন্থিতে খিল ধরিতে আরম্ভ হয় অথবা সেই সকল স্থান থাকিয়া থাকিয়া টাইতে থাকে, তাহা হইলে এই মন্ত্র দ্বারা ঝাড়িবে। সেই সেই স্থানে হাত বুলাইবে এবং এই মন্ত্র পড়িবে ও ফুঁদিবে। বারের নিয়ম নাই ক্রমাগত ঝাড়িবে। যে স্থানের খিল ধরা সারিয়া যাইবে, সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আবার পুনরায় যে স্থানে খিল ধরিয়াছে, তথায় ঝাড়িবে। এইরূপ ঝাড়িতে ঝাড়িতে যদি সে রোগীর প্রাণ না থাকে, তথাপি খিল ধরা দূরীভূত হইয়া অন্য উপসর্গ উপস্থিত হইলে, কিন্তু খিল ধরা নিশ্চয়ই প্রশমিত হইবে।

আগুণে পোড়া ঝাড়া।

এ ঘরের আগুণ ও ঘরের জল সীতা দেবীর আগুণ ব্রহ্মা রক্ষা কর।

গাত্রের কোন স্থান অগ্নিতে পুড়িয়া গেলে এই মন্ত্র পড়িবে ও সেই স্থানে ফুঁদিবে, তাহা হইলে শীঘ্রই সেই স্থান আরোগ্য হইবে। যেমন আগুণে পুড়িয়া যায়, অমনি তৎক্ষণাৎ এই মন্ত্র দ্বারা ঝাড়িতে পারিলে সে স্থানে ফোস্কা পর্য্যন্ত হয় না এবং অবিলম্বে যন্ত্রণা দূরীভূত হয়।

সপ্নদোষ শান্তি।

ওঁ সিদ্ধি ওঁ হ্রীং হ্রাং দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা।

কিঞ্চিৎ মেশম আনিয়া পাকাইয়া বুনশীর মত করিবে। পরে এই মন্ত্র

পড়িয়া ও রেশমের ডোরে সাতটী গ্রন্থি দিবে। এক একবার মন্ত্র পড়িবে ও এক একটী গ্রন্থি দিবে। এইরূপে সাতটী গ্রন্থি দেওয়া শেষ হইলে সেই ডোর কোমরে ঘুনশীর মত পরিধান করিতে হইবে। এইরূপে নিঃসন্দেহ স্বপ্ন দোষ দুরীভূত হইয়া থাকে।

বাণ ফিরাণি ঝাড়া।

করাৎ করাৎ মহাকরাৎ। চাইর কোন পৃথিবী ক্ষরি রামের হাতের করাৎ আইতে কাটে, যাইতে কাটে, ছেদ কাটে ভেদ কাটে, দান কাটে দূত কাটে হাস কাটে গোক্ষুর কাটে চাউল কাটে চাউনি কাটে বাণ কাটে কুজ্ঞান কাটে কার হাতের করাতে কাটে বাপ করাতি মা সাজি দেবী তুমি সাক্ষী তোমার নামেতে আমি দে বর্গ বাণ ক্ষর মরাণ খাম বাণ করম ভার আমার কন্দ ছাড়িয়া গিয়া সত্বর দুষ্মনর কন্দ থাক্।

যদি কোন দুষ্টলোক কাহাকেও বাণ মারিয়া থাকে, তাহা হইলে যাহাকে বাণ মারিয়াছে, তাহাকে এই মন্ত্র দ্বারা ঝাড়িবে। রোগীকে সম্মুখে বসাইয়া এই মন্ত্র পড়িবে ও তাহার মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত ঝুঁদিতে থাকিবে। ক্রমে ঝাড়িতে ঝাড়িতে রোগীর দেহ সুস্থবোধ করিবে। যতক্ষণ না সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করে, ততক্ষণ ক্রমাগত ঝাড়িতে থাকিবে। যখন রোগী সম্পূর্ণ প্রকৃত অবস্থা বোধ করিবে তখন আর ঝাড়িবার আবশ্যক থাকে না। এইরূপ করিলে যে দুষ্ট লোক বাণ মারিয়াছিল, উল্টাগিয়া সে রোগে অভিভূত হইবে সন্দেহ নাই।

বাণশান্তি।

হনুমানে আনে লোহা সাগরের এ পাণি, অনেক যতনে বিশ্বকর্ম্মা গড়িল করাত খানি, করাত খানি নাড়িয়া দিলো প্রভু রামের হাতে। এই কথা শুনিয়া প্রভু রাম উঠিয়া দিল রড়। দেহী দেহী রামের করাতে ভর কর বাণ মোর উয়া

খানি কুয়া খানি মহাদেবের ঝি। যার হাতে দিব করাত তার আজ্ঞা কি। রাম রাবনে যুদ্ধ সিতা রৈল তথা, রামের হাতে দিব করাত শোন দেবির কথা, রাম লক্ষণ আনি দিল প্রথম করাত। লঙ্কার লঙ্কার ফার বাণ, ভেদ বাণ জর জারি কুজ্ঞান কাটিয়া করিলাম খান খান, আমার কন্দ ছাড়িয়া দিয়া সত্তুর দুস্মনের কন্দে থাক্।

এই মন্ত্র ও পূর্ব্বোক্ত বাণ ফিরাণি মন্ত্র অনুসারে ঝাড়িতে হইবে, তাহা হইলে অবিলম্বে শরীর সুস্থ হইয়া প্রকৃতিস্থ হয় এবং যে দুষ্টব্যক্তি বাণ মারিয়াছে, তাহাকে রোগে অভিভূত হইতে হয়। যাহাকে বাণ মারা হইয়াছে সে যদি নিজে আপনাকে ঝাড়ে তাহাহইলে মন্ত্র পড়িবে ও আপনার বক্ষঃস্থলে ফুদিবে এবং অপরকে ঝাড়িতে হইলে তাহার সম্মুখে বসিয়া মন্ত্র পড়িবে ও তাহার মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত ক্রমাগত ফুদিবে। মন্ত্রের মধ্যে যে স্থানে "আমার" এই শব্দ উল্লিখিত আছে, অপরকে ঝাড়িতে হইলে সেই স্থানে "এই" শব্দ উচ্চারণ করিতে হইবে।

চোরফিরাণি।

চোর চোট্টা বাসের পাতা। যে চোর আইসে কাটমু মাথা দুয়ারের আগে দিব শূলা। চোরের লাগিবে ভুলা। জাগরে বসুমতি যাগ সাত দিন সাত রাইত জাগিয়া থাক গুরু ছেদারে বাগ গুরুর দোহাই থাক তোমার লাগ।

সন্ধ্যার সময় এই মন্ত্র একবার পড়িয়া হাতে একবার তালি দিবে, পুনরায় একবার পড়িয়া হাতে তালি দিবে, পরে আবার একবার পড়িয়া হাতে তিন তালি দিবে। অনন্তর শয়ন কালে "এগারো ছেদারে বাপ গুরু দোহাই তোমার" এই মন্ত্র পড়িয়া ঐরূপে বালিশে থাপড় দিবে, অর্থাৎ প্রথম একবার পড়িয়া একটী থাপড় দিবে দ্বিতীয় বার পড়িয়া একটী থাপর দিবে, পরে

যে সকল স্ত্রী স্বামীসুখে বঞ্চিত অর্থাৎ যাহাদিগের স্বামী গৃহে থাকে না এই প্রকরণ দ্বারা কার্য্য করিলে পতি তাহাদিগের বশীভূত হইবে সন্দেহ নাই। তেমাথা পথে গমন করিয়া ধুলা তুলিয়া এক একবার এই মন্ত্র পড়িবে ও এক একবার আপনার কপালে ফোটা দিবে, এইরূপ তিনবার মন্ত্র পড়িয়া তিনবার ফোটা দিবে। এরূপ ভাবে ফোটাটী দিবে, যেন পতির নয়নপথে পতিত হয় কিন্তু যখন ফোটা দিবে, তখন যেন তাহার পতি কিম্বা অন্য কেহ দেখিতে না পায়, কেহ দেখিলে ফল দর্শিবে না। পরে তাহার পতি কপালে সেই ফোটা দর্শন মাত্র তৎপ্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইবে। তদবধি আর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবে না।

উচ্চাটন।

অর্থাৎ যদি কাহারও স্ত্রী অন্য পুরুষে আশক্ত থাকে, এরূপ সন্দেহ হয় অথবা যাহার পতি অন্য স্ত্রীতে আসক্ত থাকে, স্বীয় পত্নীর প্রতি দৃষ্টিপাতও না করে তাহা হইলে এই প্রকরণ দ্বারা কার্য্য করিলে তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে উচাটন হয় সন্দেহ নাই। যথা—

গোময় পুত্তলিকাং কৃত্বা পুত্তলিকায়াঃ শিরসি শুষ্ক-গোময়ভস্মং বিন্যস্য বক্ষে চিতিভস্ম যোজ্য জঙ্ঘোয়োরর্কভস্ম দত্বা হস্তয়োরপামার্গভস্ম যোজ্য পুত্তলিং উত্তরশিরসীং কৃত্বা কৃষ্ণবস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ তৎশিরদেশে লৌহত্রিশূলং স্থাপয়িত্বা দশোপচারৈঃ পূজয়েৎ ততো মূলবীজং জপ্ত্বা হুমিতি ত্রিসূলং ত্রিশূল পূজয়েৎ। "ওঁজয় কপালিনী ক্রেঁ ফেঁ ত্রিশূলিন্যে নমঃ গৃহীত্বা" "ফুৎকারিণী অমুকস্য শির স্তম্ভয় স্তম্ভয় পুনহ্রাঁ ওঁ মাতঙ্গী অমুকস্য হৃদি কীলর ২। হৃদয় হৃদয় মথ মথ উচ্চাটয়,

কুরু ফট্ নমঃ এবং হস্তয়োর্জ্জঙ্ঘয়োরেব"। তেন ত্রিশূলেন পুত্তলিকায়া বক্ষসি যোজনং কুর্য্যাৎ। ততো প্রণমেং উচ্চাটনং ভবেৎ॥

প্রথমতঃ একটী গোময়ের পুত্তলিকা প্রস্তুত করিবে। পরে সেই পুত্তলিকার মস্তকে শুষ্ক গোময়ভস্ম প্রদান করিবে, বক্ষঃস্থলে চিতাভস্ম প্রদান করিবে, জঙ্ঘাদ্বয়ে অর্কভস্ম দিতে হইবে, হস্তদ্বয়ে অপামার্গের ভস্ম দিবে। পুত্তলিকা উত্তর শিরা করিয়া স্থাপন করিবে, এবং কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দ্বারা সেই পুত্তলিকা বেষ্টন করিতে হইবে। অনন্তর সেই পুত্তলিকার মস্তকোপরি লোহ ত্রিশূল দিয়া সেই ত্রিশূলে পূজা করিবে। "ওঁ জয় কপালিনি ক্রেঁ ফ্রেঁ ত্রিশূলিনৈ নমঃ।" এই মন্ত্র দ্বারা দশোপচারে পূজা করিবে। অনন্তর মূলবীজ দ্বাদশবার জপ করিয়া "হুং" এই বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই ত্রিশূলটী গ্রহণ করিবে। পরে সেই পুত্তলিকার মস্তকে "ওঁফুৎকারিণী অমুকস্য শিরঃ রক্ষয় রক্ষয়" এই মন্ত্র একবার জপ করিয়া তাহার হৃদয়ে "ওঁ মাতঙ্গী অমুকস্য হৃদি কীলয় কীলয় হৃদয় হৃদয় মথ উচ্চাটনং কুরু ফট্ নমঃ" এই মন্ত্র একবার জপ করিবে। পরে হস্তদ্বয়ে একবার করিয়া দুই হস্তে দুই বার ওঁ মাতঙ্গী অমুকস্য হস্তং কীলয় কীলয় হৃদয় হৃদয় মথ মথ উচ্চাটনং কুরু ফট্ নমঃ এই মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ জপ করিয়া সেই ত্রিশূলটী পুত্তলিকার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিয়া দিবে। অনন্তর ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া মনস্কামনা সিদ্ধি প্রার্থনা করিবে। এইরূপ করিলে নিশ্চয় উচ্চাটন হইয়া থাকে। মন্ত্রমধ্যে যে স্থানে অমুকস্য এই শব্দ লেখা আছে, তথায় যাহাকে উচ্চাটন করা হইতেছে, অর্থাৎ যদি পতির জন্য উচ্চাটন করা যায়, তাহা হইলে পতির নাম এবং পত্নীর জন্য করিলে পত্নীর নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

প্রকারান্তর জলপড়া।

সিদ্ধি মেঘবর্ণ গুয়া গৌরবর্ণ পান চুণ ব্রহ্ম চণ্ডালিনী এ খাইস অমুকা অমুকারে দেখে বিষ আজি অবধি ছাড়

যে প্রজ্বলিত অগ্নি গৃহাদিতে লাগিয়া গৃহাদি নষ্ট করিতেছে। সেই অগ্নি লক্ষ করিয়া উক্ত মন্ত্রে জলে তর্পণ করিবে। তাহা হইলে অগ্নিযুক্ত গৃহ ভিন্ন অন্য গৃহে অগ্নি লাগিতে পারিবেক না।

অন্য প্রকার।

পানী পরম জুই মারম পানী দিও ছিচা। জ্বলন্ত জুই মুরপানীং হবলাগে গিছা॥ ঘর পুড়ে দুয়ার পুড়ে পুড়ে, ঘরের খুটী। ঘরের জুয়ে পুড়ী মরে গায়ত্রী আইটী সুবীওচ জুই দেও মোর গুরুর গুণ। কামেখ্যা গোহানীর দোহাই জুই দেও শুনি।

এই মন্ত্র কোন প্রকার জল তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া গৃহাদি দাহ হইলে জল অগ্নিতে প্রদান করিলে অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে।

ষষ্ঠ মুদ্রাঙ্কণ।

আমরা গ্রাহক ও পাঠক মহোদয়গণকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, অদ্য গুপ্ত মন্ত্র ষষ্ঠবারে মুদ্রাঙ্কিত হইল। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় চতুর্থ সংস্করণের পঞ্চদশ সহস্র পুস্তক ৪।৫ মাসের মধ্যে বিক্রয় হইয়া আর ও প্রায় তিন সহস্র গ্রাহক অধিক হওয়ায় গুপ্ত মন্ত্র ষষ্ঠবার পুনঃরায় মুদ্রিত হইল। ইহাতেই বুঝা যায় গুপ্তমন্ত্রের প্রতি সাধারণের কতদূর শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইয়াছে। গুপ্তমন্ত্র যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন কে জানিত যে ইহা সাধারণের এতাদৃশ আদরের বস্তু হইবে? ইহা আমাদের সাধারণ আনন্দের বিষয় নহে। আরও আনন্দের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত সকলেই গুপ্তমন্ত্র লইয়া আশাতীত ফল লাভে সমর্থ হইয়াছেন। এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা অনু-গ্রাহক গ্রাহক মহোদয়গণ মন্ত্রাদি পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া প্রকৃত মন্ত্রের আদর করিতে শিখুন।

হরিহর লাইব্রেরীর সুলভ পুস্তকাবলী।

আমাদের পুস্তকালয়ে তালিকার পুস্তক ভিন্ন অন্য ২০ সকল গ্রন্থ ও স্কুল পাঠ্যপুস্তক সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে। গ্রাহকের ভিঃ পিঃ খরচা আনা লাগে না কেবল ডাক মাশুল দিতে হয়। আনাদ কম মূল্যের পুস্তক ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না পাইকারদিগকে উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হয়।

স্বত্বাধিকারী শ্রীমঙ্গল চন্দ্র দত্ত। ১৫।২ নং স্ট্রীট, কলিকাতা।

হিপ্‌নটিজম্‌ শিক্ষা করিবার সহজ উপায় বা

মোহিনী বিদ্যা।

প্রসিদ্ধ হিপ্‌নটিষ্ট নিউইয়র্ক ইনষ্টীটিউট অফ সায়েন্সের পরীক্ষোত্তীর্ণ উপাধি প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ বি, এল প্রণীত।

আজকাল প্রাশ্চাত্য জগতে হিপ্‌নটিজম্‌ মিশমেরিজম্‌ লইয়া যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য প্রত্যক্ষ ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব এই গ্রন্থপাঠে জানিতে পারিবেন। যে ব্যক্তি কখন হিপ্‌নটিজমের নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই, তিনি অবধি এই পুস্তক পাঠ করিয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে হিপ্‌নটাইজ করিতে পারিবেন। ঐহিক পারলৌকিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে মোহিনী-বিদ্যার প্রয়োজন আছে। ইহাতে আত্মা আনয়ন, মৃত ব্যক্তির সংবাদ, ভূত ভবিষ্যত কথন, মানসিক শারীরিক আর্থিক উন্নোত্তর বশীকরণ ভৌতিক ক্রিয়া অপরের আত্মার দ্বারায় শুভাশুভ গণণা প্রভৃতি যাবতীয় গুহ্য ব্যাপার ও প্রকৃততত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাহাদের এই বিষয়ে কোন প্রকার বিশ্বাস নাই তাহারা গ্রন্থকারের নিকট আসিলে সমস্ত প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন। উৎকৃষ্ট ছাপা ও বাঁধা মূল্য ১৲ এক টাকা স্থলে ৷৷৵ ডাঃ মাঃ ভিঃ পিঃ ৵০।

জ্যোতিষ শিক্ষার মহাসুযোগ।

জ্যোতির্ব্বাদি শাস্ত্রে পরীক্ষোত্তীর্ণ উপাধি প্রাপ্ত ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার গণক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র জ্যোতিষার্ণব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "জ্যোতিষ প্রভাকর" নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বিশুদ্ধ লগ্ন নির্ণয়, আয়ুগণনা, ভাববিচার, রিষ্টাদিবিচার, কোষ্ঠী প্রস্তুত প্রণালী, বিবাহের যোটক বিচার, অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী দশান্তর্দ্দশা ফল-বিচার, অষ্টবর্গ গণনা, ত্রিপাপ চক্র, ষণ্ণাড়ী চক্র, যোগফল বিচার গ্রহশান্তি তত্ত্বাদি দ্বাদশ ভাববিচার, ইষ্টদণ্ড শোধন প্রণালী প্রভৃতি ফলিত জ্যোতিষের অত্যাবশকীয় সমস্ত বিষয়গুলি উদাহরণ সহ এরূপ সরলভাবে লিখিত হইয়াছে যে বিনা গুরু উপদেশে জ্যোতিষ-শিক্ষার্থীগণ এই গ্রন্থপাঠে জ্যোতিষ শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহা-মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, ও স্বনাম ধন্য মাননীয় ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রভৃতি দেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জন্ম পত্রিকা প্রদত্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি বহুখ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতবর্গ কর্ত্তৃক প্রশংসিত ফলিত জ্যোতিষের এইরূপ গ্রন্থ অদ্যাপিও প্রকাশিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রায় ৬০০ পৃঃ উৎকৃষ্ট বাঁধা মূল্য ৩৷৷০ টাকার স্থলে মাশুল সহ ৩৲ টাকা।

প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক **তন্ত্র সিদ্ধি মন্ত্র।** দ্বারা সঙ্কলিত।

শুভ অশুভ বিচার লগ্ননির্ণয় লাভালাভ গণণা ঋতু বেদনা অর্শরোগ মাথাধরা আমাসা ... জ্বরের মন্ত্র দদ্রু নাশক কুষ্ঠরোগ ক্ষয় রোগ অম্ল অজীর্ণ যাবতীয় রোগ নিবারণ

অপূর্ব্ব গ্রন্থ। **লেফ্‌টেনেণ্ট সুরেশ বিশ্বাস।** নূতন কীর্ত্তি।

বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী মহাবীরের সচিত্র অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ অত্যাশ্চর্য্য জীবনকাহিনী। বঙ্গনিবাসী সম্পাদক শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় সঙ্কলিত যাঁহার অপূর্ব্ব বীরত্বে এবং শৌর্য্যবীর্য্যে জগৎ মুগ্ধ, বঙ্গভাষায় একরূপ পুস্তক এই প্রথম। নাটক নভেল অপেক্ষাও কৌতূহলপ্রদ, পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়, অবসন্ন প্রাণে উৎসাহের অনল শিখা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। আশা করি, বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণ এই অমূল্য পদার্থের সম্যক্ গৌরব রক্ষা করিয়া জাতিয় মর্য্যাদা বর্দ্ধন করিবেন। উত্তম কাগজে উৎকৃষ্ট মুদ্রাঙ্কণ। তিনখানি সুন্দর ফটোচিত্র সহ মূল্য দেড়টাকা স্থলে ১৲ টাকা। ঐ বিলাতি বাধাই ১।০ পাচসিকা। ডাঃ মাঃ ভিঃ পিঃ ৵০।

আর্থিক, পরমার্থিক ও সত্যধর্ম্মের একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ।

মূল ও **শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব।** বঙ্গানুবাদ।

করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায়, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের আনুকুল্যে বহুবিধ তন্ত্রশাস্ত্র হইতে "শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্বগ্রন্থ" প্রকাশিত হইল ইহাতে কি কি বিষয় আছে দেখুন। গুরুতত্ত্ব ও মাহাত্ম, গুরু কি? শিষ্য কি? গুরু শিষ্যের সংবাদ, গুরু শিষ্যে প্রভেদ কি? গুরুর তন্ময়ভাব, শিষ্যের লক্ষণ, গুরুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নির্ণয়, সত্যধর্ম্ম কাহাকে কহে, গুরুর আসন কোথায়? গুরুর উৎপত্তি, গুরুর নাম কিরূপ শিষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি? গুরু পূজা ও ধ্যান, দীক্ষার বারাদি নির্ণয়, গুরুস্তোত্র পাঠ ও পাদুকা পূজা ষট্‌চক্র ইত্যাদি সমস্ত গুহ্যাদি গুহ্য বিষয় বিষদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃত গুরু জানিতে না পারিলে মানবজীবনে কোন জ্ঞান ও ধর্ম্মলাভ করিতে পারা যায় না। অতএব শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রত্যেক শ্রেণীস্থ হিন্দুর জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে সরলভাবে লিখিত আছে। মূল্য ॥০ স্থলে ।০ বিলাতী বাধান ।৵০ আনা। ডা মাঃ ৵০ আনা।

প্রায় ১২৫ পৃঃ সম্পূর্ণ, **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।** অতি অদ্ভুত গল্প।

এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে রসিকেরা হাসিয়া আকুল হইবেন, ভাবুকেরা ভাবে মাতোয়ারা হইবেন, ইহাতে কি কি আছে দেখুন? ভূতের প্রেম, ভূতের কাছাড়ি, ভূতের বিবাহ, ভূতের নৃত্য গীত, ভূতের পিণ্ডদান ভূতের কৃত্তন, ভূতের গঙ্গা যাত্রা, ইত্যাদি অদ্ভুতর কাণ্ড লিখিত হইয়াছে। ভূত কি, ভূতের বাপ বা কে তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে সকলেই আনন্দে বিভোর হইবেন, সমাজের চিত্র দর্শন করিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, স্থানে স্থানে প্রসঙ্গাধীন নানাবিধ রসাত্মক সুললিত সঙ্গীত ও গল্প পাঠে হৃদয়ে আনন্দোচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিবে। মূল্য ॥০ স্থলে ।০ আনা, ডাঃমাঃ ৵০ আনা।

মহাভারত।

খিল হরিবংশ ১৷৵০
ঐ গদ্যানুবাদ বিলাতী বাঁধাই ২৲
জৈমিনী ভারত ১৷০
মহাভারত ১৮ পর্ব্ব উৎকৃষ্ট সচিত্র কালিসিংহের কৃত ১২৲
ঐ রাজকৃষ্ণ রায় ৫৲
৺কাশীদাসী মহাভারত সচিত্র বিলাতী বাঁধাই মোটা কাগজে বড় অক্ষরে ১৮ পর্ব্ব ২৲
ঐ মধ্যম ১৷০
ঐ সিরেশ ১৲

রামায়ণ।

অদ্ভুত রামায়ণ ।৵০
অধ্যাত্ম রামায়ণ ৸৵০
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ৩৲
রাম রসায়ণ ২৷০
রামাশ্বমেধ চন্দ্রিকা ১৷০
রামায়ণ আদর্শ ২৷০
সচিত্র বৃহৎ মোটা ভাল কাগজে বিলাতী বাঁধাই ১৷৵০
ঐ সিরেশ ১।০
ঐ খেল ৷৵০

পুরাণ।

কল্কি পুরাণ ১৲
কালিকা পুরাণ ১৲
কাশীখণ্ড পুরাণ ৩৷/০
নরসিংহ পুরাণ ১।০
নারদীয় পুরাণ ১৲
পদ্মপুরাণ (বংশীদাস কৃত) ১৲
ঐ (বিজয় গুপ্ত কৃত) ৸০
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ১৷০
ঐ বিলাতী বাঁধাই ১৷০
বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণ ১৲
বিষ্ণুপুরাণ ১৲
শিবপুরাণ ২৲
শ্রীমদ্ভাগবত ১ম হইতে ১২ খণ্ড ২৷০

গীতা।

উত্তর গীতা ৷৵০
গীতা মঙ্গল ৷০
তুলসী মাহাত্ম্য গীতা ।৵০
পকেট গীতা ।/০
পাণ্ডব গীতা ।৵০
ভগবতী গীতা ৵০
রাম গীতা ৷০
শিব গীতা ৸৵০
সটীক শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ১৷০
পুঁথি আকারে ৸৵০
সনাতন গীতা ৶০

সংহিতা।

অষ্টাবক্র সংহিতা ।৵০
গোরক্ষ সংহিতা ১৷০
পরাশর সংহিতা ১৵০
ব্রহ্মসংহিতা ৷০
মহাবিষ্ণু সংহিতা ১৲
শিব সংহিতা ১৷০
হারিত সংহিতা ২৷০

নানাবিধ ধর্ম্ম পুস্তক।

অন্নদামঙ্গল ছোট ।৵০
ঐ বড় ৸০
আগম সংগ্রহ ৸৵০
আনন্দলহরী ।০
ঋতুরক্ষা ৶০
কর্ম্মবিপাক ।/০
কপিলাচরিত ৷০
কবিকঙ্কন চণ্ডী ।৵০
কবিতা রত্নাকর ।৵০
কালি কৈবল্যদায়িনী ৷০
কর্পূরাদি স্তব ৷০
গীতগোবিন্দ সটীক ৷৵০
গোবিন্দ লীলামৃত ।৵০
চাটুপুষ্পাঞ্জলী /০
চৈতন্য চরিতামৃত ।৵০
চৈতন্য মঙ্গল ।/০
চৈতন্য ভাগবত ৷৵০
চৈতন্য সটীক ৵০
চৈতন্যচন্দ্রোদয় ১৲
জগন্নাথ মঙ্গল ৷০
জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য ।০
জগমঙ্গলচণ্ডী /১০
জ্ঞান কৌমুদী ৵০
জ্ঞানানন্দ লহরী ৸৵০
ত্রিবেদীয় সন্ধ্যানিধি ৵০
দশকর্ম্ম পদ্ধতি ১৲
দণ্ডীপর্ব্ব ৵০
দীক্ষা পদ্ধতি ২।০
দেবার্চ্চনা সারণী ১৵০
দেবী মাহাত্ম্যচণ্ডী ৸০
দোহাবলী ১ম হইতে ১০ম ৷৵০
ধ্যানমালা ।/০
সহস্রনাম সংগ্রহ ।/০
নিত্যকর্ম্ম ছোট /০